উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৫,৩৯৮.৭২ (+৭৮৯.৭৪)

নিফটি : ২৩,৬৮৯.৬০ (+২৭৭.০০)

কালবৈশাখীতে মৃত ১০০ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° / ২২°	৩২° / ২২°	৩২° / ২৩°	৩৩° / ২২°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

দিল্লিতে বাসে গণধর্ষিতা তরুণী ৭

চাপই ভালো খেলার রসদ দাবি কোহলির ১১

৩১ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 15 May 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 354

উত্তরের খোঁজে

যে হাতে ক্ষমতা, সেই হাতে বন্দি বঙ্গ বিবেক

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পঁচিশে বৈশাখ। সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে রবীন্দ্র স্মরণে অনুষ্ঠান করছেন। এবারই প্রথম রবীন্দ্র সদনে সরকারি অনুষ্ঠান হয়নি। ফলে মমতার বাড়ির অনুষ্ঠানের দিকে নজর ছিল অনেকের।

সেখানে দেখা গেল, বাচিকশিল্পী প্রণতি ঠাকুর, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গায়ক বাবুল সুপ্রিয় ছাড়া কোনও পরিচিত মুখ নেই। অভিনেতাদের মধ্যে শুধু সুভদ্রা মুখোপাধ্যায়। এমনকি মমতার খুব কাছের শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন পর্যন্ত হাওয়া।

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency
90 5171 5171

মমতার সভা থাকলে এতদিন নচিকেতা, কবীর সুমন, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইমন চক্রবর্তী, রূপঙ্কর বাগচী, সৈকত মিত্র, মনোময় ভট্টাচার্যদের মতো শিল্পীদের সহাস্য উপস্থিতি অবধারিত ছিল। এখন এক মুহূর্তে তাঁরা হাওয়া। মমতার কাছে তাঁদের আর কিছু পাওয়ার নেই। সিনেমা ও টিভি সিরিয়ালের এক ঝাঁক কচিকাঁচা ঘিরে থাকতেন মমতাকে। তাঁরাও কেটে পড়েছেন কিছু মিলবে না বুঝে।

মমতা এখন প্রাক্তন। কে আসবে তাঁর কাছে?

মমতাকে নিয়ে লেখাটা নয় আদৌ। এই ছবিটা এখন বঙ্গসমাজের প্রতিটি দিকে ছড়িয়ে। স্কুল থেকে কলেজ, সরকারি অফিস থেকে হাসপাতাল, বাড়ি থেকে আত্মীয়ের বাড়ি, পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ, সিনেমার আর্টিস্ট ফোরাম– সর্বত্র এই পালটিবাজির খেলা। মমতাকে দিয়ে লেখাটা শুরু হল, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই কথাগুলো বিমান বসু বা সূর্যকান্ত মিশ্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এতদিন প্রযোজ্য ছিল শমীক ভট্টাচার্যদের ক্ষেত্রেও।

কেউ ক্ষমতায় থাকলে তাঁকে ঘিরে ধরে মৌমাছির মতো ভিড়। তাঁর এমন প্রশংসা যে মনে হবে, তিনি অন্য গ্রহ থেকে এসেছেন। তাঁকে ঘিরে উৎসব, তাঁর টাকায় খাওয়াদাওয়া, প্রতি মুহূর্তে তাঁকে আকাশে তুলে দেওয়া।

এরপর দশের পাতায়

আইনজীবী রূপে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

কোর্টে মমতা, উঠল চোর স্লোগান

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ মে : মুখ্যমন্ত্রী তিনি আর নন। বিধানসভা বা লোকসভায় আনুষ্ঠানিক বিরোধী নেত্রীও নন। তবে বৃহস্পতিবার দিনভর প্রচারের আলোতেই রইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রচার যতটা ইতিবাচক, ততটাই নেতিবাচক। আদালত চত্বরে তাঁকে ঘিরে 'চোর চোর' চিৎকার ও অশালীন মন্তব্য মমতার ভাবমূর্তির জন্য অস্বস্তিকর বটেই। তবে ওই অপ্রীতিকর অবস্থাতেও তিনি অবিচল ছিলেন। ওই ঘটনায় মমতা বিরোধীদের দিকে আঙুল উঠলেও বিজেপি ঘটনাটির সঙ্গে দলের সম্পর্ক অস্বীকার করেছে।

নয়াদিল্লিতে বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, 'এটা তৃণমূলের কৃতকর্মের ফল।' পরিশীলিত রাজনীতির জন্য পরিচিত শমীকের ভাষায়, 'এটা বিজেপির সংস্কৃতি নয়। উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। একজন মহিলা। তাঁকে রাস্তায় দেখলে চোর চোর স্লোগান- এই কাজ বিজেপি করে না। ওই পরিস্থিতি বিজেপি তৈরিও করেনি। ওই ঘটনায় যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, সেটা তৃণমূলই। কৃতকর্মের ফল তো পিছু ছাড়ে না।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে গিয়েছিলেন ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় সওয়াল করতে। কালো গাউন গায়ে চাপিয়ে আইনজীবীর বেশে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে যান তিনি। কিন্তু শুনানি শেষে বেরোনোর সময় তাঁকে ঘিরে একদল আইনজীবী বিক্ষোভ দেখান। তখনই ভিড় থেকে চোর চোর স্লোগান ও অশালীন মন্তব্য ছুটে আসে। পুলিশ কোনওমতে তাঁকে সেখান থেকে বের করে গাড়িতে তুলে দেয়।

আইনজীবীর পোশাকে মমতা। বৃহস্পতিবার। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

তবে দিনের শেষে মমতার নতুন বিড়ম্বনা হয় বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার তৎপরতায়। রাজ্যের বার কাউন্সিলকে চিঠি দিয়ে দেশের আইনজীবীদের সনদ প্রদানকারী সংস্থাটি জানতে চেয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কবে পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলে নথিভুক্ত হয়েছিল। তাঁর আইনি পেশা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যও জানাতে বলা হয়েছে। ওই পেশার শংসাপত্র দেখতে চাওয়া হয়েছে। আগামী দু'দিনের মধ্যে সমস্ত তথ্য পাঠাতে বলেছে সর্বভারতীয় বার কাউন্সিল।

এর আগে এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছিলেন মমতা। তখন এসব প্রশ্ন ওঠেনি। হাইকোর্টে কোনও মামলায় অবশ্য এই প্রথম সওয়াল করলেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

১৯৭৬ সাল থেকে আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত। অধ্যক্ষ পদে তাঁকে মনোনয়নে সংঘের হাত রয়েছে।

দাবি ছিল উপমুখ্যমন্ত্রী পদের। কিন্তু উত্তরের মানুষের সেই দাবি এখনও পূরণ হয়নি। বদলে এই প্রথম বিধানসভার স্পিকার পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ।

অধ্যক্ষে শাপমুক্তি

পদ্ম প্রার্থী রথীন, উত্তরবঙ্গ থেকে ইতিহাস

অরূপ দত্ত ও শিবশংকর সূত্রধর

কলকাতা ও কোচবিহার, ১৪ মে : উপমুখ্যমন্ত্রী না মিলুক, অধ্যক্ষ পেল উত্তরবঙ্গ। বিধানসভার অধ্যক্ষ হতে চলেছেন কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু। ইতিহাসও বটে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হতে চলেছেন। এর আগে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে নির্বাচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায় উপাধ্যক্ষ হয়েছিলেন কংগ্রেস আমলে।

দলের শক্তিশালী ঘাঁটি উত্তরবঙ্গে যেন প্রতিদান দিল বিজেপি। প্রথমবারের বিধায়ক হলেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ঘনিষ্ঠ রথীনকে অধ্যক্ষ পদের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার বিধানসভায় হবে অধ্যক্ষ পদে আনুষ্ঠানিক নির্বাচন। হবু বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সম্ভবত আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না।' ফলে রথীনের নির্বাচন একরকম নিশ্চিত।

একসময় শিলিগুড়িতে বিজেপির জেলা সভাপতি ছিলেন রথীন। তাঁর আরএসএস যোগ এই মনোনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি বই গেরুয়া শিবিরে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল।

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবির ঢালাও ভোট পাওয়ায় জল্পনা ছড়িয়েছিল যে, উত্তরবঙ্গ থেকে কাউকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা আপাতত নেই বলে মনে করা হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ পদে রথীনের মনোনয়নের কৌশলে উত্তরবঙ্গে দলের অভ্যন্তরের ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

রথীনকে পাশে নিয়ে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই পদ চালানোর জন্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও আনুগত্য, বিচারধারার প্রতি সমর্পণ এবং উচ্চশিক্ষার কারণে ওঁকে স্পিকার পদপ্রার্থী করা হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর সঙ্গে রথীন (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)। -ফাইল চিত্র

কোচবিহার জেলার আরেক বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিককে প্রথমেই মন্ত্রীসভায় রেখে উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। এরপর রথীন্দ্রনাথকে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মনোনয়ন উত্তরবঙ্গের প্রতি যেন বিজেপির মাস্টারস্ট্রোক। বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির শক্তি আরও বেড়েছে। মনোনয়ন পাওয়ার খবরে রথীন্দ্রনাথ বলেন, 'দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা ভালোভাবে পালন করব।' তৃণমূল জমানায় বিজেপি একাধিকবার বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিল। সেই প্রেক্ষাপটে রথীন্দ্রনাথের আশ্বাস, 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব কাজ হবে। পক্ষপাতিত্বের কোনও বিষয় নেই।'

রথীন্দ্রনাথকে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র প্রার্থী করার সময় তাঁকে বহিরাগত বলে প্রচার করেছিল। তিনি আদতে কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ির আদি বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন শিলিগুড়িতে থাকতেন। এখন তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষ হতে চলায় ঢোঁক গিলছেন বিরোধীরা। বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথায়, 'উত্তরবঙ্গের কেউ প্রথম বিধানসভার অধ্যক্ষ হতে চলেছেন। এতে ভালোই লাগছে।

এরপর দশের পাতায়

সিএ থেকে স্পিকার

- কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছ গ্রামে জন্ম রথীন্দ্রনাথ বসুর
- রামভোলা হাইস্কুলের পর ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ থেকে স্নাতক
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর
- কলকাতায় সিএ এবং কস্টিং নিয়ে পড়াশোনা
- ২০১২ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে পা রাখা
- প্রথমেই রাজ্য কমিটির সদস্য, ২০১৪ সালে শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সভাপতির দায়িত্ব
- ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে লড়ে তৃতীয় স্থানে
- এবার কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে ২৩ হাজারেরও বেশি ভোটে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিককে পরাজিত করেন

চিতাবাঘের হানায় জখম ৩

শিবশংকর সূত্রধর

দেওয়ানহাট, ১৪ মে : একেবারে খাস লোকালয়ে ঢুকে পড়ে তাণ্ডব চালাল এক পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। আর তার আক্রমণে রক্তাক্ত হলেন তিন গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার সকালে আতঙ্কের এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-১ ব্লকের পানিশালা এলাকায়। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় বন দপ্তর ঘুমপাড়ানি গুলি করে চিতাবাঘটিকে কাবু করে। বর্তমানে চিতাবাঘটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সুস্থ হলে বনাঞ্চলে ছাড়া হবে। ঘটনাস্থলের আশপাশে বনাঞ্চল না থাকলেও এলাকায় কীভাবে চিতাবাঘ চলে এল তা নিয়ে ধন্দে পড়েছেন বাসিন্দারা। বন দপ্তরের দাবি, জলদাপাড়া বা পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল থেকে তোর্ষা নদী দিয়ে পানিশালায় চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আহত শ্যামল বর্মন ও কার্তিক শীলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও কনক বর্মনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ পানিশালা এলাকার বাসিন্দা

বনদপ্তরের খাঁচায় ধরা পরা চিতাবাঘটির চিকিৎসা চলছে।

কনক বর্মন নিজের বাড়ির সামনেই বসেছিলেন। দৈনিক কাজের শুরুতে তখনও কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি কী ভয়ংকর বিপদ ওঁত পেতে রয়েছে ঠিক পিছন দিকেই। আকস্মিকভাবেই একটি বিশাল চিতাবাঘ তাঁর ওপর পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিতাবাঘের থাবায় রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কনক। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে এলে চিতাবাঘটি তাঁকে ছেড়ে এরপর শ্যামল বর্মনকে আক্রমণ করে। তারপর কার্তিক শীলের ওপর চড়াও হয়। নখের আঁচড়ে ও কামড়ে তাঁরাও জখম হন। বাসিন্দারা তাড়া করলে চিতাবাঘটি পার্শ্ববর্তী জিরানপুর এলাকার দিকে পালিয়ে যায়। এলাকায় চিতাবাঘ ঢুকেছে খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক ছড়ায়।

গুরুতর জখম তিনজনকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত শ্যামল ও কার্তিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও, কনক বর্মনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর পিঠে, হাতে এবং ঘাড়ে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। বর্তমানে তিনি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হাসপাতালের বেডে শুয়েই রোমহর্ষক সেই মুহূর্তের কথা শোনাচ্ছিলেন কনক। তখনও তাঁর চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। বারকয়েক ঢোঁক গিলে কনক বলেন, 'পেছন থেকে যখন চিতাবাঘটি ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। হাতে কামড় দিয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পেয়েছি।

এরপর দশের পাতায়

কোচবিহার ছেড়ে গেল শেষ বিমান

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৪ মে : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বৃহস্পতিবার দুপুরে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল কলকাতা-কোচবিহার-কলকাতা বিমান পরিষেবা। এদিন কোচবিহার বিমানবন্দরে বিমান নামল ১১টা ১০ মিনিটে। তবে এতদিন ধরে কোচবিহারে যে বিমানটি নামত, এদিন অবশ্য তার জায়গায় এসেছিল অন্য একটি বিমান। ছয়জন যাত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে বিমানটি কোচবিহারে আসে। আর ১১টা ৩৫ মিনিটে সেই বিমান কলকাতা উড়ে যায় পাঁচজন যাত্রী নিয়ে। আপাতত এটাই ছিল শেষ উড়ান।

এই বিমানবন্দরে এয়ারপোর্ট অথরিটির নিজস্ব কর্মী রয়েছেন ১৩ জন। এছাড়াও রয়েছেন বিমানবন্দর পাহারা দেওয়ার জন্য ৪৮ জন পুলিশকর্মী। রাজ্যের দমকলকর্মী রয়েছেন ৮ জন। এঁরা ছাড়াও ইলেক্ট্রিকের চুক্তিভিত্তিক কর্মী ১১ জন এবং সাফাইয়ের জন্য ছয় কর্মী রয়েছেন। বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মন খারাপের রেশ সকলের মধ্যে। আপাতত বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলেও এই বিমানবন্দরে কর্মরত কারও চাকরি যাবে না। তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়াও হবে না। এয়ারপোর্ট অথরিটি ডিরেক্টর শুভাশিস পাল দাবি করেছেন, যাত্রীদের মধ্যে এই উড়ান নিয়ে আগ্রহ ছিল। বললেন, 'যাত্রীরা আমাদের বলতেন, এই পরিষেবা যেন চালু থাকে। কিন্তু উড়ান সংস্থা হঠাৎ করে তাদের পরিষেবা বন্ধ করে দিল। আমাদের সকলেরই খারাপ লাগছে। যদি আবার বিমান চালু হয়, তাহলে এখানে সব কর্মীর যথেষ্ট ভালো লাগবে।'

যে ঘরটি তারা ব্যবহার করত, সেটি ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছে উড়ান সংস্থাটি। এখনও সেখানে 'ইন্ডিয়া ওয়ান এয়ার' লেখা বোর্ড থাকলেও ভেতরে তাদের যত জিনিসপত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি যা ছিল সব নিয়ে চলে গিয়েছেন সংস্থার লোকজন। শুক্রবার তারা ঘরটি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে।

এরপর দশের পাতায়

জ্বালানিসংকটের আশঙ্কায় পেট্রোল পাম্পে লাইন। সুরাটে।

দিল্লির সিদ্ধান্তে সংকটের আভাস

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : মুখে নরেন্দ্র মোদির 'অর্থনৈতিক বিচক্ষণতা'র ডাকে সাড়া। বাস্তবে জ্বালানিসংকট কতটা গভীর, তার আভাস। দিল্লিতে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তাহে দু'দিন 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' চালু হয়ে গেল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তর বৃহস্পতিবারের ঘোষণায় আছে আরও অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের ইঙ্গিত। এখন থেকে প্রতি সোমবার শুধু সরকারি কর্মীরা নন, আধিকারিক, এমনকি মন্ত্রীদের মেট্রোয় অফিস যাতায়াত বাধ্যতামূলক।

এই কর্মসূচির একটি গালভরা নামও দেওয়া হয়েছে- 'মানডে মেট্রো।' গাড়ি ও জ্বালানি ব্যবহারে রাশ টানার স্পষ্ট বার্তা ছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। যাতায়াতের খরচে লাগাম টানতে সরকারি মিটিংয়ের ৫০ শতাংশই হবে অনলাইনে। সরকারি গাড়িতে পেট্রোল-ডিজেল খরচ ২০ শতাংশ কমানো হবে। কর্মীদের ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমাতে নয়াদিল্লির ২৯টি সরকারি কলোনি থেকে ৫৯টি বিশেষ বাস চালাবে দিল্লি সরকার।

সর্বভারতীয় স্তরে জল্পনা শুরু, শিগগিরই অন্য রাজ্যগুলি হয়তো এই পথে হাঁটবে। অন্তত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি তো বটেই। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা অর্ধেক করে দিয়েছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত তাঁর কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা ১৩ থেকে কমিয়ে চার করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

সপ্তাহে দু'দিন বাড়ি বসে কাজ, একদিন মেট্রোয় যাতায়াত

চন্দ্রচূড়ে মুখরক্ষা উত্তরের

উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় গঙ্গার এপারের মাত্র ৪

শ্রেয়সী শীল (অষ্টম)

অরিত্র সাহা (অষ্টম)

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন আলি (নবম)

নিউজ ব্যুরো

১৪ মে : পরীক্ষা শেষের ৭৬ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চতুর্থ সিমেস্টারের ফলাফল প্রকাশিত হল। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র আদৃত পাল ৪৯৬ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছে। শ্রীরামপুরের রমেশচন্দ্র গার্লস হাইস্কুলের মেঘা মজুমদার ৪৯২ নম্বর পেয়ে রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। এবার মোট পাশের হার ৯১.২৩ শতাংশ। ছাত্রীদের পাশের হার (৯২.৪৭ শতাংশ) ছাত্রদের তুলনায় বেশি হলেও মেধাতালিকায় ছাত্রীরা সংখ্যায় কম বলে সংসদ সভাপতি পার্থ কর্মকার জানিয়েছেন। ৬৪ জনের মেধাতালিকায় ৫৬ জন ছাত্র জায়গা পেলেও ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৮। মেধাতালিকায় প্রথম দশজনের মধ্যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৮ জন ছাত্র রয়েছে। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৭ জন ছাত্র প্রথম দশে স্থান পেয়েছে। পাশের হারে কলকাতাকে টেক্কা দিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর (৯৪.১৯ শতাংশ) শীর্ষে রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য ছবিটা

সহপাঠীদের কাঁধে রাজ্যে চতুর্থ চন্দ্রচূড়। কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

যথেষ্টই করুণ। এবারের মাধ্যমিকের সম্ভাব্য মেধাতালিকায় যেখানে উত্তরবঙ্গ থেকে সামগ্রিকভাবে ৩২ জনের ঠাঁই হয়েছিল সেখানে উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি মাত্রই চার। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়া কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের চন্দ্রচূড় সেন এবারের মেধাতালিকায় সম্ভাব্য চতুর্থ স্থানে রয়েছে। সে ৪৯৩ নম্বর পেয়েছে। ৪৮৯ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে অষ্টম স্থানে রয়েছে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়া শ্রেয়সী শীল ও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অরিত্র সাহা। সুজাপুর হাইস্কুলের মহম্মদ শাহাবুদ্দিন আলি (৪৮৮) নবম স্থানে রয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ষষ্ঠ স্থানে ছিল।

ফলাফল প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আদৃতকে ভিডিও

এরপর দশের পাতায়

বিচার নয়, এবার প্রত্যাশা

রাজ্যে পট পরিবর্তনে বদলে গেল দাবি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৪ মে : দীর্ঘ ৭ বছরের আন্দোলনের পরেও এখনও অবধি সুবিচার মেলেনি ভোটকর্মী রাজকুমার রায়ের হত্যাকাণ্ডের। সেই দাবিতে আন্দোলন করে আসছে রাজকুমার রায় হত্যার বিচার চাই মঞ্চ। ভোটের আগেও এই একই দাবিতে সরব হয়েছিলেন মঞ্চের সদস্যরা। কিন্তু ফল প্রকাশের পর বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই এখন তাঁদের সুর নরম। দীর্ঘদিনের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের পর এবার মঞ্চ অন্য পথে হাঁটছে। এতদিন রাজকুমার রায়ের প্রয়াণ দিবসটি ভোটকর্মী ও ভোটাধিকারের প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করত তারা। এবার তার বদলে দিনটি প্রত্যাশা দিবস হিসেবে পালন করা হবে।

শুক্রবার রাজকুমার রায়ের অষ্টম প্রয়াণ দিবস। ২০১৯ সাল থেকে প্রতিবছর ১৫ মে দিনটিতে ঘটা করে রাজকুমার রায় হত্যার বিচার চাই মঞ্চের সদস্যরা বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। দাবি একটাই, রাজকুমারের হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে। কিন্তু এবছর রাজ্যে পালাবদল হতেই সংগঠনের সদস্যরা সিদ্ধান্ত বদল করেছেন। তাঁরা শুক্রবার রাজকুমার রায়ের বাড়িতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করবেন কিন্তু ঘটা করে প্রতিবাদ সভা করবেন না। নতুন সরকারের প্রতি আস্থা রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান মঞ্চের সদস্যরা। সংগঠনের সদস্য তথা রাজকুমার স্কুলের দাবি, 'রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। তাই আমরা আশাবাদী যে রাজকুমার রায়ের মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হবে এবং দোষীরা শাস্তি পাবে। তাই এই বছর প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করছি না।' একই বক্তব্য রাজকুমারের স্ত্রী অর্পিতা রায় বর্মনেরও। তিনি বলেন, 'নতুন সরকার এসেছে রাজ্যে, তাই আমাদের প্রত্যাশা স্বামীর বিচার পাব এবার।' তবে সুর নরম করার কথা মানছেন না তাঁরা। মঞ্চের সদস্য তথা রাজকুমারের স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহিদুর রহমান বলেন, 'বিজেপি সরকারের প্রতি কোনও সুর নরম নয়। আমরা নতুন সরকারকে কিছুদিন সময় দিতেই পারি।'

তবে মঞ্চের অন্দরেই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দোলাচল রয়েছে। প্রতিবাদ দিবসের বদলে প্রত্যাশা দিবস হিসেবে দিনটি পালন করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মঞ্চেরই কয়েকজন সদস্য। তাঁদের মধ্যে একজন শিক্ষক মিলনকুমার পাল। মিলন রাজকুমারের মৃত্যুর পর আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'এখনও তো বিচার মেলেনি। তাই প্রতিবাদ আন্দোলন থামা উচিত নয়। আগে বিচার পাই, তারপর আন্দোলন থেকে সরলে সমস্যা নেই।'

রাজকুমার রায়ের প্রয়াণ দিবস পালন। -ফাইল চিত্র

> বিজেপি সরকারের প্রতি কোনও সুর নরম নয়। আমরা নতুন সরকারকে কিছুদিন সময় দিতেই পারি।
>
> **শাহিদুর রহমান**
> বিচার চাই মঞ্চের সদস্য

খুচরো না নেওয়ায় ব্যাংকের জরিমানা

বালুরঘাট, ১৪ মে : সংবাদপত্র বিক্রেতার কাছ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কয়েন জমা নিতে চায়নি। সেই দায়ে ওই ব্যাংককে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করল ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর।

বালুরঘাট শহরের সাহেব কাছারি এলাকার বাসিন্দা মাধব মিত্র সংবাদপত্র বিক্রেতা। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংক খুচরো না নেওয়ায় তিনি মামলা দায়ের করেছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর বুধবার এই মামলার রায় ঘোষণা করেন বিচারক। এনিয়ে অভিযুক্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনও মন্তব্য মেলেনি। মাধব বলেন, 'বছর চারেক আগে ব্যাংকে ৪১ হাজার টাকা জমা দিতে গিয়েছিলাম। যার মধ্যে ৭ হাজার টাকার কয়েন ছিল। ব্যাংক টাকা জমা নিতে অস্বীকার করে। অ্যাকাউন্ট বন্ধেরও হুঁশিয়ারি দেয়। এরপর ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানাই।'

সংবাদপত্র বিক্রেতা মাধবের খুচরো নিয়েই কারবার। সেই খুচরোই যে তাঁকে সমস্যায় ফেলবে কে ভেবেছিল? ২০২৩ সালের ডিসেম্বর বিক্রিবাট্টার টাকা নিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন ব্যাংকে। কিন্তু সবই খুচরো। এত পয়সা গুনবে কে? অভিযোগ, ব্যাগ ভর্তি খুচরো দেখে বেঁকে বসেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সাফ জানিয়ে দেন, এত খুচরো তাঁরা নিতে পারবেন না। সেই নিয়ে কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেবার সব খুচরো ভর্তি ব্যাগ নিয়েই ফিরতে হয়েছিল মাধবকে। তাঁর অভিযোগ, একবার নয়, একাধিকবার এমনটা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। এরপর বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানাতে শুরু করেন মাধব। শেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রেতা সুরক্ষা কমিশনের দ্বারস্থ হন তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'আমরা সংবাদপত্র বিক্রেতা। খুচরো কয়েন নিয়েই কারবার। ব্যাংক টাকা না নিলে আমাদের কী করে চলবে? বাধ্য হয়ে আইনের দ্বারস্থ হই। অবশেষে ন্যায় বিচার পেলাম।'

মামলাকারীর আইনজীবী শিবতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক রায়। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কয়েন না নিতে চেয়ে গ্রাহককে হয়রানি করেছিল।'

আজ থেকে পাহাড়ে শুরু সাহিত্য উৎসব

টয়ট্রেনে গানের মূর্ছনায় ঐতিহাসিক মুহূর্ত

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : এ এক অতুলনীয়, মায়াবী দৃশ্যপট। চলন্ত টয়ট্রেনের ওপেন রুফ ওয়াগনে বসে স্থানীয় শিল্পীরা তুলছেন সুর। আর সেই মূর্ছনায় ভাসছেন পাহাড়, পাহাড়বাসী, পর্যটকরা। এমনটাই হতে চলেছে সাহিত্য উৎসব-২০২৬'র সৌজন্যে। শুধু সুরের হাতছানি নয়, পাহাড়ের কোলে বসবে কবিতার আসরও।

শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সাহিত্য উৎসব। সৌজন্যে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) এবং সৃজনশীল সংস্থা 'পোয়েটস অফ কমিউনিটি'। টানা তিনদিন উৎসব চলবে। ডিএইচআর সূত্রে খবর, সামার ফেস্টিভালের অঙ্গ হিসেবে এই প্রথম পাহাড়ের বুকে সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের প্রথম দিন কার্সিয়াংয়ের ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুলে বিশেষ কর্মশালা হবে। 'কবিতা কেন একঘেয়ে' শীর্ষক কর্মশালায় পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সেখানে পদস্থ রেলকর্তাদের পাশাপাশি লেখিকা মেঘা মিত্তাল উপস্থিত থাকবেন। দ্বিতীয় দিন শনিবার অনুষ্ঠানের আকর্ষণ দ্বিগুণ হতে চলেছে। 'রেল অ্যান্ড রিদম' শীর্ষক অনুষ্ঠানে কুয়াশাচ্ছন্ন হিমালয়ের বুক চিরে টয়ট্রেনের ওপেন রুফ ওয়াগনের যাত্রা অবিস্মরণীয় হতে চলেছে। কার্সিয়াং থেকে মহানদীর পথে (আট কিলোমিটার) ছুটে চলা স্টিম ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবে স্থানীয় লোকশিল্পীদের লাইভ অ্যাকাউস্টিক পারফরমেন্স। সন্ধ্যায় স্থানীয় কার্সিয়াং স্টেশন চত্বরে ক্যাফে ডি সেন্ট্রালে ওপেন মাইক অনুষ্ঠান রয়েছে। ভয়েস অফ হিলস- শীর্ষক অনুষ্ঠানে স্থানীয় কবি ও লেখকরা গল্প ও কবিতা পাঠ করার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও পার্বত্য লোককথা সহ চা বাগানের জীবন এবং হিমালয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে।

উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে শৈলশহর দার্জিলিংয়ে। সেখানে ক্যাফে হাউসে রবিবার সমাপনী পর্বের অনুষ্ঠানে বহুভাষিক সাহিত্য আসর বসতে চলেছে। নেপালি, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার শিল্পী থেকে শুরু করে লেখক ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা হিমালয় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা এবং সমসাময়িক প্রতিকূলতা ইস্যুতে আলোচনা ও পাঠ করবেন।

এককথায়, এই উৎসবের সৌজন্যে সাহিত্যের সঙ্গে পাহাড়ের ঐতিহ্য এবং টয়ট্রেনের কু-ঝিকঝিক ছন্দ মিলেমিশে হয়ে যাবে একাকার। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'এই সাহিত্য উৎসবের সৌজন্যে নতুন প্রজন্মের স্থানীয় শিল্পীরা নতুন মঞ্চ পাবেন। উৎসবের মূল লক্ষ্য স্থানীয় শিল্পীদের প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটানো। সেইসঙ্গে পাহাড়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরা।'

উদ্যোক্তা গড়তে 'মেড ইন জেআইএস'

কলকাতা, ১৪ মে : পূর্ব ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ করল জেআইএস গ্রুপ। বৃহস্পতিবার নিউটাউনের অস্টিন টাওয়ার ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল জেআইএস-এর নিজস্ব 'আন্ত্রাপ্রেনরশিপ ইনকিউবেশন সেন্টার', যার পোশাকি নাম 'মেড ইন জেআইএস'।

ছাত্রছাত্রী এবং নতুন প্রজন্মের স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্ভাবনী ধারণাকে সফল ব্যবসায়িক মডেলে পরিণত করাই এই ইনকিউবেশন সেন্টারের মূল লক্ষ্য। এখানে মূলত দুটি প্রোগ্রামের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। 'প্রি-ইনকিউবেশন' প্রোগ্রামে স্টার্টআপের আইডিয়া তৈরি ও প্রাথমিক গাইডেন্স দেওয়া হবে। অন্যদিকে, 'গ্রোথ ট্র্যাক' প্রোগ্রামে ব্যবসা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ সংগ্রহ এবং মার্কেটিংয়ের কৌশল শেখানো হবে। এর পাশাপাশি রয়েছে কর্পোরেট ইনোভেশন প্রোগ্রাম, যেখানে পড়ুয়ারা সরাসরি কর্পোরেট দুনিয়ার বাস্তব সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাবেন।

উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভিত ভেঞ্চারসের অর্জুন বৈদ্য, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের মেঘদূত রায়চৌধুরী এবং জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর জসপ্রীত কৌর সহ অন্য বিশিষ্টরা। জসপ্রীত কৌর জানান, সঠিক মেন্টরশিপ এবং পরিকাঠামোর মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রথাগত চিন্তার বাইরে গিয়ে বিশ্বমানের করে তোলাই জেআইএস গ্রুপের প্রধান ভিশন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Urgent Electrical Renovation works at the Existing Paediatrics OPD, NBMCH, Darjeeling." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 04 of 2026-27, Estimated amount Rs. 18,40,804/- Tender ID: 2026_WBPWD_5013981_1. Bid Submission start date (Online): 19.05.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 02.06.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division
ICA-T7784(3)/2026

Notice
My client, Sri Samir Kumar Das S/O Late Khagendra Kumar Das residing at Vill: Uttar Nababganj Balasi, Dewanhat, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar, PIN- 736134, want to purchase land measuring 12 Decimals within Mouza - Kharimala Khagrabari, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar appearing to Thak No. 954, R.S. Plot No. 733 corresponding to L.R. Plot No. 1383 J.L. No. 125, L.R. Khatian No. 5315, classified as 'Bastu'. If there any claim or objection from any person, please contact to Mob : 8617892562 within 10 days from the date of publication.
Prasenjit Dutta
Advocate
Cooch Behar

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৩০, তারিখ: ১৩.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম: (১) "বরাহাটি-মন্দারহিল শাখার [illegible] ... বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MLD-48/2026-27
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ: ১৩.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, [illegible] ... www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড: সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।
MLD-50/2026-27
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬১৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬২৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের সুজনিপাড়া (এসপিএলই) এবং মালদা টাউন (এমএলডিটি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নং: পার্কিং-১১-২০২৬
ক্রমিক নং., লট নং, স্টেশন নিম্নরূপ: **(১),** পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৬-১, সুজনিপাড়া **(২),** পার্কিং-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমএক্স-৭৫-২৬-১, মালদা টাউন।
অকশন শুরুর তারিখ: ২৮.০৫.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-46/2026-27
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে
Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology
(A Centrally Funded Technical Institute under Ministry of Education, Govt. of India.)
Narayanpur, Dist. Malda, Pin- 732141, West Bengal
EOI NO: GKCIET/ADMIN/TRANSPORT/2026-27/001,
Dated: 15.05.2026
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
FOR EMPANELMENT OF TRANSPORT AGENCIES FOR PROVIDING BUS SERVICE FOR STUDENTS OF GKCIET, MALDA
UNDER TWO BID SYSTEM AS PER GFR 2017
Expression of Interest (EOI) is invited from eligible, reputed and experienced transport service providers/ agencies for empanelment and engagement for providing Bus Transportation service for students of GKCIET, Malda on monthly per route fare basis as per the terms and conditions mentioned in the EOI document, to apply please visit the Institute website : **www.gkciet.ac.in**. The last date of receipt of sealed tender along with all required document is 30.05.2026 up to 05:00 p.m.
Dated: 15.05.2026 **Director**

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম
নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং:** পার্কিং-আরএনওয়াই-২৬। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট):** ২৬-০৫-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়:** ২৬-০৫-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ- এমএক্স-৪৮-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	রঙিয়া ডিভিশনের টিহু স্থান -এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ১১-০৫-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং:** পার্কিং-আরএনওয়াই-২৬-। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট):** ২৭-০৫-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়:** ২৭-০৫-২০২৬ তারিখের ১২.২০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-এনএমএম- এমএক্স-৩০-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান নিউ মিসামারি স্টেশন-এ সার্কুলেটিং এলাকায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-আরএনওয়াই-ডিকেজেআর- এমএক্স-৬৮-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান ঢেকিয়াজুলি রোড স্টেশন-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-আরএনওয়াই-বিভিইউ- এমএক্স-৯৮-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান বালিপাড়া স্টেশন-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ১২-০৫-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

I, Nivedita Goswami, W/O- Pradip Kumar Mohanta permanently residing at N.N.Road Bye Lane, Old Post Office Para, Ward No. 07, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar, W.B. solemnly affirm and declares vide an affidavit before J.M. Court, Sadar, 1st class, Cooch Behar on 13.05.2026 that my name has been recorded as Nivedita Goswami in my Aadhaar card No. 2077 9956 5083, in my PAN Card No. AFNPG2920D, in my Voter card No. LZL2703775 and in my Admit Card Issued by WBBSE Index No - G004 - 431 though in my Passport No. N3209906, in my son Atmadip Mohanta's Passport No. U9224310 and in his academic records my name have been recorded as Nivedita Mohanta Goswami and in my ration card my name has been recorded as Nivedita Mohanta. That Nivedita Goswami, Nivedita Mohanta Goswami and Nivedita Mohanta pertains to be the same and one identical person. That to avoid any future complication I intend to establish my correct name as Nivedita Goswami as per my Aadhaar, PAN, Voter Id and Admit Card. (C/121401)

●

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্র গঙ্গারামপুর পৌরসভা হইতে প্রাপ্ত, রেজিঃ নং ২১৬, তারিখ ০২/০২/২০২৬। সেখানে নাম উল্লেখ আছে সাদিক চৌধুরী, পিতা- রাজ্জাক চৌধুরী। ০৭/০৫/২০২৬ তারিখে বুনিয়াদপুর ১ম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হলফনামা করা হইয়াছে যে, সঠিক নাম হইবে সাদিক চৌধুরী, পিতা- মোঃ রাজ্জাক চৌধুরী। রাজ্জাক চৌধুরী এবং মোঃ রাজ্জাক চৌধুরী একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। মোঃ রাজ্জাক চৌধুরী গ্রাম- সদানন্দ, পোঃ- বংশীহারী, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১২১। (C/121911)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ainuddin Miya, পিতা- মৃত Saiyad Ali Miya, গ্রা:+পো:- ডাউয়াগুড়ি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- কোচবিহার, প:ব: গত ১৭/০৪/২৬ JM 1st ক্লাস সদর কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট করে বাবার নাম Chhyad Ali Miya থেকে Saiyad Ali Miya হলো।

●

I, Liakat Ali, son of Naimuddin, resident of village- Harirampur, P.O.- Magura, P.S.- Pukhuria, District- Malda, do hereby declare that vide an affidavit sworn on 07/01/2026 before the JM, 2nd Court at Chanchal, Malda, the name "Liakat Ali" and "Liyakat Ali" the same and one identical person and "Sayema Khatun" and "Sayma Khatun" is the same and one identical woman. (C/121915)

●

আমি Abdul Karim, আমার জন্ম শংসাপত্রে পিতার নাম ভুল থাকায় গত 19/02/2026 তারিখে J.M. 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে জানাইতেছি পিতা Md. Tariful Islam এবং Tariful Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/121537)

●

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নামের বানান ভুল থাকায় গত 14-05-26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Prabin Kumar Agarwal থেকে Praveen Kumar Agarwal নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/121910)

ভর্তি

Last chance to admit in B.Ed Course for the Session-2025-27. Mob. No- 99322 09369. Manoranjan Saha Memorial B.Ed College. President. (S/C)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 7863977242. (C/121758)

●

Abacus Class শিলিগুড়ি হাকিমপাড়াতে শিক্ষকতার জন্য Graduate মহিলা আবশ্যক। কাজের সময় ঃ Wednesday & Thursday : 4 P.M. to 8 P.M. Saturday & Sunday : 11 A.M. to 8 P.M. Salary - 6000/- নামমাত্র প্রশিক্ষণ খরচ দিতে হবে। Send your biodata @ 9830085399 via WhatsApp No phone call please.

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

আজ ও কাল শিলিগুড়ি
হোটেল মেয়র, সেবক রোড
17 18 19 MAY
জলপাইগুড়ি
হোটেল জেলা প্রিতম
19th May upto 2 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting e-Tender from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of Stationery articles for Central / College store of North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Central Store/911/NBMC/2026 Dated 08/05/2026 and Tender ID: 2026_HFW_1024108_1. The last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 04/06/2026. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College ICA-T7703(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Electrical Repairing Work incl. Supply and Fixing of Electrical Fittings and Fixtures at Ladies Hostel in the premises of North Bengal Medical College and Hospital, Shusrutnagar, Siliguri." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-03 of 2026-27, Estimated amount Rs. 7,22,635/- Tender ID: 2026_WBPWD_5013978_1. Bid Submission start date (Online): 19.05.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 25.05.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T7783(3)/2026

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
I. I. Z
Indian Institute of Zombies
Time : 1.15, 4.15 & 7.15

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Raja Shivaji (H)
Cast- Riteish Deshmukh, Genelia Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan
Show time : 2:30 & 6:00 P.M.

From 15th May to 17th May 2026 at Dinabandhu Mancha Siliguri
Hati Hati Paa Paa
(Bengali)
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

সংশোধনী নং. ১
টেন্ডার নোটিস নং. এন_৩_এইচকিউ_২০২৬-২৭, টেন্ডার নং. এন_৩_এইচকিউ_ইপিসি_ইআই_২০২৬-২৭ এর জন্যে সংশোধনী নং. ১। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলের আজিনা, আজমনগর রোড, পুরিয়াল, মাঞ্জরাদল, তিনমাইলহাট, চট্টিহাট, সুধানি, টেল্টা, পাঞ্জীপারা এবং গাইসাল স্টেশনের এইচডিএন/এইচইউএন পথে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্য নিম্ন অনুসারে হবে:
এনআইটি হেডার:

ফিল্ডের নাম	বিদ্যমান তারিখ	সংশোধিত তারিখ
টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়	০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায়	১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়
ডাক প্রারম্ভের তারিখ	২১-০৫-২০২৬	২১-০৫-২০২৬

প্র-পত্র:

ক্রমিক সং.	নথিপত্রের বিবরণ	ফাইলের নাম
১	সংশোধিত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট	Feasibility Report 11-05-2026.pdf
২	সংযোজনী এ	Annexure- APreBid.pdf
৩	প্রস্তাবের জন্যে সংশোধিত আবেদন	RFPKatihar11-05-2026forIREPS.pdf

টেন্ডার প্র-পত্র

ক্রমিক সং.	ফাইলের নাম	নথিপত্রের বিবরণ
১	FeasibilityReport16.04.2026.pdf	ফিজিবিলিটি রিপোর্ট
২	RFPKatihar16.04.2026for IREPS_1.pdf	প্রস্তাবের জন্যে আবেদন

বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
মহাপ্রবন্ধক (এসএণ্ডটি), মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করলে সাফল্য নিশ্চিত। পরিবারকে না জানিয়ে কোনও জমি কেনাবেচায় যাবেন না। বাতে ভোগান্তি বাড়বে। বৃষ : প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভালো সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা। সামাজিক কাজে যোগ দিয়ে মানসম্মান বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাবেন। মিথুন : পায়ের কোনও সমস্যায় চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট : শরীরের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ছাড়ুন। কোনও পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো টাকা পেতে পারেন। অচেনা ব্যক্তিকে টাকা ধার দেবেন না। সিংহ : দাম্পত্যে সামান্য সমস্যা দুজনের আলোচনায় মিটিয় ফেলতে পারবেন। রক্তচাপের সমস্যা থাকলে অবহেলা করবেন না। কন্যা : আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে অনুশোচনা করতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। তুলা : প্রেমের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কারণ সমস্যা হতে পারে। কোনও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগ করার আগে কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখুন। বৃশ্চিক : পাওনা টাকা ফেরত পেয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। বেড়াতে গিয়ে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাবেন না। সমস্যা হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে সহকর্মীদের চক্রান্ত ধরে ফেলতে সক্ষম হবেন। অনিদ্রাজনিত সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মকর : নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পারিবারিক কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কুম্ভ : সন্তানের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়ায় মানসিক চাপ কমবে। কাউকে ভালো পরামর্শ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। ঈশ্বরের আরাধনায় শান্তি পাবেন। মীন : বহুদিনের পুরোনো কোনও ঋণ পরিশোধ করতে পেরে হালকা হবেন। আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ২৫ বৈশাখ, ১৫ মে ২০২৬, ৩১ বহাগ, সংবৎ ১৩/১৪ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৭ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।৭। শুক্রবার, ত্রয়োদশী দিবা ৬।৩ পরে চতুর্দ্দশী শেষরাত্রি ৪।২। অশ্বিনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।৫৪। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ১।১। বণিজকরণ দিবা ৬।৩ গতে বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৫।৩ গতে শকুনিকরণ শেষরাত্রি ৪।২ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, সন্ধ্যা ৬।৫৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৬।৩ গতে পশ্চিমে শেষরাত্রি ৪।২ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।১৭ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সাবিত্রীচতুর্দ্দশীব্রত। প্রদোষে সত্যনারায়ণব্রত। আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪০ মধ্যে ও ৭।৩২ গতে ১০।৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৪।১৪ গতে ৬।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৮ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।৫৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৩ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ৩।৪০ গতে ৫।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের তারা

নিট বাতিলে ক্ষুব্ধ চন্দ্রচূড়

উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ চন্দ্রচূড় সেনকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন মা। ছবি : জয়দেব দাস

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ মে : বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হয়েছে। মেধাতালিকায় সম্ভাব্য চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রেলগুমটি এলাকার বাসিন্দা চন্দ্রচূড় সেন। রামভোলা হাইস্কুলের ছাত্র চন্দ্রচূড় ৫০০-এর মধ্যে ৪৯৩ নম্বর পেয়েছে। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষাতে চন্দ্রচূড় রাজ্যে প্রথম হয়েছিল। চন্দ্রচূড়ের এই রেজাল্টে পরিবার এবং স্কুলের সবাই খুব খুশি। সবার আক্ষেপ, তৃতীয় সিমেস্টারে নম্বরটা একটু কম না হলে চন্দ্রচূড় এবারও রাজ্যে প্রথম হত। জেলা থেকে একমাত্র চন্দ্রচূড়ই মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে।

আগামীদিনে কার্ডিওলজিস্ট অথবা ক্যানসারের ডাক্তার হতে চায় সে। এর পাশাপাশি ইউপিএসসি পরীক্ষার দিয়ে জেলা শাসক হওয়ার শখের কথাও জানায় চন্দ্রচূড়। সে বলে, 'সময় বেঁধে পড়তে হবে এমনভাবে কোনওদিনই লেখাপড়া করিনি। তবে নিয়মিত কয়েকঘণ্টা করে পড়তাম। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সহায়িকাও পড়েছি। বাবা-মায়ের পাশাপাশি গৃহশিক্ষক ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।' জুনিয়ারদের জন্য চন্দ্রচূড়ের টিপস, 'গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে হবে। লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে।'

নিট বাতিল হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে চন্দ্রচূড় বলে, 'উচ্চমাধ্যমিকের থেকেও নিটের জন্য বেশি সময় দিয়েছিলাম। পরীক্ষাও খুব ভালো হয়েছিল। কিন্তু স্ক্যামের কারণে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। এ ধরনের ঘটনা অভিপ্রেত নয়। এ ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত।'

উচ্চমাধ্যমিকের ফল ঘোষণা হতেই সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রামভোলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন দাস এবং অন্য শিক্ষকরা চন্দ্রচূড়ের বাড়িতে যান। পরে বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রচূড় স্কুলে গেলে মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী তার হাতে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো ফুল, মিষ্টি ও শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দেন।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার মহাদেব শৈব সহ শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক ও স্কুলের শিক্ষকরা চন্দ্রচূড়কে সংবর্ধনা দেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকা, আবৃত্তি এবং গানে পারদর্শী চন্দ্রচূড়। সে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং কুইজেও পারদর্শী। তাৎক্ষণিক বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় গোটা উত্তরবঙ্গে সে প্রথম হয়েছিল। সিনেমা দেখতে এবং গান শুনতে ভালোবাসে রামভোলা স্কুলের এই কৃতী ছাত্র। দাবা ও ক্রিকেট খেলতে এবং দেখতেও ভালোবাসে সে। প্রিয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। প্রিয় নায়ক শাহরুখ খান। চন্দ্রচূড়ের মা মৌসুমি বলেন, 'ছেলে আমার হাতে ইলিশ মাছ, মাংস আর মোচার তরকারি খেতে ভালোবাসে। ওকে সব পছন্দের পদ রান্না করে খাওয়াব।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন বলেন, 'চন্দ্রচূড়ের জন্য আমরা সকলে গর্বিত।'

চ্যানেল খুলে পাঠদানের ভাবনা অরিত্রর

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৪ মে : রাজনীতি অপছন্দ। তবে সমাজের জন্য কাজ করার বাসনাটা তীব্র। তাই অদূরভবিষ্যতে সামাজিক মাধ্যমে একটি চ্যানেল খুলে দুঃস্থ পড়ুয়াদের পদার্থবিদ্যার পাঠ দিতে চায় উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় সম্ভাব্য অষ্টম অরিত্র সাহা। তার কথায়, 'আমার প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যা। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে পড়তে অনেক খরচ হয়। অনেকে আছে যারা ইচ্ছে থাকলেও পড়তে পারে না। তাই সামাজিক মাধ্যমে একটি চ্যানেল করব যাতে তারা বিনা পয়সায় আধুনিক পদার্থবিদ্যার খুঁটিনাটি শিখতে পারে। এটাই আমার স্বপ্ন।' অরিত্র মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। বাড়ি মালদা শহরের ঝলঝলিয়ার দেশবন্ধুপাড়ায়। উচ্চমাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯। সে বাংলায় ৯২, ইংরেজিতে ৯৬, রসায়নে ৯৪, অঙ্কে ৯৯ এবং পদার্থবিদ্যা ও স্ট্যাটিসটিক্সে ১০০ পেয়েছে। অরিত্র দিনে ৬-৭ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা গৃহশিক্ষক ছিলেন। ভবিষ্যতে সে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে তার বক্তব্য, 'আমার টার্গেট থাকত, প্রতিদিন স্কুল ও গৃহশিক্ষকদের কাছে পড়ার পরেও ৬-৭ ঘণ্টা নিজে প্রস্তুত হতাম। বাকি সময় ক্রিকেট খেলা দেখতাম।'

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পর মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে উচ্ছ্বাস পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার।

শিক্ষকের অভাব অন্যতম কারণ

পাশের হারে পিছোচ্ছে কোচবিহার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ মে : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের তুলনায় পাশের হারে কোচবিহার জেলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। গোটা রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার যেখানে ৯১.২৩ শতাংশ, সেখানে কোচবিহার জেলায় পাশের হার মাত্র ৮৮.৪৮ শতাংশ। অর্থাৎ রাজ্যের তুলনায় জেলায় পাশের হার প্রায় তিন শতাংশ কম। শুধু তাই নয়, গতবার উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্য মেধাতালিকায় কোচবিহারের ছয়জন পরীক্ষার্থী স্থান পেয়েছিলেন। সেখানে এবার মাত্র একজন মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যের তুলনায় পাশের হারে কোচবিহার কেন পিছিয়ে পড়ছে তার কারণ খুঁজতে খুব শীঘ্রই জেলার স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করব।'

জেলায় পাশের হারে কেন রাজ্যের থেকে কোচবিহার পিছিয়ে পড়ছে? এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকারকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'এর মূল কারণ গ্রামের অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরাও কাজের খোঁজে বাইরে অনেকটা সময় কাটিয়ে শুধু পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিচ্ছে। সেজন্যই এমন হচ্ছে। পাশাপাশি অল্প বয়সে পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তিও এর অন্যতম কারণ।'

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এবারই প্রথম সিমেস্টার পদ্ধতিতে হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টার পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, তৃতীয় সিমেস্টারে জেলায় এবার ২২ হাজার আটজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১ হাজার ৫৯৯ জন পরীক্ষা দিয়েছে।

অপরদিকে, চতুর্থ সিমেস্টারে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২১ হাজার ৫৯২ জন। এর মধ্যে ২১ হাজার ১৭২ জন পরীক্ষায় বসেন। বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় এঁদের মধ্যে ৮৮.৪৮ শতাংশ পাশ করেছে। অর্থাৎ ১১.৫২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি তথা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক মানস ভট্টাচার্যর কথায়, 'কোচবিহার এমনিতে পিছিয়ে পড়া জেলা। তার উপর গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার অপ্রতুলতার জেরে পড়ুয়ারা আরও পিছিয়ে পড়ছে।'

- গোটা রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার যেখানে ৯১.২৩ শতাংশ, সেখানে জেলায় পাশের হার মাত্র ৮৮.৪৮ শতাংশ
- রাজ্যের তুলনায় জেলায় পাশের হার প্রায় তিন শতাংশ কম
- রাজ্যের মেধাতালিকাতেও এবার মাত্র একজন পরীক্ষার্থী স্থান পেয়েছে

> **রাজ্যের তুলনায় পাশের হারে কোচবিহার কেন পিছিয়ে পড়ছে তার কারণ খুঁজতে খুব শীঘ্রই জেলার স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করব।**
>
> **রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল**
> কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)

বন্ধুদের অটোগ্রাফে নস্টালজিয়া

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৪ মে : দীর্ঘ স্কুল জীবনের ইতি। এবার কলেজের হাতছানি। শুরু হবে নতুন অধ্যায়। ফোন কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে যোগাযোগটুকু হয়তো থাকবে, কিন্তু প্রতিদিন আর দেখা হবে না। চেনা মুখগুলো হয়ে যাবে অচেনা। ধীরে ধীরে সময়ের মারপ্যাঁচে স্মৃতির আরও গভীরে ঠাঁই পাবে স্কুল ও স্কুলের বন্ধুদের গল্প। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্টের দিন তাই প্রত্যেক পড়ুয়ার কাছে এক মিশ্র অনুভূতির দিন। একদিকে, পাশ করার আনন্দ। অন্যদিকে, ছেড়ে যাওয়ার বিষাদ।

বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের দিন মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে গিয়ে দেখা গেল চারদিকে হুড়োহুড়ি। পড়ুয়ারা একে অপরের স্কুল ইউনিফর্মে মার্কার দিয়ে অটোগ্রাফ দিচ্ছে। কেউ লিখে দিচ্ছে কবিতার লাইন। আলিঙ্গন থেকে শুরু করে একের পর এক গ্রুপ সেলফি- মার্কশিট নেওয়া শেষ হতেই স্মৃতির ঝুলি বোঝাই করতে ব্যস্ত প্রত্যেকে।

প্রিয়াঙ্কুর ঘোষ, রাজশ্রী সাহা, দেবস্মিতা সিংহ, মণীশ দাসের মতো উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা জানাল, তাদের প্রত্যেকের মন ভারাক্রান্ত। স্কুল ইউনিফর্মে সহপাঠীদের

স্মৃতির ঝুলি বোঝাই পড়ুয়াদের

অটোগ্রাফ তারা আজীবন নিজেদের সংগ্রহে রেখে দিতে চায়। শ্রেয়সী বর্মনের পোশাকে নিজের নাম লিখতে লিখতেই নন্দিনী ডাকুয়া বলল, 'জীবনের সেরা সময় স্কুল জীবন। আজ আমাদের স্কুল জীবন শেষ। তাই মন ভালো নেই। তবুও চেষ্টা করছি দিনটাকে উদযাপন করার। সহপাঠীদের অটোগ্রাফ করা পোশাক নিজেদের সংগ্রহে রাখব।'

স্কুলের টিআইসি শ্যামল পাল জানান, মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের মোট ৩৭৫ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫৮ জন পাশ করেছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সূর্য বর্মন ৪৮৪ নম্বর পেয়ে মহকুমার মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম। প্রতি বছরের মতো প্রয়াত শিক্ষক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্মৃতিতে তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী গোস্বামী সূর্যর হাতে ৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। স্কুলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক স্বর্ণদীপ সাহা এবং দেবস্মিতা সিংহকে পুরস্কৃত করেন প্রাক্তন শিক্ষক মৃণালকান্তি তলাপাত্র। টিআইসি বলেন, 'আমার দেখে ভালো লাগছে, পড়ুয়ারা একে অপরের পোশাকে নিজেদের নাম লিখে দিচ্ছে।'

শ্রেয়সীর দাবি দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ মে ঃ আর্থিক অনটন আর ঋণের বোঝা দমাতে পারেনি শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী শ্রেয়সী শীলকে। উচ্চমাধ্যমিকে ৪৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান দখল করেছে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ একতিয়াশালের এই কৃতী। শ্রেয়সীর বাবা জীবনকুমার শীল সামান্য মুদি দোকানদার এবং মা শান্তা শীল একটি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। সামান্য আয়ে সংসার চালানো দায় হলেও মেয়ের পড়াশোনায় খামতি রাখেননি তাঁরা। এদিন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ ভিডিও কলের মাধ্যমে শ্রেয়সীকে অভিনন্দন জানান এবং সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তাঁর পড়াশোনা নিয়ে আরও বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

শ্রেয়সীর চারজন গৃহশিক্ষক। আগামীতে ভূগোল নিয়ে পড়ে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে চায় সে। তবে নিজের সাফল্যের দিনেও সামাজিক দায়বদ্ধতা ভোলেনি শ্রেয়সী। রাজ্য সরকারের কাছে

তার স্পষ্ট দাবি, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রতি বছর এসএসসির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ।

বৃহস্পতিবার রেজাল্ট প্রকাশের পর খুশির জোয়ার বইছে তার পরিবার ও স্কুল চত্বরে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও শ্রেয়সীর এই জয় এখন অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা।

ভাঙা ঘরে উজ্জ্বল শাহাবুদ্দিন

সেনাউল হক ও এম আনওয়ারউল হক

কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর, ১৪ মে : উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় সম্ভাব্য নবম স্থান অধিকার করে মালদা জেলার তথা কালিয়াচকের মুখ উজ্জ্বল করল মহম্মদ শাহাবুদ্দিন আলি। কালিয়াচক-৩ ব্লকের বৈষ্ণবনগরের ভগবানপুর এলাহীটোলার বাসিন্দা শাহাবুদ্দিন ৪৮৮ নম্বর (৯৭.৬০ শতাংশ) পেয়ে রাজ্যের সম্ভাব্য মেধাতালিকায় নবম এবং জেলায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

শাহাবুদ্দিনের এই সাফল্যের পথ ছিল অত্যন্ত কঠিন। বাড়িতে তিন ভাইবোনের মধ্যে শাহাবুদ্দিন দ্বিতীয়। দিদি সাজেদা খাতুন বিএসসি নার্সিং পড়ছেন এবং ছোট বোন নাসিদা খাতুন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা সইফুদ্দিন আহমেদ একজন প্রান্তিক চাষি এবং মা শিউলি খাতুন বধূ। চরম আর্থিক অনটন, পলেস্তারাহীন ঘর আর অভাবের সংসারের প্রতিকূলতাকে জয় করেই নিজের জেদ ও অধ্যবসায়ে এই অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে সে। সুজাপুর হাইস্কুল থেকে সে এবার

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল।

শাহাবুদ্দিন বলে, 'বোর্ডের তালিকায় থাকা নিয়ে কিছুটা চিন্তায় ছিলাম, তবে প্রত্যাশামতো নম্বর পেয়ে খুব ভালো লাগছে।' আগামীদিনে চিকিৎসক হয়ে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় বলে জানিয়েছে শাহাবুদ্দিন।

শুভেন্দুকে নিয়ে কুমন্তব্যে ধৃত ২

দিনহাটা, ১৪ মে : ভোটের ফলপ্রকাশের কয়েকদিন আগে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ওই ভিডিওতে একজন তরুণকে শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করতে দেখা যায় (যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। এরপরে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। বিষয়টি দিনহাটা থানার পুলিশের নজরে আসে। তদন্ত নেমে তারা জানতে পারে, যিনি ভিডিও পোস্ট করেছেন তাঁর নাম আলি হোসেন এবং ভিডিওটিতে যিনি কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন তাঁর নাম মাজিনুর রহমান। দুজনের বাড়ি দিনহাটা-১ ব্লকের গিতালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে গত ১১ মে দিনহাটা থানার পুলিশ একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। এরপর বুধবার রাতে গিতালদহ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ওই দুই তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সাংবাদিক বৈঠকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'এই দুই তরুণ মুখ্যমন্ত্রীকে কুরুচিকর মন্তব্যের পাশাপাশি তাঁকে হুমকিও দেন। তার ভিত্তিতে আমরা একটি মামলা করি। গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দিলীপের দাবি

কোচবিহার, ১৪ মে : বৈধ অনুমতি থাকায় টোল গেট থেকে তাঁরা টাকা তুলতে পারেন বলে দাবি করলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা। এই ব্যাপারে ২০০২ সালে রাজ্য থেকে পাঠানো বৈধ কাগজ রয়েছে বলে বৃহস্পতিবার পুরসভায় সাংবাদিক বৈঠকে জানান কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো বুধবার রাতে শহরে ঢোকার মুখে কোচবিহার-শিলিগুড়ি রোডে দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি এলাকায়, কোচবিহার-দিনহাটা রোডে চাকির মোড় সংলগ্ন রামকৃষ্ণ মঠ এলাকায় এবং কোচবিহার-তুফানগঞ্জ রোডে পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে কোচবিহার পুরসভার তিনটি টোল গেটে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা যান। সেখানে তারা টোল চালানোর বৈধ নথি দেখতে চান। বৃহস্পতিবার পুর চেয়ারম্যান বলেন, 'আধিকারিকরা আমাদের টোল গেটগুলির কর্তৃপক্ষের কাছে বৈধ কাগজপত্র দেখতে চান। কিন্তু সেখানে তখন কাগজপত্র ছিল না। তাই তা বন্ধ রাখতে বলেছেন। কিন্তু কাগজ বের করে দেখলাম টোল গেট চালাবার জন্য ২০০২ সালে পাঠানো সরকারি কাগজপত্র রয়েছে। সেখানে রাজ্যের পাঁচটি পুরসভাকে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে কোচবিহার ও দিনহাটার নাম রয়েছে।'

সাবিরের বাড়ি ভাঙচুর

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ মে : ভোট পরবর্তী হিংসা দিনহাটায়। বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূল নেতা তথা দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। একটি বাইকও ভাঙচুর করা হয়। অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপি নেতা মুন্না সাউ বলেন, 'বিজেপি এই ধরনের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয়। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Rakhi Roy**, Husband's Name - **Ranjan Roy**, of Pandapara, Jalpaiguri, PS - Kotwali, Dist - Jalpaiguri, WB, who has been missing Since 30.04.2024, On the way from Alipurduar to Jalpaiguri district, WB, Description of this missing person is: **Age** - 27 Years, **Complexion** - Dark, **Height** - 5 Feet, **Wearing** - Navy Blue Salwar (Upper & Lower) with red Dupatta, **Language** - Bengali . Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA- D690(3)/2026

হাসপাতালে মহকুমা শাসক

দিনহাটা, ১৪ মে : রাজ্যে পালাবদল হতেই সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার দিনহাটা মহকুমা শাসক ভরত সিং দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল পর্যবেক্ষণে যান। এদিন মূলত হাসপাতালের এসএনসিইউ, এইচডিইউ, প্রসূতি বিভাগ ও ফিমেল ওয়ার্ড মহকুমা শাসক ঘুরে দেখেন। হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলকে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেন। হাসপাতালে বেহাল হয়ে পড়ে থাকা নার্সিং হস্টেলটিও ঘুরে দেখেন। সেইসঙ্গে রোগীদের সঙ্গে কথা বলে কীরকম চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন তার খোঁজ নেন। ভরত বলেন, 'এদিন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। তবে সেখানে সাফাইকর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটা কম। বিষয়টি সুপারকে স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিতভাবে জানাতে বলেছি। সেইসঙ্গে বেহাল নার্সিং হস্টেলের কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা যায় সেবিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানাতে বলেছি। দ্রুত সমস্যা মেটাতে আমিও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। এখন থেকে নিয়মিত রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হবে। সেখানেই সমস্ত অভাব অভিযোগ শোনা হবে।'

এদিন তাঁর সঙ্গে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডল, সহকারী সুপার এম বণিক ও পৃথা পাল সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। রণজিৎ জানান, এদিন মহকুমা শাসককে তিনি সাফাইকর্মী ও গ্রুপ ডি'র কর্মীসংকট সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়েছেন। শীঘ্রই সমস্যার সমাধান মিলবে বলে তিনি আশাবাদী।

পুরসভার টোল গেটে টাকা আদায়

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৪ মে : রাজ্যের ক্ষমতা বিজেপির হাতে যেতেই বিনা অনুমোদনে চলা সমস্ত টোল গেট অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। অভিযোগ, সেই নির্দেশিকা অমান্য করে হলদিবাড়ি পুরসভার তরফে রাজ্য সড়ক থেকে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে। যার সঙ্গে যুক্ত খোদ বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকার। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, পুর আইন অনুযায়ী নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরসভা নিজস্ব এলাকায় বাইরের গাড়ি থেকে টোল সংগ্রহ করতে পারে। তবে ট্রাক মালিকদের দাবি, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে অন্য জায়গার মতো হলদিবাড়িতেও টোল সংগ্রহ বন্ধ করা হোক।

অনুমোদনহীন টোল গেট থেকে আর টাকা সংগ্রহ করা যাবে না, সাফ কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর নির্দেশ মতো এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। অবৈধ টোল প্লাজা এবং টোল গেট অবিলম্বে বন্ধ করার কথাও বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। রাজ্যের প্রত্যেক জেলা শাসককে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হলদিবাড়ি তার ব্যতিক্রম। হলদিবাড়ি পুর বোর্ড দখল করার পরও টোল গেটটি বন্ধ হয়নি। তবে নিলামের মাধ্যমে টোল গেট বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেয় তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা।

সরকারি নির্দেশ অমান্য হলদিবাড়িতে

উত্তরপাড়া এলাকায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে টোল সংগ্রহ।

কংগ্রেসের দখলে থাকাকালীন উত্তরপাড়া এলাকায় টোল গেট বসিয়ে পণ্যবাহী ট্রাক থেকে টাকা তোলা শুরু হয়। টাকা সংগ্রহের জন্য পুরকর্মীদের টোলে নিয়োগ করে পুরসভা। পুর বোর্ড তৃণমূল কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ সরকার জানান, বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকার সহ সাতজন নিলামের মাধ্যমে ছয় বছরের জন্য টোল গেটের দায়িত্ব পান। ইতিমধ্যে উত্তরপাড়ার পাশাপাশি পূর্বপাড়াতেও পৃথক একটি টোল প্লাজা বসানো হয়েছে।

বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি প্রদীপের বক্তব্য, 'সরকারি নির্দেশ পালনে আমরা বাধ্য। তবে সেই নির্দেশ পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আসবে। তারাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।' ওই টোল প্লাজার নথিতে তাঁর নাম উল্লেখ নেই বলেও প্রদীপের দাবি। পুরসভার সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাসের দাবি, পুর আইন অনুযায়ী তাঁরা টোল সংগ্রহ করছেন। পুরসভার টোল প্লাজা কোনওভাবেই অবৈধ নয়।

> **সরকারি নির্দেশ পালনে আমরা বাধ্য। তবে সেই নির্দেশ পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আসবে। তারাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।**
>
> **প্রদীপ সরকার,** টাউন মণ্ডল সভাপতি, বিজেপি

ইন্ডিয়ানঅয়েল
CIN-L23201MH1959GOI011388
IndianOil

ইস্টার্ন রিজিয়ন পাইপলাইনস, গুয়াহাটি
আগ্রহ প্রকাশ
ইস্টার্ন রিজিয়ন মাদারিহাটে রিটেইনার ডাক্তার প্রয়োজন

আমাদের ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (পাইপলাইনস ডিভিশন), ইস্টার্ন রিজিয়ন পাইপলাইনস, পোস্ট অফিস ঃ মাদারিহাট, জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৫২২০-এ রিটেইনার হিসেবে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল পেশাজীবীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। নির্বাচিত প্রার্থীকে সপ্তাহে ২ দিন, প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে, প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৪২ ঘণ্টা পর্যন্ত সীমিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এমডি (মেডিসিন), এমএস (জেনারেল সার্জারি) / এমবিবিএস ডিগ্রি এবং জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এমডি / এমএস ডিগ্রিধারী চিকিৎসকদের জন্য পারিশ্রমিক প্রতি ঘণ্টায় Rs.1535/- এবং এমবিবিএস ডিগ্রিধারীদের জন্য প্রতি ঘণ্টায় Rs.1190/- নির্ধারিত। পারিশ্রমিক প্রকৃত উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ ৩ বছর, পরবর্তী বছরগুলিতে সঞ্চিত ভিত্তিতে প্রতি বছর ৫% হারে বৃদ্ধি প্রদান করা হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা https://www.iocl.com/latest-job-opening এ উপলব্ধ নির্ধারিত ফরম্যাটে আবেদনপত্র পূরণ করে "Application for Retainer Doctor" উল্লেখ করে একটি সিল করা খামে Senior Operations Manager, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Eastern Region Pipelines, PO: Madarihat, Distt. Alipurduar, West Bengal - 735220, Mob. No. +91-9434167168 ঠিকানায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন।

অধিক তথ্যের জন্য ইমেল করুন : atanugayen@indianoil.in অথবা যোগাযোগ করুন : +91-9434167168 এই বিজ্ঞাপনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো সংশোধনী / সংযোজনী / বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি শুধুমাত্র (https://www.iocl.com/latest-job-opening) এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

স্বাস্থ্যকর্তাকে শোকজ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৪ মে : মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের সুপার মাসুদ হাসানের থ্রেট কালচার এবং সিন্ডিকেটরাজের অভিযোগের মধ্যেই মাথাভাঙ্গার সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (এসিএমওএইচ) ডাঃ সৈকত দাসকে শোকজ করল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অফিসে অনিয়মিত বলে অভিযোগ রয়েছে। সোম এবং মঙ্গলবারের বাইরে মাথাভাঙ্গায় থাকেন না এবং ওই দু'দিনের অধিকাংশ সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তিনি ব্যস্ত থাকেন বলে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ পৌঁছেছে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলি তিনি কলকাতায় কাটান বলে জানতে পেরেছেন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। গত শুক্রবার মাথাভাঙ্গা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) ডাঃ হিমাদ্রিকুমার আড়ি। সেদিনও নিজের অফিসে ছিলেন না এসিএমওএইচ। যদিও মূলত কী কারণে শোকজ, তা জানা যায়নি সিএমওএইচ-এর ফোন বন্ধ থাকায়। তবে শোকজের কথা স্বীকার করে এসিএমওএইচ জানান, তিনি উত্তর দিয়েছেন।

ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি ব্লকগুলির প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি ও নার্সিংহোমগুলি সঠিক নিয়ম মেনে চলছে কি না, সে ব্যাপারে নজরদারি রাখা এসিএমওএইচের কাজ। তাঁর কাজের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ সহ খাবারের দোকানের খাদ্যের নমুনা ফুড সেফটি অফিসার সংগ্রহ করছেন কি না, তা দেখা। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অনিয়মিত থাকায় তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করছেন না বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি সিএমওএইচকে প্রশ্ন করলে তিনি বিষয়টি জানেন না বলে এড়িয়ে যান। তবে এসিএমওএইচ এদিন জানান, তিনি শোকজের জবাব দিয়েছেন এবং ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হওয়ায় ২৫ দিনের ছুটি নিয়েছেন।

মাথাভাঙ্গার এসিএমওএইচ ডাঃ সৈকত দাস।

অফিসে অনিয়মিত থাকার অভিযোগ প্রসঙ্গে এসিএমওএইচের বক্তব্য, মাথাভাঙ্গা মহকুমার পাশাপাশি কোচবিহার সদরের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কোনও সরকারি গাড়ি দেওয়া হয়নি। যে কারণে কখনও বাসে চেপে, আবার কখনও মোটরবাইকে চেপে যাতায়াত করতে গিয়ে তাঁর পক্ষে মাথাভাঙ্গায় টানা থাকা সম্ভব হত না। এছাড়াও ছুটিছাটা থাকায় অধিকাংশ কাজ তাঁকে ভার্চুয়ালি করতে হয়। নিজের অফিসের কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যে ডাক্তারবাবুরা জয়েন করছেন, তাঁদের সার্ভিস বুক খোলা, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যু থাকলে সেগুলি দেখা, অনলাইনে কিছু কাজ করতে হয়।' প্রাইভেট প্র্যাকটিস প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'প্র্যাকটিস করতে না পারলে ডাক্তারি ভুলে যাব। সেজন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন।'

উচ্চমাধ্যমিকে চন্দ্রচূড়ের সাফল্য, বিধানসভার স্পিকার হচ্ছেন প্রাক্তনী রথীন্দ্রনাথ বসু

রামভোলার জোড়া সুখবরে খুশির হাওয়া

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ মে : হিন্দিতে একটা প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে- ভগবান জব দেতা হ্যায় ছপ্পর ফাড়কে দেতা হ্যায়!

বৃহস্পতিবার এমনই নজির কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের। এদিন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। তাতে রাজ্য মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে কোচবিহারের ছেলে চন্দ্রচূড় সেন। রাজ্যে সে চতুর্থ। চন্দ্রচূড় এবার রামভোলা হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এই খুশিতে যখন আনন্দে মজে স্কুল, তখন এল আরেক খুশির খবর। এদিন বিধানসভার স্পিকার মনোনীত হয়েছেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু। কোচবিহার জেলা থেকে এর আগে কোনও বিধায়ক স্পিকার পদে বসেননি। সেই রথীন্দ্রনাথ বসুও কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী। পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি। ফলে একইদিনে এমন জোড়া সুখবর আসায় খুশির হাওয়া স্কুল চত্বরে। তা নিয়ে আনন্দিত কোচবিহার জেলার শিক্ষা মহল থেকে আপামর জনসাধারণও।

বিষয়টি নিয়ে রামভোলা স্কুলের প্রাক্তনী তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'আমিও এই স্কুলের প্রাক্তনী। এই জোড়া সুখবরে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। কারণ বিধানসভার স্পিকার এর আগে কোচবিহার থেকে কেউ হননি। অপরদিকে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্য মেধাতালিকায় স্থান করেছে কোচবিহার। সেও আমাদের রামভোলা স্কুলের ছাত্র। এমন জোড়া সুখবরে স্কুলের প্রাক্তনী হিসাবে সত্যিই আমার গর্ব হচ্ছে।'

চন্দ্রচূড়কে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাঠানো শুভেচ্ছা এসডিও'র।

স্কুলের ছেলে রাজ্য মেধাতালিকায় জায়গা করে নেওয়ায় দিনভর আনন্দের মধ্যেই কেটেছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার দাসের। তিনি বলেন, 'স্কুলের এমন জোড়া সুখবর শিক্ষক হিসাবে সত্যিই আমার কাছে খুব আনন্দের। স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রের এমন জোড়া সাফল্যে আমি গর্বিত বোধ করছি।'

> **আমিও এই স্কুলের প্রাক্তনী। বিধানসভার স্পিকার এর আগে কোচবিহার থেকে কেউ হননি। অপরদিকে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্য মেধাতালিকায় স্থান করেছে চন্দ্রচূড়। সেও রামভোলা স্কুলের ছাত্র।**
>
> রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
> *প্রাক্তন মন্ত্রী*

রামভোলা স্কুলের প্রাক্তনী তথা কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির বিদায়ি জেলা সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'এই দুই খবরে খুবই ভালো লাগছে। প্রাক্তনী হিসেবে স্কুলের এমন জোড়া সুখবরে গর্বিত অনুভব করছি।'এই স্কুলের প্রাক্তনী রাহুল রায় বলেন, 'এটা স্কুলের আনন্দের বিষয়। স্কুলের একজন প্রাক্তনী হিসাবে আমার ভালো লাগছে। এই দুই সাফল্য কোচবিহারের বুকে ইতিহাস হয়ে থাকবে।' এভাবেই চন্দ্রচূড় সেন এবং রথীন্দ্রনাথ বসুর এই সাফল্যের নজির দিনভর চর্চার বিষয় হয়ে রইল কোচবিহারের আনাচে-কানাচে। চর্চা চলল সামাজিক মাধ্যমেও। অনেকেই দুজনের ছবি পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাতে মন্তব্যের ঢল নামে। সব মিলিয়ে কোচবিহার জেলার জন্য সুখবর এনে দিল দিনটি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পরিবার।। রাজগঞ্জের পানিকৌরিতে ছবিটি তুলেছেন বিশ্বজিৎ রায়।

গ্রেটার কর্মীদের বাড়িতে হামলা

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৪ মে : গভীর রাতে দিনহাটা-২ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবপ্রসাদ মুস্তাফি গ্রামে হামলার অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত হয়েছেন দুজন। আক্রান্তদের দাবি, বুধবার গভীর রাতে দুজনের বাড়িতে প্রায় ২৫-৩০ জন দুষ্কৃতী হামলা করে। বাড়িতে ভাঙচুর, লুটপাট চালায়। আক্রান্তরা নিজেদের গ্রেটার কর্মী বলে দাবি করেছেন। যদিও, তাঁরা বংশীবদন বর্মন নাকি অনন্ত মহারাজের সমর্থক তা খোলসা করতে চাননি।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এলাকায় চাপা আতঙ্ক ছিল। তাঁদের অভিযোগ, রাতে বাড়ির সামনে বিকট শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে আসেন দিলীপ বর্মন এবং নরেশ বর্মনের পরিবারের সদস্যরা। সেই সময় তাঁরা দেখতে পান, একদল মুখবাঁধা দুষ্কৃতী বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। পরিস্থিতি বুঝে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এরপরই দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

দিলীপের দাবি, 'দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নগদ, সোনার গয়না এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্রও ভাঙচুর করে।' তিনি জানান, 'হামলাকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি চিনতে পেরেছেন বলেও সন্দেহ করছেন।' যদিও অভিযুক্তদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে তিনি কিছু বলতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, 'ওরা দুষ্কৃতী হিসেবেই এসেছে, আতঙ্ক সৃষ্টি করাই ছিল উদ্দেশ্য।'

অন্যদিকে নরেশ বর্মনের অভিযোগ, লুটপাটের পাশাপাশি দুষ্কৃতীরা বাড়ির শিশুদের পড়াশোনার বইখাতাও পুড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। নরেশ বর্মনের কথা, 'আমরা গ্রেটারের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কেন আমাদের লক্ষ্য করে হামলা করা হল, বুঝতে পারছি না।'

এদিন সকালে আক্রান্ত পরিবারগুলির পক্ষ থেকে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ রাতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গ্রেপ্তার ৪

বক্সিরহাট ও কোচবিহার, ১৪ মে : পাচারের পথে বেআইনি বালিবোঝাই তিনটি ট্রলি বাজেয়াপ্ত করল বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন চালককে। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার জানিয়েছেন, বুধবার রাতে মধুরভাষা এলাকায় অভিযানে প্রবীণ বর্মন, রবি দে ও শরনন্দ অধিকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোয়ামারিতে অভিযান চালিয়ে একটি আর্থমুভার ও একটি ট্র্যাক্টর সহ এক চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বক্সিরহাট, ১৪ মে : বুধবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের হরিপুর-কামাখ্যাগুড়ি রাজ্য সড়কের বোচামারি চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুজিত ওরাওঁ (২৫)। তাঁর বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়িতে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহ কোচবিহার মেডিকেলে পাঠানো হয়।

আজ থেকে কাজে নয় অবসরপ্রাপ্তরা

কোচবিহার, ১৪ মে : অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্বহালে রাজ্যের সায় না থাকায় শুক্রবার থেকে কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন ৩৩ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। বৃহস্পতিবার এই খবর জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। বিষয়টি নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিবের সঙ্গে আলোচনা করতে বুধবার কলকাতায় যান তিনি। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'পুরো বিষয়টি রাজ্যে জানানো হয়েছে। তাঁরা সবটাই দেখছেন। রাজ্যের নির্দেশ অনুযায়ী শুক্রবার থেকে ৩৩ জন ষাটোর্ধ্ব কর্মী কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নিগমের কর্মীসংকট মেটাতে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনরায় নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনওভাবেই অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্বহাল রাখা যাবে না। তবে একসঙ্গে ৩৩ জন কর্মী কাজ ছেড়ে দেওয়ায় নিগমের প্রশাসনিক ও কারিগরি বিভাগে বড়সড়ো শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এতে নিগমের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন নিগমের কর্মীরা।

সূত্রের খবর, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের একটা বড় অংশ কোচবিহার পরিবহণ ভবনের হেডকোয়ার্টারে

শূন্যতা নিগমে

ছিলেন। এছাড়াও শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং কলকাতা ডিপোতেও তাঁরা কর্মরত ছিলেন। পরিবহণ ভবনে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার প্রোগ্রামার রয়েছেন। বাদবাকি সব পোস্টই ফাঁকা রয়েছে। এতজন অভিজ্ঞ কর্মী একসঙ্গে চলে যাওয়ায় কীভাবে দপ্তর চলবে, তা নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরল বেআইনি নির্মাণ

জেলা শাসকের নির্দেশে কাজ

মাথাভাঙ্গা, ১৪ মে : ক্ষমতার পালাবদল হতেই এতদিনের জড়তা কাটিয়ে সক্রিয় হয়েছে প্রশাসন। তাই ৯ বছর ধরে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কৃষক বাজারের সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল জেলা প্রশাসন। বুধবার কোচবিহারের জেলা শাসক জিতিন যাদব এসে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোকান সরিয়ে নেওয়ার বার্তা দিয়ে যান। সেই ভয়ে বৃহস্পতিবার অধিকাংশ বেআইনি দোকান নিজেরাই সরিয়ে নেন ব্যবসায়ীরা।

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চানন মোড় সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক কৃষক বাজার চালু হয় ২০১৭ সালে। তবে করোনাকালে ২০২০ সালে মাথাভাঙ্গা শহরের মূল বাজার থেকে পাইকারি সবজি বাজার সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এতে কৃষক বাজারের গুরুত্ব বেড়ে যায়। অভিযোগ, সেই সময় তৎকালীন শাসকদল তৃণমূলের মদতে কৃষক বাজারের সরকারি জমিতে গড়ে ওঠে অসংখ্য ঝুপড়ি। আরএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষক বাজারের জমি থেকে ঝুপড়ি উচ্ছেদের দাবি উঠলেও কাজ হয়নি। এমনকি গত বছর ৪ অগাস্ট আরএমসির পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ১৯ অগাস্টের মধ্যে কৃষক বাজারের সমস্ত বেআইনি দোকান সরিয়ে দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হলেও সেগুলি সরাতে ব্যর্থ হয় আরএমসি এবং প্রশাসন। পালাবদল হতেই প্রশাসনের নির্দেশ কার্যকর হতে বিলম্ব হল না। বুধবার কৃষক বাজার পরিদর্শনে আসেন কোচবিহার জেলা শাসক জিতিন যাদব। সঙ্গে ছিলেন এডিএম (জি) দীননারায়ণ ঘোষ, মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক সুশোভন মণ্ডল, মাথাভাঙ্গা-১'এর বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল। জেলা শাসক কৃষক বাজার পরিদর্শনে এসে বাজার চত্বরে গড়ে ওঠা শতাধিক বেআইনি নির্মাণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর থেকেই বেআইনি নির্মাণ সরানোর কাজ শুরু হয়।

সরকারি নির্দেশের পর খুলে নেওয়া হচ্ছে কৃষক বাজারের বেআইনি স্টল।

কৃষক বাজারের পান ব্যবসায়ী কৌশিক মালাকার, সবজি ব্যবসায়ী কেশবচন্দ্র বর্মন, নিখিল বর্মন, আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকান সরযু শা সকলেরই অস্থায়ী দোকান খুলে নেওয়ার ব্যস্ততা বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই। সামনেই বর্ষাকাল। কী করে ব্যবসা এবং সংসার চলবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না তাঁরা।

কৃষক বাজারে সাত মাস আগে ৯০ হাজার টাকা দিয়ে একটি অস্থায়ী স্টল কিনেছিলেন স্বপ্না সরকার। বৃহস্পতিবার তাঁকে সেই স্টল ভেঙে নিতে হয়। তিনি বলেন, যাঁর কাছ থেকে স্টল কিনেছি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ফলে টাকা ফেরত পাওয়ার উপায় নেই।

বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটি সদস্য শেখর রায় বলেন, কৃষক বাজার থেকে বেআইনি ঝুপড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ গত বছরেরই। তৃণমূলের মদতপুষ্ট অসাধু লোকজন কৃষক বাজারের সরকারি জমিতে স্টল বানিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। তবে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবি সরকারের কাছে দলের পক্ষ থেকে জানানো হবে।

বর্ষার আগে ফ্লাড শেলটার সংস্কার দাবি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৪ মে : মাসখানেক বাদে পুরদমে বর্ষা নামবে। তার আগে বিপর্যয় মোকাবিলায় তৈরি হচ্ছে মেখলিগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন। ব্লকজুড়ে এমন এলাকা রয়েছে, তিস্তার জল বাড়লে যেখানে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে বোট থেকে সিভিল ডিফেন্স টিমকে তৈরি করছে মহকুমা প্রশাসন।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত, কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ ও বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা সহ কিছু এলাকায় মানুষ তিস্তার অসংরক্ষিত চরে বসবাস করেন। এছাড়াও কিছু এলাকায় বাঁধের বেহাল দশায় নদীর জল প্রবেশ করে। ভারী বৃষ্টিপাত ও ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় সেই এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বর্ষায় তিস্তার অসংরক্ষিত চরে বসবাস না করতে। বর্ষায় নদীর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মহকুমা প্রশাসনের নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে।

মহকুমা প্রশাসনের তরফে এবারও কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। ত্রাণ থেকে শুরু করে জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রশাসনের কাছে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বর্ষার আগে তার পরিমাণ বাড়ানো হবে।

দুর্যোগ পরিকল্পনা অনুযায়ী মহকুমা প্রশাসন তৈরি হচ্ছে বলে মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার করে রাখার জন্য বাম আমলে মেখলিগঞ্জে যে বন্যা উদ্ধারকেন্দ্রগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলোর সংস্কারের জন্য মহকুমা প্রশাসনের কাছে দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ।

এই ব্যাপারে মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল বলেন, 'মহকুমা প্রশাসনের তরফে যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার তা হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন বিপর্যয় মোকাবিলায় তৈরি।'

নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেহাল ফ্লাড শেলটার।

দীপ্তার্ক ও অবন্তিকা জেলায় সম্ভাব্য প্রথম সিবিএসই-তে

কোচবিহার, ১৪ মে : বুধবার সন্ধেবেলা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের (সিবিএসই)-এর দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশ হয়েছে। দীপ্তার্ক চট্টোপাধ্যায় ও অবন্তিকা গোস্বামী যুগ্মভাবে জেলায় সম্ভাব্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তারা ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে বলে স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে। দীপ্তার্ক কোচবিহারের বিডি জৈন স্কুলের ছাত্র। অবন্তিকা টেকনোর ছাত্রী। পড়ুয়াদের এই রেজাল্টে খুশি দুটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ।

কোচবিহারের সিবিএসই বোর্ডের স্কুলগুলির সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ডুয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক স্কুল (ডিআইপিএস) থেকে এবার ৭২ জন পড়ুয়া পরীক্ষায় বসেছিল। স্কুলের অধ্যক্ষ রোমা লাহিড়ি বলেন, 'পরীক্ষার্থীরা সকলেই পাশ করেছে। স্কুলের ৭০ শতাংশ পড়ুয়া প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। রাইসা কার্জি (৯১.৮ শতাংশ) ও দেবপর্ণা সাহা (৯১.৬ শতাংশ) যথাক্রমে স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছে।'

বীণামোহিত মেমোরিয়াল স্কুল থেকে এবার মোট ৭৯ জন পড়ুয়া এবার পরীক্ষায় বসেছিল। স্কুলের অধ্যক্ষা নিনা রায় বলেন, '৬৫ জন পড়ুয়া পরীক্ষায় পাশ করেছে। ৯৩.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়েছে শারণ্যা ঘোষ।'

বিডি জৈন স্কুল থেকে মোট ১৫৩ জন পরীক্ষায় বসেছিল। ১৪৯ জন পড়ুয়া পরীক্ষায় পাশ করেছে। স্কুলের অধ্যক্ষ চুমকি দেব বলেন, 'দীপ্তার্ক চট্টোপাধ্যায় ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলে দ্বিতীয় হয়েছে আকাশ প্রামাণিক।'

টেকনো থেকে এবার পরীক্ষা দিয়েছে মোট ১৩৬ জন পড়ুয়া। স্কুলের অধ্যক্ষা সুমনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, '১২৮ জন পড়ুয়া পাশ করেছে। অবন্তিকা গোস্বামী স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। স্কুলের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে টুইস্কেল মেহতা। টুইস্কেল ৯৩.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। ৮৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলে তৃতীয় হয়েছে দেবাঙ্গনা কর্মকার।'

সিবিএসই বোর্ডের বাবুরহাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে এবার মোট ৬২ জন পরীক্ষায় বসেছিল। স্কুলের অধ্যক্ষ অজয় কুমার বলেন, 'স্কুলের সমস্ত পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে দেবাংশী বার্নোয়াল। এছাড়া আমাদের গোপালপুরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে মোট ২৭ জন পরীক্ষা দিয়েছে। তার মধ্যে ২৬ জন পাশ করেছে।'

সরল শাস্তির বদলি

জমানা বদল হতেই শাস্তির বদলি কাটল চিকিৎসক দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়ার। দূরের নয়, কাছের জেলায় আনা হল তাঁদের। দেবাশিসকে মালদা থেকে হাওড়ায় ও আসফাকুল্লাকে পুরুলিয়া থেকে হুগলিতে আনা হয়েছে।

ভরসা কল্যাণেই

বৃহস্পতিবার কালীঘাটের দলীয় সাংসদদের বৈঠকে এক বড়সড়ো রদবদল ঘটিয়ে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারকে সরিয়ে ফের লোকসভার মুখ্যসচেতক পদে ফিরিয়ে আনা হল শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

গ্রেপ্তার শান্তনু

সোনা পাপ্পু মামলায় গ্রেপ্তার হলেন পুলিশ কর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৫ মিনিটে তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে যান। দীর্ঘ প্রায় ১১ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি।

প্রয়াত

প্রয়াত সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ সুধাংশু শীল (৮১)। বৃহস্পতিবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তিনি কলকাতা পুরসভার ৫ বারের কাউন্সিলার ও মেয়র পারিষদ ছিলেন।

বাংলা-বিহার সরকারের কড়া অবস্থান, নজর ভোটার তালিকায়

নাম না থাকলেই বন্ধ প্রকল্প

কলকাতা, ১৪ মে : জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে স্বচ্ছতা আনতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকার। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা আর অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার বা বিনামূল্যে র‍্যাশনের মতো প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। অযোগ্য এবং অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করতেই এই সিদ্ধান্ত।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই জানিয়ে দিয়েছে, অনুদান প্রাপকদের তালিকা আমূল যাচাই করা হবে। নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল জানিয়েছেন, ১ জুন থেকে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পের আওতায় মহিলারা মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁরা আপাতত এই সুবিধা পাবেন না। তবে যাঁদের আবেদন ট্রাইবিউনালে বিচারাধীন, তাঁদের নাম এখনই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না।' মন্ত্রী আরও জানান, মৃত ব্যক্তি বা যাঁরা ভারতের নাগরিক নন, তাঁদের সুবিধা দেওয়ার দিন শেষ। তবে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্বের আবেদনকারীরা এই সুবিধা পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মৃত, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা অ-ভারতীয় কোনও ব্যক্তি সরকারি সুবিধা পাবেন না। স্বচ্ছতার মাধ্যমেই সমস্ত প্রকল্পের কাজ চলবে।' এবারের এসআইআর প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে।

একই পথে হাঁটছে বিহারের এনডিএ সরকারও। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে র‍্যাশন কার্ডের সুবিধাও মিলবে না। বিহারের খাদ্যমন্ত্রী অশোক চৌধুরী ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, সংশোধিত তালিকা খতিয়ে দেখে প্রায় পাঁচ লক্ষ র‍্যাশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

> মৃত, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা অ-ভারতীয় কোনও ব্যক্তি সরকারি সুবিধা পাবেন না। স্বচ্ছতার মাধ্যমেই সমস্ত প্রকল্পের কাজ চলবে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

সরকারের এই সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিরোধী শিবির। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ প্রশ্ন তুলেছেন, 'ভোটার তালিকায় নাম থাকাই কি এখন নাগরিকত্বের প্রধান ভিত্তি?' তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ার আড়ালে বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের নিশানা করা হচ্ছে কি না। যদিও বিজেপি বিধায়ক দেবাশিস ধর এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'মৃত বা স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।'

সব মিলিয়ে, ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে দু-রাজ্যের রাজনীতি এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বড়সড়ো প্রভাব পড়তে চলেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, সরকারি কোষাগারের অপচয় রুখতে এটি যেমন কড়া পদক্ষেপ, তেমনই প্রকৃত অভাবীদের তালিকায় রাখাও সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

সাড়ে ৬ হাজার নিয়োগ পঞ্চায়েতে

কর্মসংস্থানের দিশা দিলেন মন্ত্রী দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ মে : রাজ্যে পালাবদলের পরেই এবার অ্যাকশন মোডে নতুন সরকার। ভোটের আগে দেওয়া কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে শপথ গ্রহণের মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় বড় ঘোষণা করলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। গ্রাম বাংলার প্রশাসনিক স্তরে গতি ফেরাতে সাড়ে ছয় হাজার পঞ্চায়েত কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে চলেছে বিজেপি সরকার। খুব দ্রুত এই নিয়োগ করা হবে বলে বৃহস্পতিবার রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিত্বের ব্যাটন হাতে নিয়েই কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দিয়ে দিলীপ ঘোষ বুঝিয়ে দিলেন, এবার লক্ষ্য কেবল উন্নয়ন।

ক্ষমতায় আসার পর এটিই নতুন সরকারের প্রথম বড় নিয়োগের ঘোষণা। পঞ্চায়েত মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বর্তমানে গ্রামীণ স্তরে কর্মীর অভাব চরমে। এক একজন কর্মীকে চার-চারটি পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে, যার ফলে জনহিতকর কাজগুলো থমকে গিয়েছে। এই প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটাতে এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই মেগা নিয়োগের সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং দ্রুত সবুজ সংকেত মিলেছে।

- কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই মেগা নিয়োগের সিদ্ধান্ত
- বর্তমানে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কর্মসংস্থান বজায় থাকবে
- খুব দ্রুত এই নিয়োগ করা হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন

তৃণমূল সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে বারবার সরব হয়েছিল নবান্ন। পালটা বিজেপি সরকারের দাবি, আগের সরকারের অনিয়ম আর সঠিক পরিকল্পনার অভাবেই গ্রামীণ প্রকল্পের টাকা আটকে ছিল। দিলীপ ঘোষের কথায়, 'আগের সরকার নিয়োগ আটকে রেখেছিল, যার ফলে প্রান্তিক স্তরে পরিষেবা পৌঁছোচ্ছিল না। আমরা সেই জট কাটাতে চাই।'

এই বড় ঘোষণার পাশাপাশি বর্তমান চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্যও স্বস্তির খবর শুনিয়েছেন প্রবীণ এই নেতা। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, নতুন নিয়োগ হলেও বর্তমানে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কর্মসংস্থান বজায় থাকবে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাসন যোজনা, গ্রামীণ বাংলায় হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতেই পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে এই মাস্টারস্ট্রোক দিল নবান্ন। এখন দেখার, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়।

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম তিনে যারা

ক্রমিক	নাম	প্রাপ্ত নম্বর	স্কুল
প্রথম	আদৃত পাল	৪৯৬	নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক)
দ্বিতীয়	জিষ্ণু কুণ্ডু	৪৯৫	রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (পুরুলিয়া)
দ্বিতীয়	ঋতব্রত নাথ	৪৯৫	নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক)
দ্বিতীয়	ঐতিহ্য পাছাল	৪৯৫	নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক)
তৃতীয়	দেবপ্রিয় মাজি	৪৯৪	রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
তৃতীয়	তন্ময় মণ্ডল	৪৯৪	রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
তৃতীয়	সৌম্য রায়	৪৯৪	নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক)
তৃতীয়	শুভায়ন মণ্ডল	৪৯৪	সিউড়ি পাবলিক স্কুল এবং চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুল
তৃতীয়	প্রীতম বল্লভ	৪৯৪	রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
চতুর্থ	অরিত্রকুমার চক্রবর্তী	৪৯৩	বড় ডোঙ্গল আরএন ইনস্টিটিউশন
চতুর্থ	গোলাম ফৈসল	৪৯৩	ক্যালকাটা মাদ্রাসা এপি ডিপার্টমেন্ট
চতুর্থ	অর্কদ্যুতি ধর	৪৯৩	নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক)

উচ্ছ্বাস।। বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর কলকাতার একটি স্কুলে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মেধাতালিকায় কলকাতার চার

রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রদের জয়জয়কার

কলকাতা, ১৪ মে : মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও রাজ্যের মেধা-মানচিত্রে জয়জয়কার জেলার পড়ুয়াদের। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭৬ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চতুর্থ সিমেস্টারের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবছরও মেধাতালিকায় নিরঙ্কুশ একাধিপত্য বজায় রেখেছে রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা। ৬৪ জনের মেধাতালিকায় ৫৬ জন ছাত্র জায়গা পেলেও ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৮। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র আদৃত পাল।

রাজ্যে প্রথম হওয়া আদৃতের বাড়ি বরানগরে। ফলাফল প্রকাশের পর আদৃতকে ভিডিও কল করে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভবিষ্যতে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে গবেষণার স্বপ্ন দেখা আদৃতকে 'গো অ্যাহেড' বলে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর বাবার সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আদৃতের বাবা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের শিক্ষার হাল ফেরানোর আর্জি জানালে শুভেন্দুবাবু তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। মেধাতালিকায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অভাবনীয় সাফল্য দেখা গিয়েছে। প্রথম ১০-এর মধ্যেই রয়েছে এই স্কুলের ১৮ জন ছাত্র। দ্বিতীয় স্থানেও নরেন্দ্রপুরের দুই ছাত্র, ঋতব্রত নাথ ও ঐতিহ্য পাছাল (৪৯৫)। পিছিয়ে নেই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠও। তাদের ১৭ জন ছাত্র প্রথম দশে স্থান পেয়েছে। ৪৯৫ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে ওই স্কুলের জিষ্ণু কুণ্ডু।

মেধাতালিকায় কলকাতার মাত্র ৪ জন থাকলেও জেলার পড়ুয়ারা নজর কেড়েছে। মেয়েদের মধ্যে রাজ্যে প্রথম হয়েছে শ্রীরামপুরের রমেশচন্দ্র গার্লস হাইস্কুলের মেঘা মজুমদার (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২)। পাশের হারে কলকাতাকে টেক্কা দিয়ে শীর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর (৯৪.১৯ শতাংশ)। এছাড়া উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দার্জিলিং ও মালদার ৪ জন পড়ুয়া মেধাতালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। প্রতিকূলতাকে জয় করে দশম স্থানে থাকা ক্যানসারজয়ী অদ্রিজা গন এবং এক কামরার ঘর থেকে উঠে আসা চতুর্থ স্থানাধিকারী গোলাম ফৈসলের সিএ হওয়ার লক্ষ্যকে কুর্নিশ জানাচ্ছে শিক্ষামহল।

সংসদ সভাপতি পার্থ কর্মকার জানান, এবার মোট পাশের হার ৯১.২৩ শতাংশ। ছাত্রীদের পাশের হার (৯২.৪৭ শতাংশ) ছাত্রদের তুলনায় বেশি হলেও মেধাতালিকায় ছাত্রীরা সংখ্যায় কম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পড়াশোনা অনুযায়ী নম্বর পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরা, এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই।' এবারই প্রথম মার্কশিটে পরীক্ষার্থীর ছবির পাশাপাশি কিউআর কোড ও পার্সেন্টাইল থাকছে। কোনও পরীক্ষার্থী ফল সন্তোষজনক না মনে করলে রেজাল্ট সারেন্ডার করে আগামী বছর ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক ইষ্টেশানন্দ মহারাজ ছাত্রদের মানবিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনকেই এই সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে দেখছেন।

৮২টি কেমো নিয়ে দশম স্থানে অদ্রিজা

কলকাতা, ১৪ মে : প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে মৃত্যুও হার মানে। তা প্রমাণ করে দিল মারণ রোগ ক্যানসারে আক্রান্ত অদ্রিজা গন। যন্ত্রণাময় ৮২টি কেমোর ছোবল কিংবা শরীরের হাড়ভাঙা ক্লান্তি, কোনও কিছুই দমাতে পারেনি উত্তর ২৪ পরগনার নিমতার অদম্য লড়াকু অদ্রিজা গন-কে। মারণ রোগের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই চালিয়েও উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে সে। ৪৮৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যে যুগ্ম দশম হয়েছে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের এই ছাত্রী। সে প্রমাণ করে দিলেন যে, মনের জোর থাকলে মৃত্যুকেও জয় করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছোনো সম্ভব।

উত্তর ২৪ পরগনার নিমতার বাসিন্দা অদ্রিজা উচ্চমাধ্যমিকে দশম স্থানে রয়েছে। ৪৮৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ক্যানসারকে জয় করে তার চোখধাঁধানো ফলাফলে আপ্লুত তার বাবা-মা।

২০১৮ সালে ক্যানসার বাসা বাঁধে অদ্রিজার শরীরে। ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার সময় হঠাৎ ধরা পড়ে টি সেল লিম্ফোমা ক্যানসার। সেই থেকে লড়াই শুরু। অদ্রিজার বাবা জয় মঙ্গল গন একটি স্কুলের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক। মা'ও শিক্ষিকা। প্রথমে মুম্বই এবং পরে কলকাতা টাটা ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসা চলে। ২০২১ সালের জুন মাসের পর ট্রিটমেন্ট বন্ধ হয়। ততদিনে ৮২টি কেমো নিয়ে ফেলেছে সে।

তারই মধ্যে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে এই ক্যানসার বিজয়িনী। এখনও বছরে একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়। মাধ্যমিকেও ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল সে। অদ্রিজার বাবা বলেন, 'ওর জীবনযুদ্ধের জন্য আমি বাবা হিসেবে গর্বিত।' দীর্ঘ চাপের মাঝেও নিজেকে শান্ত রাখা অদ্রিজা মানুষের মন বুঝতে চায়। তাই ভবিষ্যতে সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সে।

মুখ্যমন্ত্রীর ফোন

কলকাতা, ১৪ মে : রাজ্যে পালাবদলের পর এই প্রথম উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। আর সেই সাফল্যের আবহে একেবারে 'ফিল্ড জিরো'-র রিয়েলিটি চেক পেলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আদৃত পালকে শুভেচ্ছা জানাতে বৃহস্পতিবার ভিডিও কল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু নিছক শুভেচ্ছাবিনিময়ের গণ্ডি পেরিয়ে সেই কলই কার্যত হয়ে উঠল রাজ্যের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের এক জোরালো মঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্বয়ং আদৃতের বাবার সোজা সাপটা আর্জি, 'রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার হাল ফেরান।'

এদিন ভিডিও কলে আদৃতকে শুভেন্দু বলেন, 'খুব ভালো রেজাল্ট করেছ। রাজ্যের মানুষকে গর্বিত করেছ।' শুধু আদৃতই নয়, মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং রাজ্যে পঞ্চম স্থানাধিকারী শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী মেঘা মজুমদারের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই কৃতি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে তাঁর এই কথোপকথনের কথা শেয়ার করে শুভেন্দু লেখেন, 'কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার মাধ্যমে ওরা সমগ্র রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।'

ভাঙা হল স্কুল পরিচালন কমিটি

কলকাতা, ১৪ মে : রাজ্য সরকার অনুমোদিত সমস্ত স্কুলে পঠনপাঠন শুরুর আগে প্রার্থনা সংগীত হিসেবে জনগণমন-র আগে বন্দেমাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করল রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব স্কুলে গরমের ছুটির মেয়াদ ৩১ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে বন্দেমাতরম সংক্রান্ত এই নির্দেশিকা ১ জুন থেকে কার্যকর হবে। এদিন বিধানসভা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও এই নির্দেশের কথা জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। বিরোধিতা না করলেও সমালোচনা করেছে তৃণমূল।

১ জুন থেকে গাইতে হবে বন্দেমাতরম

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাশা মতোই স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বন্দেমাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। বন্দেমাতরম আমাদের জাতীয় চেতনা, দেশপ্রেম এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য প্রতীক। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা, ঐক্যবোধ ও জাতীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।' এদিন বিধানসভা ছেড়ে নবান্নে যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়ে একে অত্যন্ত সময়োচিত সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেন।

শুভেন্দুর পাহারায়

কলকাতা, ১৪ মে : নবান্নের অলিন্দে এখন একটাই চর্চা, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা। গত ৬ মে রাতের অন্ধকারে আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের নৃশংস হত্যাকাণ্ড কার্যত ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের। সেই ভয়াবহ স্মৃতি মাথায় রেখেই, সদ্য মসনদে বসা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তায় এবার এক নজিরবিহীন এবং কড়া সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। স্থির হয়েছে, আগামী কয়েক মাস শুভেন্দুর পাহারায় সিআরপিএফ-এর জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষার পাশাপাশি থাকবে রাজ্য পুলিশের একটি বিশেষ এলিট ফোর্স। অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রীর চারপাশে এখন আক্ষরিক অর্থেই নিশ্ছিদ্র 'ডাবল ইঞ্জিন' বা জোড়া বলয়ের নিরাপত্তা।

তবে শুভেন্দু ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তার এই আড়ম্বর একেবারেই পছন্দ করেন না। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর দৈনন্দিন কর্মসূচি ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রেখেই এই সুরক্ষার ব্লু-প্রিন্ট সাজানো হয়েছে।

আজ টিভিতে

অনিকেতকে ফাঁদে ফেলতে কিঙ্করকে নিয়ে সিংহরায় বাড়িতে এল আর্য-অপর্ণা। তারপর? **চিরদিনই তুমি যে আমার** বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মহাসতী সাবিত্রী, দুপুর ১২.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, ২.৩০ পূজা, বিকেল ৫.৩০ বাবা কেন চাকর, রাত ৮.০০ এভারগ্রীন বাপি, ১১.০০ বদনাম

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ তুমি আসবে বলে, দুপুর ১২.৪৫ কি করে তোকে বলব, বিকেল ৩.৪৫ জলে জঙ্গলে, বিকেল ৫.৪৫ দেবা, রাত ৯.১৫ রংবাজ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সেজ বউ, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.০০ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.০০ শিবা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ একদিন প্রতিদিন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

জি সিনেমা : বেলা ১১.২৪ খট্টা মিঠা, দুপুর ২.০৬ গীত গোবিন্দম, বিকেল ৫.১৯ অখণ্ড, সন্ধে ৭.৫৫ রুদ্রাঙ্গী

মাধুরী দীক্ষিতের জন্মদিনে তাঁর অভিনীত বিভিন্ন ছবির গান শোনাবেন অঙ্কিতা বসু ব্যানার্জি। সকাল ৭.০০, **গুড মর্নিং আকাশ, আকাশ আট**

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০০ জঙ্গ, দুপুর ১.৩৯ এনকাউন্টার শংকর, বিকেল ৪.১৬ আই, সন্ধে ৭.৩০ মক্ষী, রাত ১০.০০ ছত্রপতি

খট্টা মিঠা বেলা ১১.২৪ জি সিনেমা

কুণালের মুখে তাপস-সজলের প্রশংসা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ মে : বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় শপথ নিয়েই দলত্যাগী তাপস রায়, সজল ঘোষের মতো বিজেপি নেতা, বিধায়কদের প্রশাসংয় পঞ্চমুখ হলেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। একইসঙ্গে কামান দাগলেন নিজের দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও। কুণালকে পালটা কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

শপথগ্রহণের দ্বিতীয় দিনে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গেই বিধানসভায় শপথ নিতে আসেন বেলেঘাটার তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী কুণাল ঘোষ। শপথ নেওয়ার পরেই নিজের এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে কার্যত দলের বিরুদ্ধেই মুখ খুললেন কুণাল। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করার জন্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। ফেসবুক পোস্টে কুণাল লিখেছেন, 'উত্তর ও মধ্য কলকাতায় তাপস দা ও সজল ঘোষদের বাধ্য করা হয়েছিল দল ছাড়তে। দু'জনকেই দলে রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আজ তাঁরা বিধায়ক। আমি তৃণমূলের সৈনিকই আছি। লড়াই চলবে তবে যাঁরা বা যাঁদের জন্যে তাপসদা, সজলরা বা আরও অনেকে দল ছেড়েছে, দলের ক্ষতি হয়েছে তার পরেও একইরকম হোয়াটঅ্যাপ কাঁদুনি, পলেটিক্স করে স্বজনপোষণ চলছে সেটা খুবই আপত্তির এবং উদ্বেগের।' তবে এই স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে কুণালের নিশানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না অভিষেক তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের থেকে বেলেঘাটার বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন কুণাল। শপথের পর কুণালকে তাপস রায়ের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতেও দেখা যায়। এরপর কুণালের তোলা বিতর্কের জবাবে তাপস, সজল দুজনেই বলেন, এটা ঠিক দলত্যাগ আটকাতে একমাত্র কুণালদাই সেইসময় চেষ্টা করেছিলেন। কটাক্ষ করে তাপস বলেন, 'কিন্তু উনি তো তৃণমূলের মালিক নন। তাই ওঁর পক্ষে আমাকে ফেরানো সম্ভব হয়নি।' এ প্রসঙ্গে সজলের কটাক্, 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সেদিন আমরা তৃণমূল ছেড়েছিলাম বলেই আজ আমরা বিধায়ক। রাস্তায় বেরোলে আর যাই হোক চোর চোর শুনতে হয় না।' কুণালের মন্তব্যের জন্যে তাঁকে পালটা আক্রমণ করেও তাপস বলেন, 'রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল আমার শত্রু। ব্যক্তিগতভাবে কারওর সঙ্গে আমার বিদ্বেষ নেই।'

বিধানসভায় শপথের পর সই করছেন কুণাল, অধ্যক্ষের চেয়ারে তাপস।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৫৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩

বন্ধুর পথ

নির্বাচনের পর রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তত তেমন কোনও বড় বাধার সম্মুখীন হতে হবে না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। কিন্তু প্রশাসনকে সঠিক দিশা দেখানোর জন্য তাঁকে যে অত্যন্ত সতর্ক পদচারণা করতে হবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

প্রথমত যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি এরাজ্যে আসীন হয়েছে, তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে নতুন সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রত্যাশা কতখানি। এই প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারলে বিজেপির জনপ্রিয়তায় ঘাটতি দেখা দিতে বিলম্ব হবে না। ফলত, শুভেন্দুর পক্ষে সরকার পরিচালনা ক্রমে দুরূহ হয়ে উঠবে।

যদি এই প্রত্যাশার সিংহভাগ পূরণ করতে পারে রাজ্য সরকার, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে তা স্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হবে। বিগত সরকারের আমলে এরাজ্য যে একেবারে অচল হয়ে পড়েছিল, তেমন মনে করা সমীচীন হবে না। বিভিন্ন আর্থিক সমীক্ষা ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ইদানীং মোটামুটি সচল ছিল। যদিও তার গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ।

সমীক্ষকরা বলছেন, এরাজ্যে জিএসডিপি-র অনুপাতে মূলধনী ব্যয় গত তিন বছরে ক্রমাগত বেড়েছে। তার আগের তিন বছরের চেয়ে এই ব্যয় প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধির অর্থ হল, রাজ্যের উন্নয়নের বৃদ্ধির ভিত শক্ত হওয়া। রাজ্যের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির খতিয়ান দেখতে হলে ঋণ এবং রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতের দিকে নজর রাখতে হবে।

২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ। এই হার ২০২৫-'২৬ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৭.৯৮ শতাংশ। তবে এতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। ভারতের সব রাজ্যের ঋণ এবং জিএসডিপি'র গড় অনুপাত এখনও যথেষ্ট কম। সেই অনুপাত হল ২৮.১ শতাংশ। অর্থাৎ আর্থিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে সুচিন্তিত পদক্ষেপ করতে হবে।

এছাড়া অন্য যেসব বিষয়ে সরকারকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে তা হল- আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, কর্মসংস্থান এবং রাজ্যের আয় বৃদ্ধি। বাজারে এরাজ্যের বকেয়া ঋণের পরিমাণ প্রায় আট লক্ষ কোটি টাকা। এরাজ্যে মাথাপিছু আয় কমেছে। এমনকি সামাজিক ও উন্নয়ন সূচকে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে। এরাজ্যে প্রসূতিমৃত্যুর হার, বাল্যবিবাহ ও অপুষ্টির হার সর্বভারতীয় গড়ের নীচে।

কিছু জেলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হলেও কিছু জেলা এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে। এই সমস্ত দিকে রাজ্য সরকারকে নজর দিতে হবে। এছাড়া রয়েছে নগরায়ণ। কলকাতার নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার পাশাপাশি রাজ্যের অন্য শহরগুলিতেও আধুনিক জীবনযাপনের সমস্ত সূচকের উন্নতির দিকে নজর রাখতে হবে সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তখনই যখন নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিগুলি রক্ষার পাশাপাশি রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারবেন।

বিজেপি সরকার যে সমস্ত ভাতা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে সেগুলি পালন করতে হলে কোষাগারে টান পড়ার প্রভূত সম্ভাবনা। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দেশের আপামর জনগণের উদ্দেশে বলেছেন, এই মুহূর্তে সকলকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে। ব্যয় কমানোর যে সাতটি পরামর্শ তিনি দিয়েছেন, তা সার্বিকভাবে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করছে।

জ্বালানি সাশ্রয়ের পরামর্শে অনেকে সিঁদুরে মেঘ দেখতেও শুরু করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে যে অশান্তির আগুন জ্বলছে, তা যে এখনই মিটবে না- তা আমেরিকা, ইজরায়েল এবং ইরানের সাম্প্রতিক অবস্থান থেকে সহজেই অনুমেয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ভারতের সমস্ত রাজ্যে তার ভালোরকম প্রভাব পড়বে। বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী পরোক্ষে এই বার্তাটিই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন দেশবাসীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিশ্চয় এই চিন্তায় পীড়িত হবেন। এই অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাকে মুখ্যমন্ত্রী যদি জয় করতে পারেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

অমৃতধারা

আমরা ভগবানের মধ্যে কেমনভাবে আছি জানো - যেমন মহাসমুদ্রে মাছেরা সব কিলবিল করে। তাঁকে ছেড়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না, যেমন মাছেরা জল ছাড়া থাকতে পারে না। ভগবান যেন জল ও আমরা সকলে মাছ। তাঁকে ছেড়ে আমরা বাঁচতে পারি না। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করছো, কিন্তু কে ঈশ্বর ? ঈশ্বর কি আকাশের উপরে আছেন ? পুরুষসূক্তে আছে ঃ 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ'। তিনি আমাদের চোখ দিয়ে দেখছেন, আমাদের কান দিয়ে শুনছেন। আমাদের সকলের মনের সমষ্টি তাঁর মন (cosmic mind)। আমরা সব (সমস্ত জীব) কি রকম জানো ? যেমন সব ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি আসলে এক।

-স্বামী অভেদানন্দ

বিরোধীশূন্য রাজনীতির পরিণতি ভয়ংকর

বামফ্রন্ট থেকে তৃণমূল, বিরোধী কণ্ঠরোধের রাজনীতি উভয়ের কাছেই বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

জনসংযোগে 'বিতর্কিত' কার্টুন কাণ্ডে ধৃত অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র। -ফাইল চিত্র

সময়টা সম্ভবত ২০০৩ সাল। রাজ্যে তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামফ্রন্ট সরকার। প্রয়াত রাজনীতিক কমল গুহ তখন সেই মন্ত্রীসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রী। অত্যন্ত রাশভারী মানুষ, গম্ভীর চেহারার কারণে সচরাচর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে অনেকেরই ভয় লাগত। কিন্তু একদিন সকালে ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে দেখলাম, তিনি খোশমেজাজে বসে রয়েছেন। রিল্যাক্সড মুড দেখে সাহস করে হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা কমলদা, একটা কথা বলব, যদি অনুমতি দেন।' তিনি সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'আরে বলো বলো।' অভয় পেয়ে বললাম, 'আচ্ছা, আপনি যখন জাতীয় পতাকা লাগানো গাড়িতে বসে থাকেন, আর সামনে পুলিশের এসকর্ট গাড়ি হুটার বাজিয়ে আপনাকে রাস্তা করে নিয়ে যায়, তখন আপনার অনুভূতিটা কেমন হয়? আমাদের তো আর জীবনে সেই ভাগ্য হবে না। তাই আপনিই বলুন না, ঠিক কেমন লাগে?' প্রশ্নটা শুনে তিনি হাসতে হাসতে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আজও কানে বাজে। বলেছিলেন, 'আরে শোনো, এমন সম্মান পেতে ভালো তো লাগেই! কিন্তু সত্যিটা হল, এই ভালো লাগাটা আর বেশিদিন থাকবে না। ওই যে বুদ্ধবাবুরা বলেন না, আমাদের কোনও বিরোধী নেই, বিধানসভায় আমরা ১৯৬ আর ওরা শুধুই ৯৬! লিখে রাখো, এই অহংকারটাই একদিন আমাদের কাল হবে। মনে রাখবে, সুস্থ গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষ না থাকাটা বড়ই বিপদের। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করলে কোন ফর্মে তীব্র বিরোধিতা ধেয়ে আসবে, সেটা টেরই পাওয়া যাবে না। আসলে আমরা এখন চরম আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছি। বাম আন্দোলন আজ স্থবির হয়ে পড়েছে।'

'তবে রাজ্যে একটা বাম দল এখনও আছে। নাম বলব না। তারা বামফ্রন্টের শরিকও নয়। তা সত্ত্বেও তাদের অদম্য প্রতিবাদী চরিত্রটাকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। প্রকৃত বাম আন্দোলনটা মাঠে ময়দানে নেমে ওরাই করে যাচ্ছে। ওরা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে, শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়লেও রাস্তায় নেমে গর্জে ওঠে।' হাসতে হাসতে বললেন, 'কিন্তু জানো সমস্যা একটাই। ওরা বোধহয় কঠোর পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী। তাই ওদের লোকসংখ্যা আর বাড়ে না!' তাঁর এই রসিকতা বুঝতে আমার ভুল হয়নি। আমি স্পষ্টতই বুঝেছিলাম যে, তিনি এসইউসিআই দলকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময়ে রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী মুখ ছিলেন না। তিনি তখন সাংসদ হিসেবে জাতীয় রাজনীতিতেই বেশি সক্রিয় ছিলেন। ইউপিএ এবং এনডিএ— উভয় আমলেই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন।

২০০৬-২০০৭ সাল নাগাদ কলকাতায় রিজওয়ানুর রহমানের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ আর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের দুর্বার গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বিরোধী মুখ হয়ে ওঠেন। তাঁর ২৬ দিনের অনশন এবং লাগাতার গণ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাম সরকারের চূড়ান্ত ভরাডুবি ঘটে। বিরোধী নেতাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, ক্ষমতার দম্ভে তাঁদের রাজনীতির পরিসর সংকুচিত করে দেওয়া এবং সর্বোপরি বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাসের পুলিশি দমনপীড়ন ও মৃত্যুমিছিলই শেষপর্যন্ত বামেদের পতন ডেকে আনে।

প্রচণ্ড জনমত নিয়ে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসীন হল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেই তিনি আবার বিরোধীশূন্য রাজনীতির দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে ফরওয়ার্ড ব্লককে ধীরে ধীরে গিলে ফেলতে শুরু করল শাসকদল। পুলিশ কেসের ভয় দেখিয়ে বা নানা প্রলোভন দিয়ে বিরোধী নেতাদের এক এক করে দলে টেনে নেওয়া হল (ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা উদয়ন গুহ এবং কংগ্রেসের মানস ভুঁইয়ার দলবদল এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ)। ধীরে ধীরে একাধারে তিনিই শাসক এবং তিনিই বিরোধী হয়ে উঠলেন। তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়া বা সমালোচনা করার স্পর্ধা দলে কারও ছিল না। কারণ সবাই জানতেন, এর পরিণতি হবে ভয়ংকর! তাই ধীরে ধীরে একদল সুযোগসন্ধানী স্তাবক ও মোসাহেবদের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন তিনি। এই দলে শামিল হলেন এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পী এবং রোদচশমা পরা তারকারা। সেজেগুজে তাঁরাই সব মঞ্চ আলোকিত করে বসে থাকতেন।

এরপর একটু একটু করে দলের রাশ চলে গেল ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়, মিহির গোস্বামীদের মতো বেশ কিছু প্রাক্তন বিধায়ক। একুশের নির্বাচনে তাঁরা বিপুল ভোটে জয়ী হলেন। একলাফে বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা দুই থেকে সাতাত্তরে পৌঁছে গেল। এবার নেত্রীর শ্যেনদৃষ্টি পড়ল বিজেপি বিধায়কদের ওপর। প্রথমেই জার্সি বদল করে তৃণমূলে ফিরিয়ে আনা হল মুকুল রায়কে। তারপর কৃষ্ণ কল্যাণী, সুমন কাঞ্জিলাল সহ আটজন বিজেপি বিধায়ক। শেষ বেলায় তৃণমূলে ভিড়ে গেলেন মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। সমস্ত রীতিনীতি ভেঙে নেত্রী বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদেও (যেটা বিরোধী দলের প্রাপ্য) সেই দলবদলু বিধায়কদেরই বসিয়ে দিলেন!

গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করলে শাসকদলের পতন অনিবার্য। দীর্ঘকাল আগে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ একথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন, আত্মসন্তুষ্টি এবং বিরোধীশূন্য রাজনীতির অহংকার কীভাবে কাল হয়ে দাঁড়ায়। বাম আমলের সেই দম্ভ সদ্য প্রাক্তন শাসকদলের মধ্যেও ছিল প্রচণ্ডভাবে প্রকট। সামান্য সমালোচনাতেই নেমে আসত পুলিশি নির্যাতন, মিথ্যে মামলা। প্রেশার কুকারের সেফটি ভালভের মতো বিরোধীদের জায়গা না দিলে একদিন বিস্ফোরণ ঘটা স্বাভাবিক। সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই প্রতিফলন ঘটল বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, যার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ।

২০২১ সালের পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে জোর লড়াই শুরু হল। একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী বিরোধী নেত্রী পছন্দ করতেন না, কেউ তাঁর সমালোচনা করুক। তাই মাঝেমধ্যেই অনুগত স্পিকারকে দিয়ে বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হতে থাকল। বাইরে যাতে বিরোধী নেতারা কোনও সভা-সমিতি করতে না পারেন, সেজন্য আইনশৃঙ্খলার অবনতির দোহাই দিয়ে পুলিশি অনুমতি কার্যত বন্ধই হয়ে গেল। প্রচারের গতি রুদ্ধ করতে সর্বত্র 'গো ব্যাক' ধ্বনিটাকে তৃণমূল সমর্থকরা বীজমন্ত্র করে নিলেন। বিরোধী দলনেতাকে জনসভা করার অনুমতি আনতে একশো বারেরও বেশি আদালতে ছুটতে হয়েছে। বারে বারে তাঁর ওপর হামলা হয়েছে, নানা মিথ্যে মামলা দিয়ে তাঁকে জর্জরিত করা হয়েছে। সামান্যতম সমালোচনা করলেই মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গেল। অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র থেকে কৃষক শিলাদিত্য চৌধুরী, সামান্য প্রতিবাদ করতেই নকশাল অথবা মাওবাদী বলে দেগে দিয়েছেন তিনি। তাঁদের কপালে জুটেছে পুলিশি নির্যাতন। অসংখ্য সাংবাদিক ও ইউটিউবারদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে স্বৈরশাসন কায়েম হয়ে গেল। রান্না করতে গেলে প্রেশার কুকারেও যে একটা সেফটি ভালভ রাখতে হয়, নেত্রী সেটা বেমালুম ভুলেই গেলেন। যার পরিণতি, কুকারটাতেই বিস্ফোরণ ঘটে গেল!

বাম আমল থেকে ছাপ্পা ভোটের যে রেওয়াজ চলে আসছে, ধমকি-চমকি আর বুথ থেকে কাউন্টিং হল পর্যন্ত সর্বত্র শাসকদলের নিয়ন্ত্রণ; এবার আর সেটা হল না। নির্বাচন কমিশনের কঠোর নজরদারিতে ভোট পড়ল প্রায় ৯৩ শতাংশ। পরিণতি যে এমন ভয়াবহ হবে, সেটা সচেতন মানুষের কাছে পরিষ্কার হলেও কিছুদিন আগে পর্যন্তও শাসকদলের কেউ সেটা ভাবতে পারেননি বা আগাম বিপর্যয়ের ভয়ে বুঝতে চাননি। ১৯৭২ সাল থেকে ভোট দিচ্ছি। নির্বাচনে জয়-পরাজয় আছেই। তবে এমন বেনজির নির্বাচন আগে যেমন কোনওদিন দেখিনি, তেমনি পরাজিত হয়ে কোনও নেতা বা মন্ত্রীকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতেও দেখিনি কখনও। আমিত্ব, দম্ভ, ইগো আর সার্বিক বিরোধীশূন্যতার পরিণতিটা এমন করুণ আর এতটা অসহনীয় হবে শাসকের, সেটা কল্পনাতীত ছিল।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কৃষক আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার।

১৯৬৭

অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

তাপসদা (রায়), সজল ঘোষদের বাধ্য করা হয়েছিল তৃণমূল ছাড়তে। দুজনকেই রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। যাঁর বা যাঁদের জন্য তাপসদা, সজল ও আরও অনেকে দল ছেড়েছেন, দলের ক্ষতি হয়েছে, তার পরেও হোয়াটসঅ্যাপ কাঁদুনি পলিটিক্স চলছে। যা খুব আপত্তিকর, উদ্বেগের।

- কুণাল ঘোষ

ভাইরাল/১

একে অপরের পিছু নিতে নিতে দুটি একশৃঙ্গ গন্ডার লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। সেখানে একটি রাস্তার ওপর পরস্পরকে গুঁতোতে শুরু করে। যুযুধান দুই বিশালদেহী প্রাণীর যুদ্ধে আতঙ্কিত হয়ে দোকানদাররা দোকান বন্ধ করতে থাকেন। নেপালের চিতওয়ানে যুযুধান দুই মহরথীর যুদ্ধের ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

আহমেদাবাদের একটি নামী অলংকার বিপণিতে চুরি। অলংকারের হিসেব নেওয়ার সময় ব্যাপক গরমিল ধরা পড়ে। বহু দামি গয়না উধাও। দোকানের ম্যানেজার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। তাতেই এক মহিলা কর্মীর কুকীর্তি ধরা পড়ে।

জনমন

জনমত

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সময়ে স্কুলে গরমের ছুটি কেন?

উত্তরবঙ্গজুড়ে বর্তমানে বর্ষাকালের আবহ বিদ্যমান। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য সরকারের তরফে গরমের ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ৩১ মে পর্যন্ত করা হয়েছে। এসআইআর থেকে শুরু করে ভোট সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন ব্যাহত হয়েছে। এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শিক্ষার্থীদের উপর। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার বাস্তবতা বিবেচনা না করেই গরমের ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত মোটেও ঠিক হয়নি।

শিক্ষকদের একাংশের দাবি, দীর্ঘ বিরতির পর এবার স্কুলে নিয়মিত পড়াশোনা শুরু হওয়ার আশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নতুন করে ছুটি ঘোষণার ফলে উত্তরবঙ্গ আবারও বঞ্চিত হল। যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এতদিন উত্তরবঙ্গকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছিল, তাদের শাসনের শুরুতেই কলকাতাকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হল উত্তরবঙ্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে।

সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে প্রাথমিক স্কুলগুলি। অনেক ক্ষেত্রে দুজন শিক্ষকের মধ্যে একজন দীর্ঘসময় বিএলও-র দায়িত্বে থাকায় স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারেননি। ফলে একমাত্র উপস্থিত শিক্ষককে একদিকে মিড-ডে মিলের হিসাব সামলাতে হয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও নিতে হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য কার্যত ব্যাহত হয়েছে অনেকখানি।

যখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুন্দর মনোরম পরিবেশে চালু থাকবে, অন্যদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ- তখন প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় কেন একজন অভিভাবক সন্তানকে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাবেন? নতুন সরকারের কাছে শিক্ষামহলের আবেদন, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে দ্রুত কার্যকর সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রকে বেহাল অবস্থা থেকে মুক্ত করা হোক।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ময়দানের এক বর্ণময় যুগের অবসান

অঞ্জন মিত্রের পর মোহনবাগানের অন্যতম প্রাক্তন প্রাণপুরুষ স্বপনসাধন বোস চলে যাওয়ায় ময়দান নিঃস্ব।

সুমন্ত বাগচী

অঞ্জন-টুটুর প্রবাদপ্রতিম জুটির আগেই অবসান হয়েছিল। এবার চিরতরে বিদায় নিলেন স্বপনসাধন তথা টুটু বোস। গুরুতর অসুস্থ হয়ে তাঁর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর সামাজিক মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন। ময়দান এবং সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে তাঁর একটাই পরিচয় চিরকাল ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে গেঁথে থাকবে, তিনি 'মোহনবাগানের টুটু বোস'। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় ফুটবলের এক বর্ণময় অধ্যায়ের অবসান ঘটল।

বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মোহনবাগান লনে টুটু-অঞ্জনের যুগান্তকারী আবির্ভাব ঘটে। ধীরেন দে-র যুগ তখন প্রায় শেষের দিকে। মোহনবাগানের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ছিল কোনও বিদেশি খেলোয়াড়কে দলে না নেওয়া। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি পর্যন্ত যাঁকে সমীহ করতেন, সেই অকৃতদার ধীরেন দে ছিলেন এই দেশীয় ঐতিহ্যের কট্টর সমর্থক। এদিকে, কলকাতার ময়দানে ততদিনে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে মজিদ-জামশিদের মতো প্রতিভাবান বিদেশি খেলোয়াড়দের দাপট শুরু হয়ে গিয়েছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব বিদেশিদের নিয়ে শক্তিশালী দল গড়লেও মোহনবাগান ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। এরপর ময়দানে এলেন চিমা ওকেরি। তাঁর দাপটে মোহনবাগান দিশেহারা। পাশাপাশি ময়দানে তখন চলছে 'জিপ' বা জীবন-পল্টুর একচেটিয়া রাজত্ব। প্রবীণ কর্তারা এঁটে উঠছিলেন না। সেই কঠিন সময়ে মোহনবাগানকে টেনে তুলতে শক্ত হাতে হাল ধরেন সফল ব্যবসায়ী টুটু বোস এবং দুঁদে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অঞ্জন মিত্র।

তখন মাঠে।

মোহনবাগানের দীর্ঘদিনের দেশীয় খেলোয়াড় খেলানোর নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই ক্লাবে বিদেশি হিসেবে চিমার অভিষেক ঘটে। এখানেই শেষ নয়, মোহনবাগান নির্বাচনে হাইকোর্টের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রথম সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের প্রবর্তন করেন টুটুই। এরপর ধীরে ধীরে ক্লাবের সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে এবং আপামর সমর্থকদের মধ্যে জয়ের খিদে বা প্রয়োজনীয় 'কিলার-ইনস্টিংক্ট' তৈরি হয়। দলবদলের মরশুমে টুটুর হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের অফিস নিয়ম করে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে থাকত, কারণ সেখানেই প্রাথমিকভাবে খেলোয়াড়দের লুকিয়ে রাখা হত। তখন ক্লাবগুলোতে কর্পোরেট সংস্কৃতি সেভাবে ঢোকেনি। তাই দল গড়তে গিয়ে যখনই অর্থের টান পড়েছে, কুছ পরোয়া না করে তিনি নিজের পকেট থেকে অকাতরে টাকা ঢেলেছেন।

সবাই জানতেন, টুটু বোস যতদিন ক্লাবে আছেন, ঠিক একটা না একটা পথ বেরোবেই। রাজ্যে যখন যে দল ক্ষমতায় থেকেছে, তাদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ফুটবলে যেভাবে খরচ বাড়ছে, তাতে অদূরভবিষ্যতে কর্পোরেট সাহায্য ছাড়া ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বহু সমালোচনা ও বিতর্ক উপেক্ষা করেও তিনি নিজের ক্লাবের জন্য কর্পোরেট স্পনসর জোগাড় করে এনেছিলেন। টুটুর এই পদক্ষেপ নিয়ে সেসময় প্রচুর বিতর্ক হলেও, আজ ভারতীয় ফুটবলের প্রায় সমস্ত ক্লাব তাঁর দেখানো পথেই হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে।

জ্যোতিষচন্দ্র গুহ, ধীরেন দে, উমাপতি কুমার, জীবন-পল্টু, গজু বসু, সুপ্রকাশ গড়গড়ি, ইরফান তাহের, মীর মহম্মদ ওমরের মতো কিংবদন্তি কর্তাদের ধারার শেষ সুযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। এরপর হয়তো ময়দানে আর কোনও কর্মকর্তা নিজেকে এই পর্যায়ে উন্নীত করতে পারবেন না এবং একইভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন না। যে মোহনবাগান ক্লাবকে তিনি বারবার ভেন্টিলেশন থেকে বের করে এনেছেন, সেই টুটু ওরফে স্বপনসাধন বোস নিজে ভেন্টিলেশন থেকে আর ক্লাবে ফিরতে পারলেন না। আশির দোরগোড়ায় থেমে গেল এক লড়াকু জীবন।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৪৫

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। লাউ-এর আরেক নাম ৩। লাক্ষা, গালা বা আলতা ৫। শিবপত্নী, পার্বতী, পার্বতীর সখীবিশেষ ৬। চিংড়ির একটি প্রজাতি ৮। ছিদ্র, রন্ধ্র বা সূত্র ১০। চাঁদ, জ্যোৎস্না ১২। ধেনো মদ, যে মদ ভাত পাচিয়ে তৈরি করা হয় ১৪। তন্দ্রাবেশ, ক্লান্তি প্রভৃতির দরুন আচ্ছন্নতা ১৫। সুন্দর, মনোহর, ললিত বা সুকুমার ১৬। অপদার্থ, পাজি, লক্ষ্মীছাড়া, দুষ্টু

উপর-নীচ : ১। গঙ্গা ও শান্তনুর অষ্টপুত্র ২। পাণ্ডিত্যের বা অলৌকিক শক্তির ভানকারী, প্রতারক ৪। ঘোড়ার নানা নামের অন্যতম ৭। প্রতিশোধ, চর্মরোগবিশেষ ৯। মোহর, চিহ্ন, দাগ ১০। সজীবতার ভাব প্রকাশ ১১। প্রহার ১৩। তোষামুদে, তল্পিবাহক।

সমাধান ■ ৪৪৪৪

পাশাপাশি : ১। তিয়াস ৩। ফয়সালা ৪। ফলার ৫। ফরমান ৭। মাঘ ১০। গিনি ১২। বনিবনা ১৪। হাউস ১৫। যজমানি ১৬। তিত্তির।

উপর-নীচ : ১। তিলোত্তমা ২। সফর ৩। ফরফর ৬। মাগগি ৮। ঘরনি ৯। হানাহানি ১১। নিরীশ্বর ১৩। বসতি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

উড়ন্ত মানুষ... *প্রবল ঝড়ে টিনের ছাদ সহ উড়ে গেলেন এক ব্যক্তি। প্রায় ৫০ ফুট দূরে আছড়ে পড়েন তিনি। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে।*

সিইসি নিয়োগে প্রশ্নবিদ্ধ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্যানেলে কেন দেশের প্রধান বিচারপতি নেই, তা নিয়ে কেন্দ্রকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল সুপ্রিম কোর্ট। গণতন্ত্র রক্ষায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা নিয়ে সরব হল দেশের শীর্ষ আদালত।

আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, সিবিআই অধিকর্তা নির্বাচনে প্রধান বিচারপতি থাকলেও নির্বাচন কমিশনারের ক্ষেত্রে তাঁকে রাখা হয়নি। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত শুনানির সময় প্রশ্ন তোলেন, 'সিবিআই অধিকর্তার জন্য প্রধান বিচারপতি রয়েছেন... কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষা বা অবাধ নির্বাচনের জন্য কেন তিনি থাকবেন না?'

নিয়োগ কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মনোনীত এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিরোধী দলনেতার সিদ্ধান্ত কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আদালত। বেঞ্চের মতে, বর্তমান ব্যবস্থায় ২:১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার নিজের ইচ্ছামতো নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। বিচারপতি দত্তের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, 'তবে তো শাসনবিভাগই (এগজিকিউটিভ) সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।' নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কেন কোনও নিরপেক্ষ সদস্য রাখা হচ্ছে না এবং কেন 'এগজিকিউটিভ ভেটো' বজায় রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আদালত।

কাঠগড়ায় কেজরি

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : আবগারি দুর্নীতি মামলায় বিচারপতিকে কুরুচিকর আক্রমণ ও বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখানোর অভিযোগে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ আরও কয়েকজন আপ নেতার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা শুরু করল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা জানান, তাঁর পরিবারকে টেনে এনে সমাজমাধ্যমে বিকৃত ভিডিওর মাধ্যমে কুৎসা ছড়ানো হয়েছে। ক্ষুব্ধ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'আমার পরিবারকে টেনে আনা হয়েছে এবং খোদকারি করা ভিডিওর মাধ্যমে অপমান করা হয়েছে... এটা কেবল আমাকে নয়, গোটা বিচার বিভাগকে ভয় দেখানোর চেষ্টা।' আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল সম্প্রতি বিচারপতির ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে শুনানি বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন।

দিল্লিতে বাসে গণধর্ষিতা তরুণী

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : ফের নির্ভয়া কাণ্ডের ছায়া দিল্লিতে। সোমবার রাতে দিল্লির রানিবাগ এলাকায় একটি বেসরকারি স্লিপার বাসে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে তোলপাড় শুরু হয়েছে। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বাসচালক এবং কনডাক্টরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

৩০ বছর বয়সি নির্যাতিতা মঙ্গলপুরীর একটি কারখানায় কাজ করেন। সপরিবারে থাকেন পীতমপুরা এলাকায়। গত সোমবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে তিনি ই-রিকশা থেকে নেমে কিছুটা পথ হেঁটে আসছিলেন। সরস্বতী বিহার এলাকায় বি-ব্লক বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি স্লিপার বাস দাঁড়ানো দেখে তিনি সময় জানতে চান। নির্যাতিতার অভিযোগ অনুযায়ী, 'বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির কাছে সময় জানতে চেয়েছিলাম।' অভিযোগ, তখনই তাঁকে জোর করে বাসের ভিতর টেনে তুলে দুই ব্যক্তি ধর্ষণ করে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা ওই তরুণীকে নাগলোই অভিমুখে বেশ কয়েক কিলোমিটার পথ নিয়ে গিয়ে নাগলোই মেট্রো স্টেশনের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাসের চালক উমেশ এবং কনডাক্টর রামেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিহারের রেজিস্ট্রেশনযুক্ত স্লিপার বাসটিও। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বাসের জানলায় পর্দা থাকায় বাইরে থেকে ভিতরে কিছু দেখা সম্ভব ছিল না।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধর্ষণ (৬৪) এবং গণধর্ষণ (৭০) ধারায় রানিবাগ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে। অন্যদিকে, বাসটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি রুটের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই নৃশংস ঘটনা ২০১২ সালের স্মৃতি উসকে দিয়েছে। আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'লজ্জাজনক ব্যাপার, নির্ভয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। সময় জানতে চাওয়ায় ৩০ বছরের এক মহিলাকে বাসে তুলে নিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে অত্যাচার চালানো হয়।' দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বলেন, 'দিল্লিতে ফের নির্ভয়া কাণ্ড! মেয়েরা স্কুলে বা বাসে কোথাও নিরাপদ নয়!'

- সোমবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে গণধর্ষিতা হন ৩০ বছরের তরুণী
- তরুণীকে জোর করে বাসে টেনে তুলে নির্যাতন করা হয়
- অভিযুক্ত বাসের চালক (উমেশ) ও কনডাক্টর (রামেন্দ্র) গ্রেপ্তার
- অপরাধে ব্যবহৃত বাসটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে
- নতুন ফৌজদারি আইনের ধারায় মামলা
- তরুণীর ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে এবং পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে

ট্রাম্প-শি মেগা বৈঠকে জোর বাণিজ্য, শান্তিতে

বেজিং, ১৪ মে : বিশ্ব রাজনীতির দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা ও চিনের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন কাটিয়ে এক 'অভাবনীয় ভবিষ্যতের' স্বপ্ন দেখালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেজিংয়ে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এক শিখর বৈঠকে যোগ দিয়ে ট্রাম্প শি-কে একজন 'মহান নেতা' এবং নিজের 'বন্ধু' হিসেবে সম্বোধন করেছেন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের শুরুতে ট্রাম্প বলেন, 'আপনার সঙ্গে থাকা এবং আপনাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া অত্যন্ত সম্মানের। অতীতে আমাদের মধ্যে সমস্যা থাকলেও আমরা ফোনে কথা বলে দ্রুত তা সমাধান করেছি। আমরা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাব।'

দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এই বৈঠকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিষয়টি। গত বছর শুরু হওয়া বাণিজ্য যুদ্ধের তিক্ততা কাটিয়ে উঠতে এবং নতুন করে শুল্কবৃদ্ধির জটিলতা এড়াতে ট্রাম্প এবার তাঁর সঙ্গে আমেরিকার সেরা ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের নিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন এনভিডিয়া-র জেনসেন হুয়াং এবং টেসলা-র এলন মাস্কের মতো শীর্ষকর্তারা।

চিনের পক্ষ থেকে আমেরিকার কৃষিপণ্য এবং যাত্রীবাহী বিমান ক্রয়ের চুক্তির বিষয়ে জোর আলোচনা চলছে। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও মার্কিন ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, চিনের দরজা মার্কিন বাণিজ্যের জন্য আরও বেশি করে খুলে দেওয়া হবে।

বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা। বিশেষ করে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালী নিয়ে দু-দেশই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বৈঠকে আমেরিকা ও চিন একমত হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে 'হরমুজ প্রণালী' অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে।

চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বক্তব্যে সংঘাত নয় বরং সহযোগিতার পথে হাঁটার আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিকে 'শতাব্দীর সেরা পরিবর্তন' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, 'সারা বিশ্ব আমাদের এই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে আছে। আমেরিকা ও চিন কি 'থুসিডাইডিস ট্র্যাপ' এড়িয়ে নতুন সম্পর্কের দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারবে? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।'

প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি দিক বিশ্ব

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বারুদ আর গাজায় লাশের স্তূপ,এই অশান্ত সময়ে দাঁড়িয়ে সোজাসাপ্টা কথা জানিয়ে দিল ভারত। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে ব্রিকস দেশগুলোর বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় বললেন, গাজা সংকটের স্থায়ী মিটমাট চাইলে প্যালেস্তাইনকে পূর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতেই হবে। দিল্লির সাফ কথা, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানা মেনে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন—দুই দেশই শান্তিতে পাশাপাশি থাকুক। জয়শঙ্করের এই 'টু-স্টেট সলিউশন' বার্তা আসলে মোদি সরকারের সেই স্বাধীন বিদেশনীতিরই প্রমাণ, যা কোনও শক্তির রক্তচক্ষুকে পরোয়া করে না। ইরান, মিশর বা আমিরশাহির প্রতিনিধিদের সামনে ভারতের এই অবস্থান মুসলিম বিশ্বের কাছেও এক ইতিবাচক সংকেত পৌঁছে দিল।

জাহাজে হামলা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘাচি বুধবার রাজধানীতে এসে পৌঁছোনোর দিনই ওমান উপকূলে আক্রান্ত হল ভারতীয় পতাকাবাহী বাণিজ্যতরী। ওই পরিস্থিতিতে ওমানের উপকূলরক্ষী বাহিনী তড়িঘড়ি এগিয়ে এসে উদ্ধার শুরু করায় কোনও ভারতীয় নাবিকের ক্ষতি হয়নি। ঘটনায় ক্ষুব্ধ মোদি সরকার।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে উত্তরপ্রদেশে মৃত ১০০

লখনউ, ১৪ মে : ঝড়বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড অযোধ্যা, বারাণসী, গাজিয়াবাদ সহ উত্তরপ্রদেশের অন্তত ৩০টি জেলা। কোথাও ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়, তার সঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত জনজীবন। দুর্যোগের ধাক্কায় গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১০০ জনের। তবে ঝড়বৃষ্টির ব্যাপকতায় প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আহত হয়ে ইতিমধ্যে হাসপাতালে ভর্তি ৫০ জনেরও বেশি। বরেলিতে ঝড়ের ঝাপটায় টিনের ছাউনি সহ এক ব্যক্তিকে ৪৫ ফুট উঁচুতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ১০০ মিটার দূরে ফেলার দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রয়াগরাজ, ভদোহী এবং মির্জাপুর জেলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শুধুমাত্র প্রয়াগরাজেই মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। ভদোহীতে প্রাণ গিয়েছে ১৮ জনের এবং মির্জাপুরে ১৫ জনের। এছাড়া ফতেহপুর, বদায়ুঁ, প্রতাপগড় ও বরেলি সহ প্রায় ৩০টি জেলা ঝড়ে তছনছ হয়েছে। প্রবল ঝড়ে কয়েকশো গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় অন্ধকারে ডুবেছে বিস্তীর্ণ এলাকা। এমনকি ব্যাহত হয়েছে ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহন চলাচলও। বহু জায়গায় মাটির বাড়ি ধসে, গাছ পড়ে এবং টিনের চাল উড়ে গিয়ে মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটেছে।

ত্রাণ কমিশনারের দপ্তর জানিয়েছে, '১৩ মে ঝড় ও বজ্রপাতে ৮৯ জনের মৃত্যু, ৫৩ জন আহত এবং ১১৪টি গবাদি পশুর প্রাণহানির প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে।' ফতেহপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক অবিনাশ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, 'খাগা তহশিলে আটজন এবং সদর তহশিলে দেওয়াল চাপা পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে।' কানপুর দেহাতের অতিরিক্ত জেলা শাসক দুষ্যন্ত কুমার বলেন, 'মানুষ ও গবাদিপশুর ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকপ্রকাশ করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরকারি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি ও রাজস্ব দপ্তরকে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত সমীক্ষা করে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

- উত্তরপ্রদেশে দুর্যোগে মৃত ১০০ (সরকারি মতে ৮৯), জখম অর্ধশতাধিক
- প্রয়াগরাজে সর্বাধিক ২১ জনের প্রাণহানি
- রাজ্যের প্রায় ৩০টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত
- প্রয়াগরাজ, ভদোহী এবং মির্জাপুর জেলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি
- গবাদিপশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি
- উপড়েছে বহু গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

পণবন্দিদের মুক্তির দাবি

ইম্ফল, ১৪ মে : ইম্ফল পশ্চিম ও কাংপোকপি জেলা সীমান্তে ২০ জন নাগা নাগরিকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে লিয়াগামি উইমেন্স ইউনিয়নের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুরের পরিস্থিতি। কুকিগোষ্ঠীর হাতে অপহৃত এই নাগরিকদের অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে রাজপথে সরব হয়েছেন নাগা মহিলারা। সম্প্রতি খ্রিস্টান নেতাদের ওপর হামলা শুরু হয়েছে।

১৬ রাজ্যে এসআইআর

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : ভুয়ো ভোটার এবং বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ধরতে প্রথমে বিহার তারপর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর করা হয়েছিল। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল। বাংলায় বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়ার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে তৃণমূল সহ একাধিক বিরোধী দল। গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র চাপানউতোরের মধ্যেই এবার দেশজুড়ে তৃতীয় পর্বের এসআইআরের নির্ঘণ্ট জারি করল নির্বাচন কমিশন। পঞ্জাব, মণিপুর, উত্তরাখণ্ড সহ ১৬টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩০ মে থেকে এসআইআরের কাজ শুরু হবে। তবে এর আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে। সেখানকার আবহাওয়া পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার পর এসআইআর করা হবে।

এদিন এই কর্মসূচির সূচনা করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, 'তৃতীয় দফার এসআইআরে সমস্ত ভোটারকে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেওয়ার এবং এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার আবেদন জানাচ্ছি। শুধুমাত্র বৈধ ভোটাররাই যাতে ভোটার তালিকায় ঠাঁই পান এবং অবৈধ ভোটারদের নাম যাতে তাতে না ঢোকে, সেই লক্ষ্যেই এসআইআর করা হচ্ছে।' তৃতীয় পর্যায়ের এসআইআরে ৩.৯৪ লক্ষ বিএলও ১৬ রাজ্য এবং তিন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৬.৭৩ কোটি ভোটারের বাড়িতে যাবেন। ৩০ মে থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কাজ শুরু হবে জুলাই থেকে। চলবে অক্টোবর পর্যন্ত। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে পঞ্জাব, মণিপুর, উত্তরাখণ্ডে বিধানসভা ভোট। ওই বছর ভোট রয়েছে গোয়া, উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাটেও।

কেরলে শিকে ছিঁড়ল সতীশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ মে : কেরলে দলীয় কর্মী, সমর্থক এবং ইউডিএফ শরিকদের ইচ্ছাকেই শেষপর্যন্ত মান্যতা দিতে বাধ্য হল কংগ্রেস হাইকমান্ড। একটানা ১১ দিন ধরে চলতে থাকা নাটকে অবশেষে ইতি টেনে দলের তরফে বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হল, কেরলের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন বিদায়ি বিরোধী দলনেতা ভাদাসেরি দামোদরন সতীশন। সবকিছু ঠিক থাকলে ১৮ মে কেরলের ত্রয়োদশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন তিনি। এদিন বিকালেই তিরুবনন্তপুরমে সতীশনের নেতৃত্বে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠক বসে। বৈঠকের পর তিনি রাজ্যপাল রাজেন্দ্র ভি আর্লেকারের সঙ্গে দেখা করে কেরলে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছেন। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান কেসি বেণুগোপাল, প্রদেশ সভাপতি সানি জোসেফ, আইইউএমএল, আরএসপি, কেরল কংগ্রেসের মতো শরিক দলগুলির নেতৃত্বও। এদিকে নতুন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হচ্ছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। এদিন সিপিএমের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এআইসিসির কেরল ইনচার্জ দীপা দাশমুন্সি সাংবাদিক বৈঠকে ভিডি সতীশনের নাম কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে সতীশন বলেন, 'কংগ্রেস আমার ওপর বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। আমরা মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলাম সেগুলি পূরণ করব।' কুর্সি নিয়ে দ্বন্দ্বের অবসানের পর হবু মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেসি বেণুগোপাল প্রতিদিন আমাদের দিশা দেখিয়েছেন। আমাদের কাজের মূল্যায়ন করেছেন। ওঁর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছি। রমেশ চেন্নিথালা আমার নেতা, বন্ধু। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' অন্যদিকে সতীশনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বেণুগোপাল বলেন, 'আমার কাছে দলই সব। কর্মীরা যদি কষ্ট পান তাহলে আমিও পাই।'

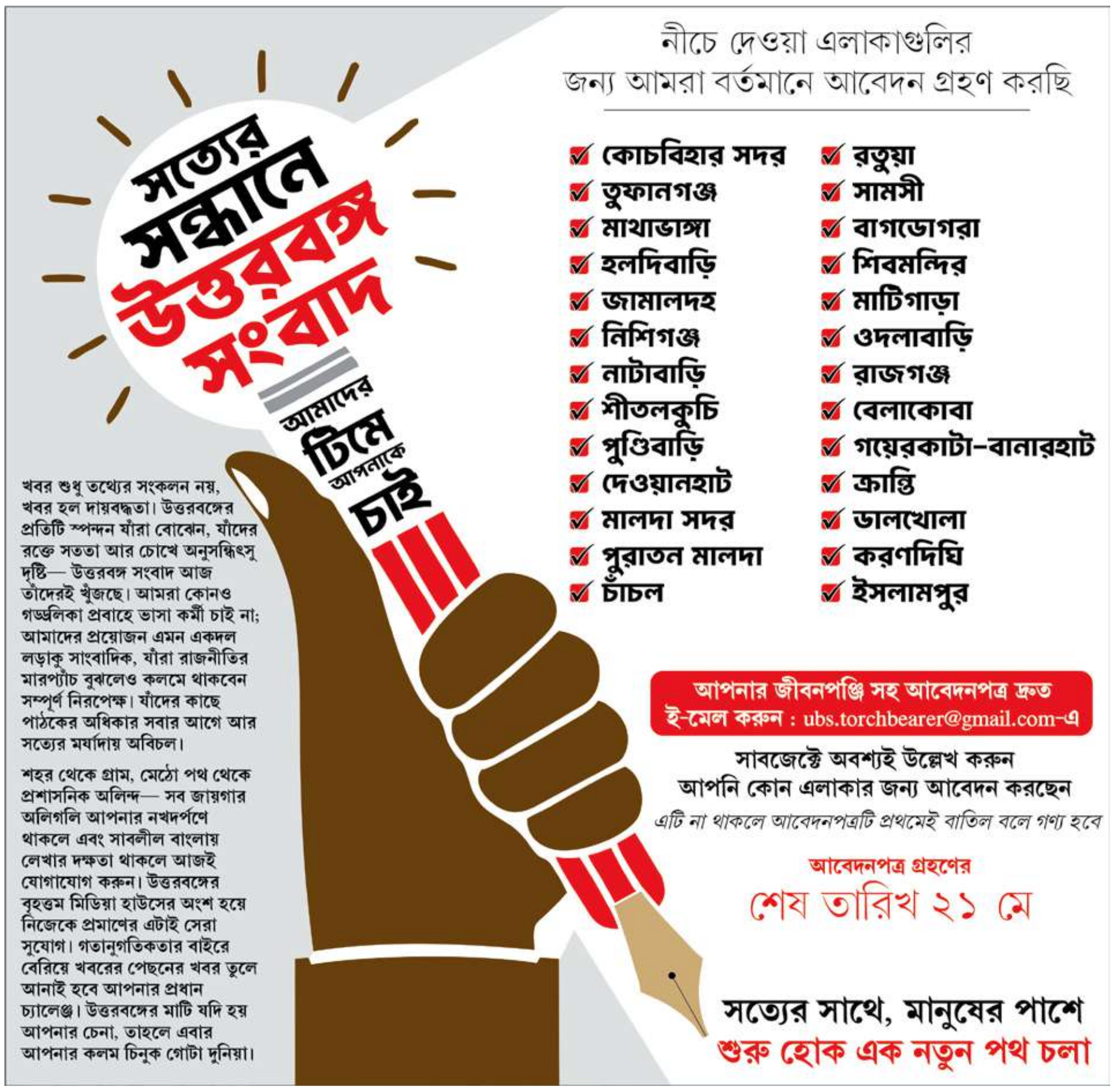

সীতার চরিত্রে সাই পল্লবীর হিন্দি উচ্চারণ নিয়ে সমালোচনা তুঙ্গে

সাই পল্লবীকে নিয়ে তুমুল হট্টগোল উঠেছে নেট মাধ্যমে। আমির খানের ছেলে জুনেইদের বিপরীতে ‘এক দিন’ ছবিতে কাজ করেছেন সাই। তাঁর সেই ছবি ফ্লপ তো হয়েইছে। সাইয়ের হিন্দি বলার ধরন নিয়ে দারুণ হাসাহাসি শুরু হয়ে গেছে। তাঁর হিন্দি উচ্চারণ যে একেবারেই পাতে দেওয়ার মতো নয়, এ ব্যাপারে কারও কোনও দ্বিমত নেই। এদিকে যাঁর হিন্দিই বিশুদ্ধ নয়, তিনি কী করে সীতার চরিত্রে অভিনয় করবেন?

নীতিশ তিওয়ারির রামায়ণে সাই পল্লবী সীতার ভূমিকায় আসছেন। রণবীর কাপুরের বিপরীতে সীতা হওয়ার কথা ছিল আলিয়া ভাটের। কিন্তু আলিয়ার সময় হবে না। সাই সীতার চরিত্রে অভিনয় করবেন। কিন্তু ‘এক দিন’ ছবির পর সীতার উচ্চারণ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন লিখেছেন, ‘যিনি ন্যূনতম হিন্দি বলতে পারেন না, তিনি কীভাবে সীতামায়ের চরিত্র করবেন?” আবার কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলছেন, ‘রামায়ণ’-এর মহড়ার জন্যই কি সাই এই ফ্লপ সিনেমাটি করেছিলেন? এই প্রবল নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই নির্মাতাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাই পল্লবীর নিজের গলায় সংলাপ বলার সম্ভাবনা ফিকে হয়ে আসছে। শোনা যাচ্ছে, নির্মাতারা এখন সাইয়ের গলার বদলে একজন পেশাদার ডাবিং আর্টিস্টের কথা ভাবছেন, যাতে হিন্দি ভাষা আরও মার্জিত ও স্পষ্ট শোনায়।

ব্যান বাতিল
টালিগঞ্জে কাজ শুরু দেব-অনির্বাণের

দেব কি পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন? টালিগঞ্জের শিল্পীদের ব্যান করা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন তিনি। নতুন সরকার আসার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি, তার আগেই দেব ব্যান বাতিল করে তাঁর দেশু ৭-এর শুটিং শুরু করলেন ব্যানড অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে। স্পষ্টই তিনি ব্যান ব্যাপারাটাকে বাতিল করে দিলেন। দুজনে ছবি তোলায় মগ্ন—এই ছবি নেটে ঘুরছে। অনির্বাণের অনুরাগীরাও খুশি। অনির্বাণকে দেশু ৭-এর ‘ভিলেন’ বানিয়েছেন দেব। তারপরই তিনি ব্যান সংস্কৃতি উঠে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ব্যান উঠল। সবার ওপর থেকে উঠল। কেউ কাজ আটকাতে চাইলে টেকনিশিয়ানদের যে ক্ষতি হবে, তা তিনি দিয়ে দেবেন তো? আমার ছবিতে অনির্বাণকে দরকার ছিল, তাই নিয়েছি। নিজের ক্ষমতা দেখানোর জন্য নয়।

নেপোটিজম আছে বলেই কাজ পাচ্ছি

এই ভয়ঙ্কর মন্তব্য আমির খানের পুত্র জুনেইদ খানের। নেপোটিজম আছে বলে স্টারপুত্র-কন্যারা ব্যর্থ হলেও কাজ পান, এ কথা বলে অনেকের রোষে পড়েছেন। কঙ্গনা রানাওয়াত, আরও অনেকে এ কথা স্বীকার করলেও অধিকাংশই অস্বীকার করেছেন। সেখানে জুনেইদের এই মন্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রথম ছবি মহারাজা, পরের ছবি লাভইয়াপ্পা ও সাম্প্রতিক ছবি ‘এক দিন’ ফ্লপ। এক পডকাস্টে কথা বলতে এসেছিলেন তিনি। তখনই নেপোটিজম নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। তিনি বলেন, ‘নেপেটিজম নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। ইন্ডাস্ট্রিতে অবশ্যই আমি প্রিভিলেজড চাইল্ড, এত ব্যর্থতার পরও কাজ পাচ্ছি কারণ আমি আমির খানের ছেলে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এত কিছুর পর কাজ পাচ্ছি, তখন কাজটা করতে দিন না স্যার। তিনি বলেছেন, এক দিন প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন পরিচালক সিদ্ধার্থ শর্মা, তিনিই থাই ছবি ওয়ান ডে-র রাইট কিনেছিলেন। কিন্তু আমির এক দিন প্রযোজনা করবার জন্য সিদ্ধার্থর পিছন পিছন ঘুরেছেন বলা যায়। জুনেইদের কথায় আমির বেশ নার্ভাস। তিনি জুনেইদকে ক্রমাগত বলেন তাঁর অভিনয় ঠিক হয়নি, এই দৃশ্যটা ঠিক হয়নি ইত্যাদি কিন্তু জুনেইদ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সব সামলেছিলেন।

একনজরে সেরা

এখনও উত্তম
টালিগঞ্জের শিল্পীরা ওষুধ ও দৈনন্দিন জিনিস সময়মতো পাবেন উত্তম সুবিধা কার্ডের মাধ্যমে। আর্টিস্ট ফোরামের বৈঠকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, ফোরামের সদস্য, উদ্যোগে শামিল আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে এই কার্ডের কথা জানিয়েছেন। ফ্রাঙ্ক রসের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। শুরুতে কার্ড আসতে সময় লাগবে, তাই আপাতত ফোরামের কার্ডেই কাজ হবে।

দুই মহারথী
চলতি বছর ডিসেম্বরে মুখোমুখি হবেন অক্ষয় কুমার ও অজয় দেবগণ। অনীশ বাজমির পরিচালনায় নাম না হওয়া ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গিনী বিদ্যা বালান, রাশি খান্না। অন্যদিকে জগন শক্তি পরিচালিত রেঞ্জার ছবিতে আছেন অজয়, সঞ্জয় দত্ত, তামান্না ভাটিয়া, পরেশ রাওয়াল। দুই তারকার সংঘাতে বক্স অফিস কতটা আলোড়িত হয়, সেটাই দেখার।

সেরা ধারাবাহিক
চলতি সপ্তাহে সেরা ধারাবাহিক--প্রথম পরশুরাম ও তারে ধরি ধরি মনে করি। দ্বিতীয় স্থানে পরিণীতা, তিনে জোয়ার ভাঁটা, চারে গঙ্গা ও মোর দরদিয়া, পাঁচে কনে দেখা আলো, ছয়ে ঘুর্নি ও কুসুম, সাতে প্রতিজ্ঞা ও সংসারের সংকীর্তনে, আটে কমলা নিবাস, নয়ে রাঙামতি তীরন্দাজ ও শুধু তোমারই জন্য, দশে কম্পাস ও লক্ষ্মী ঝাঁপি।

ড্রামাবাজ দেব
দাদাগিরির পরিবর্তে আসছে ড্রামাবাজ। সঞ্চালক দেব। প্রোমোর শুটিং হয়ে গিয়েছে। খেলার ধরন কেমন হবে, জানা যায়নি। তবে জেলায় জেলায় অডিশন নেওয়া হবে, যোগ্যরাই জায়গা পাবেন। প্রতিযোগিতার মধ্যে যেমন তারকারা এসেছেন, তেমনই আসবেন। এর আগে দেব ডান্স বাংলা ডান্স-এর বিচারক ও সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন।

দিদি বিতর্ক
সরকার বদলের পর ঊষা উত্থুপ হঠাৎ বিতর্কে। তিনি দু দশক আগে একটি আরবি গানের সুরে দিদি গো শীর্ষক বাংলা গান করেছিলেন। বলা হচ্ছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি গানটি পরিবেশন করেন এবং তৃণমূলীদের কাটমানির দাবিতে কলকাতা ছেড়েছেন। ঊষা বলেছেন, গানটি অনেকদিন ধরেই গাইছি এবং কলকাতাতেই আছি।

আর কোনও ছবি ব্যান হবে না

বলেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। সরকার পরিবর্তনের পর বাংলায় বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবি ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর মুক্তি। ছবিতে চরিত্রগতভাবে তিনি পাগল ভিখারি, কিন্তু বিবেকের ভূমিকা পালন করবেন। ছবিতে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নমোশি চক্রবর্তী এক ঘাতকের ভূমিকায়। এছাড়া সঞ্জয় দত্ত অভিনীত ও প্রযোজিত আখরি সওয়াল ছবিতেও নমোশি আছেন।

ছবির মুক্তি ১৫ মে। সেই ছবির প্রচার করতে এসেছেন মিঠুন। তখনই তিনি বলেছেন, ‘সঠিক সময়ে পরিবর্তন হয়েছে, এর দরকার ছিল।’ তাঁর কথায়, ‘আর কোনও ছবি ব্যান হবে না, কোনও ছবিতে রাজনীতির রং লাগবে না। ছবি ভালো হলে দর্শক দেখবেন, নাহলে দেখবেন না। সব দর্শকের হাতে।’

নমোশির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ও খুব ভালো অভিনেতা। এই ছবির বিষয়েও খুব সাহসী। ছবিটা দেখবেন।’ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তাঁর দলের ওপর হামলার অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন সওয়াল করতে। সে প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, ‘উনি যা করছেন করতে দিন, আমাদের কিছু যায় আসে না। ওঁকে আমার আর কোনও প্রশ্ন করার নেই।’

মৌনীর বিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা চলছে

মৌনী রায় ও সুরজ নাম্বিয়ারের বিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা চলছেই। মৌনী যদিও তাঁদের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ করেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। ওঁদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে নানা ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন, সুরজ মৌনীকে ঠকিয়েছে। অনেকে বলছেন, ছ মাস আগেই ওদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। ওরা আলাদা থাকে, তবে আইনি বিচ্ছেদটা হয়নি এখনও। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে মৌনী বিয়ের ছবি সরিয়ে দেওয়ার পরই বিচ্ছেদের জল্পনা শুরু। সুরজও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের পেজ সরিয়ে দেন। অনেকে বলছেন সুরজ মৌনীর টাকা নয়ছয় করেছেন, ওর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। মৌনীর ঘনিষ্ঠরা বলছে, ওদের দাম্পত্য অনেকটা অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চনের ছবি অভিমান-এর মতো হয়ে গিয়েছে। সুরজ মৌনীর সাফল্যের আড়ালে চলে যাচ্ছিলেন, এর জন্য সমাজে তাঁর গুরুত্ব কমেছে বলে তিনি মনে করছিলেন। সেখান থেকেই মনোমালিন্য ও দূরত্বের সৃষ্টি। মৌনী তাঁদের গোপনীয়তা রক্ষার কথা বলেছেন—তার মানে তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেবেন? বিচ্ছেদের রাস্তায় যাবেন না? দেখা যাক।

সৌরভ- শুভস্মিতার বিয়ের ইঙ্গিত

টালিগঞ্জে আবার বিয়ে। এবার কার, জানেন কি? ‘লক্ষ্মীঝাঁপি’র দীপ-ঝাঁপি ওরফে সৌরভ চক্রবর্তী ও শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়! টলিউড সূত্রে খবর, গত ১০ তারিখ নাকি পরিবার ও খুব কাছের বন্ধুবান্ধবের সামনে রেখে আশীর্বাদ সেরেছেন সৌরভ ও শুভস্মিতা।

বেশ কিছুদিন ধরেই সৌরভ ও শুভস্মিতার প্রেমের গুঞ্জন উড়ে বেড়াচ্ছিল ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে। তবে মুখে তাঁরা স্বীকার না করলেও, এই প্রেমের খবর রটেছিল সোশ্যাল মিডিয়ার নানা পোস্টে। নানা সময়ই তাঁরা পোস্ট করেছেন একেসঙ্গে বহু ছবি ও ভিডিয়ো।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে তাঁদের পোস্ট করা এক ছবি দেখেই বিয়ের খবরের ইঙ্গিত পান অনুরাগীরা। ছবির নীচে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রির লোকজন। তবে এই বিয়ে নিয়ে একেবারেই স্পিকটি নট সৌরভ, শুভস্মিতা।

দিলজিৎ ভারতীয় নাগরিক নন?

পাঞ্জাবি গায়ক ও অভিনেতা দিলজিৎ সিং দোসাঞ্জকে নিয়ে পাঞ্জাবের রাজনীতিতে তুলকালাম। কিছুদিন আগেই গায়ক জানান, তিনি রাজনীতিতে আসছেন না। তারপর থেকেই তাঁর হাঁড়ির খবর বেরিয়ে পড়ছে। তিনি ‘আমিই পাঞ্জাব’ বলে বেশ চিৎকার করেছেন অতীতে। এখন শোনা যাচ্ছে তিনি আদতে ভারতের নাগরিক নন। ২০২২ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব নিয়েছেন, তারপর থেকে ই ভিসা নিয়ে ভারতে ভ্রমণ করছেন। তাহলে তিনি কীভাবে ভারতে অভিনয় বা গান করছেন, সে প্রশ্ন অমূলক কারণ অক্ষয় কুমার, আলিয়া ভাট যথাক্রমে কানাডা ও ব্রিটেনের নাগরিক হয়েও দিব্য ভারতে কাজ করছেন। তবু বর্ডার ২ ছবিতে পরমবীর চক্র জয়ী লির্মলজিৎ সিং শেখন-এর চরিত্রে তাঁকে ‘কাস্ট’ করার বিরুদ্ধে সমালোচনা হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন নিয়েও টানাটানি হচ্ছে। তিনি নাকি সন্দীপ কৌর নামে এক মার্কিন নাগরিককে আগেই বিয়ে করেছেন, তাঁদের সন্তানও আছে, যদিও তাঁদের কথা গায়ক কোনওদিনও জানাননি। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগওয়ান্ত মান বলছেন, তাঁকে ভোটে নামানোর জন্যই এসব তথ্য বার করে তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এসব ঘটছে তামিলনাড়ুতে বিজয় জেতার পর। বিজেপি সূত্রে দাবি, তাঁদের পার্টি এ বিষয়ে কিছুই বলেনি।

টোটো উলটে জখম যাত্রী

হলদিবাড়ি, ১৪ মে : দুই টোটোর ধাক্কা। তাতেই উলটে গেল যাত্রীবোঝাই একটি টোটো। ঘটনায় জখম এক খুদে স্কুল পড়ুয়া সহ তিনজন। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনা হলদিবাড়ি শহরের উত্তরপাড়া কলেজ মোড় সংলগ্ন এলাকার। ঘটনায় জখম হয়েছে স্কুল ছাত্রী অদ্রিজা সরকার, টোটোচালক সুভাষচন্দ্র রায় এবং টোটোতে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	২
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	২
ও নেগেটিভ	–	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৩
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৩

র‍্যাশনে গম নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত

আটা চাকির দিন বদল

এতদিন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছিল গম ভাঙানোর কলগুলো। তৃণমূল সরকার মুখে ক্ষুদ্রশিল্পের ওপর জোর দেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছিল প্রদীপের নীচে অন্ধকারে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল এই শহরের গম ভাঙানোর কলগুলো।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৪ মে : র‍্যাশন থেকে বিদায় নিচ্ছে আটা। তার বদলে এখন থেকে উন্নতমানের গম পাবেন উপভোক্তারা। আগামী জুন মাস থেকে গণবণ্টন ব্যবস্থায় এই নিয়ম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাশনে গম ফিরে আসার খবরে কার্যত খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে গম ভাঙানোর মিলগুলোতে।

এতদিন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছিল গম ভাঙানোর কলগুলো। তৃণমূল সরকার মুখে ক্ষুদ্রশিল্পের ওপর জোর দেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছিল প্রদীপের নীচে অন্ধকারে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল এই শহরের গম ভাঙানোর কলগুলো। একটা সময় যে গম ভাঙানোর কল দিয়ে মালিক সহ কর্মচারীদেরও বেশ সচ্ছলভাবে সংসার চলে যেত, সেখানেই আজ নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা।

এই পরিস্থিতিতে কোচবিহারের বেশিরভাগ গম ভাঙানোর কল কর্মচারী ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছে। একসময় যে গম ভাঙানোর কলে লাইন দিয়ে গম ভাঙাতে হত, আজ সেই কলগুলোতে যেন শ্মশানের নীরবতা। সারাদিন ধরে চলা মেশিনগুলো আজ দিনে দু'ঘণ্টাও চলে কি না সন্দেহ। সরকার থেকে র‍্যাশনে গম বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকেই গম ভাঙানোর এই কলগুলো অস্তিত্ব সংকটে পড়ে ছিল।

র‍্যাশনে নতুন করে গম দেওয়ার খবরে ভবানীগঞ্জ বাজারের গমের মিলগুলোতে রীতিমতো সকলের মুখ খুশিতে ভরপুর। ১০০ বছরের ওপর হয়ে গেছে তাদের মিলের বয়স। অনিকেত বানিয়া এই ব্যবসায় চতুর্থ প্রজন্ম। উচ্চশিক্ষার পরে চাকরি না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই একপ্রকার পারিবারিক ব্যবসায় বসেছেন তিনি। তাঁর গলায় শোনা গেল উচ্ছ্বাস। বললেন, 'এতদিন এই ব্যবসার কোনও ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু র‍্যাশনে গম দেওয়ার খবরে মনে হচ্ছে আবার যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারব।' সেসময় দোকান সামলাচ্ছিলেন তাঁর ঠাকুমা শকুন্তলা বানিয়া। তাঁর মুখেও তখন চওড়া হাসি।

কোচবিহার শহরে নিঃসঙ্গ গম ভাঙানোর কল।

- একসময় কোচবিহার শহরে প্রায় ২৫টির মতো গম ভাঙানোর কল ছিল
- কাজের অভাবে ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি আটা চাকিমিল
- রূপনারায়ণ রোডে দু'বছর থেকে বন্ধ মিলের জন্য বিদ্যুতের বিল দিতে হচ্ছে

সত্যিই যদি সরকার থেকে গম দেওয়া শুরু করে এবং গম নিয়ে যদি কোনওরকম দুর্নীতি না হয়, তাহলে নতুন করে মিলগুলো চাঙ্গা হবে। যেগুলো আজ নিঃশব্দে পড়ে আছে।

সংগম গুপ্তা
ব্যবসায়ী

ভবানীগঞ্জ বাজারে গমের মিল রয়েছে সংগম গুপ্তার। বাবা গোপাল লাল ১৯৬৫ সালে এই মিল চালু করেছিলেন। এখন কোনওমতে সংসার চলছে তাঁদের। বললেন, 'সত্যিই যদি সরকার থেকে গম দেওয়া শুরু করে এবং গম নিয়ে যদি কোনওরকম দুর্নীতি না হয়, তাহলে আবার নতুন করে গমের মিলগুলো চাঙ্গা হবে। আগের মতন দিনরাত ঘড়ঘড় শব্দ করে মিলগুলো চলবে, যেগুলো আজ নিঃশব্দে পড়ে আছে।'

কোচবিহার শহরে প্রায় ২৫টির মতো গম ভাঙানোর কল ছিল একসময়। ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি কল। রূপনারায়ণ রোডের ওপরে একটি কল দু'বছর হল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও লাইটের বিল মিটিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁদেরকে, বললেন আশিসকুমার গুপ্তা। গম দেওয়া হবে খবরটা শুনেই তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত আলো ফুটে উঠল। বললেন, 'আমার বোঝাটা অনেক হালকা হল। আবার আমাদের মিলগুলো চলবে। একটু ঘুরে দাঁড়াতে পারব হয়তো। নইলে মিল বন্ধ রাখা সত্ত্বেও ৩৮০০-৩৯০০ টাকা কারেন্টের বিল দিতে হয়।'

র‍্যাশনে গম দেওয়ার খবরে শুধু যে গমের মিলের মালিকদের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে তা নয়, খুশি হয়েছেন উপভোক্তারাও। তাঁদেরই একজন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মেনকা দাস বললেন,'এতদিন র‍্যাশনে যে ধরনের আটা দিত সেগুলো মোটেও ভালো ছিল না কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই, তাই নিতে হত। এখন থেকে আবার আগের মতো গম পেলে ভালোই হবে। চোখের সামনে তা ভাঙিয়ে ভেজালমুক্ত আটা খেতে পারব।

কোচবিহার শহরে গ্যারাজ ও যন্ত্রাংশ বিক্রির দোকানে পুলিশের অভিযান। বৃহস্পতিবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করতে অভিযানে পুলিশ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৪ মে : সরকার বদলের পরে ট্রাফিক আইন নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। কোনও অবস্থায় হেলমেট না পরে বাইক বা স্কুটারে সওয়ার হওয়া যাবে না। স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে নতুন সরকার। এরপরই জেলাজুড়ে অভিযানে নেমেছে পুলিশ। তবে এবার আর শুধু রাস্তা নয়, একেবারে গ্যারাজ ও যন্ত্রাংশ বিক্রির দোকানে হানা দিল পুলিশ। মোটরবাইকে অবৈধ এলইডি আলো, এয়ার হর্ন, মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো বেআইনি। দোকানগুলিতে এই ধরনের কোনও যন্ত্রাংশ বিক্রি হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখেন ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা।

এদিন এনএন রোডের ধারে বেশকিছু দোকানে যান তাঁরা। কোচবিহার সদরের ট্রাফিক ওসি সুরেশ দাস জানান, এ ধরনের অবৈধ সামগ্রী বিক্রি বা মোটরবাইকে ফিটিং করে দেওয়া বেআইনি। মোটরবাইক মালিকদের পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা যেতে পারে। সেবিষয়ে সচেতনতার জন্যই এদিন গ্যারাজ ও যন্ত্রাংশের দোকানে অভিযান চালানো হল।

জেলার ট্রাফিক পুলিশের দেওয়া তথ্য বলছে, হেলমেট না পরে বেপরোয়া গতিতে দু'চাকার গাড়ি চালানোর দায়ে গত এক সপ্তাহে মোট ২,৫৬১ জন আরোহীকে জরিমানা করা হয়েছে। ডিএসপি (ট্রাফিক) অঙ্কুর সিংহ রায় বলেন, 'প্রতিদিনই আমাদের অভিযান চলছে। তবে সরকারি নির্দেশিকা হাতে পাওয়ার পরে আমরা এ বিষয়ে আরও জোর দিয়েছি। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত জেলার মোট ১৯ জায়গায় প্রতিদিন চেকিং চলছে।'

- হেলমেট না পরে বাইক চালানোর দায়ে গত এক সপ্তাহে মোট ২,৫৬১ জন আরোহীকে জরিমানা
- গুঞ্জবাড়ি মোড়, সিলভার জুবিলি রোড, বিশ্বসিংহ রোড, খাগড়াবাড়ি মোড়, বাঁধের রাস্তা সহ বিভিন্ন এলাকায় আইন ভাঙার এই প্রবণতা চোখে পড়েছে

সাগরদিঘির পাড়ে আড্ডা মারছিলেন কয়েকজন। হঠাৎ বছর কুড়ির এক তরুণ দ্রুতগতিতে, বিকট শব্দে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। যাটোর্ধ্ব উত্তম দাসের কথায়, 'একে মাথায় হেলমেট নেই। তার ওপর এমন দ্রুতগতিতে বাইক ছোটাচ্ছেন! চালকের পাশাপাশি পথচলতি মানুষও তো দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন। পুলিশি নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন।'

শহরের গুঞ্জবাড়ি মোড় থেকে সিলভার জুবিলি রোড, রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রোড, বিশ্বসিংহ রোড, খাগড়াবাড়ি মোড়, বাঁধের রাস্তা সহ বিভিন্ন এলাকায় আইন ভাঙার এই প্রবণতা চোখে পড়েছে। বিশেষত সন্ধ্যার পর দাপট বাড়ছে বলে অভিযোগ। শহরতলির বাসিন্দা অনির্বাণ সেন বললেন, 'সন্ধ্যার পর থেকে রাস্তায় পুলিশি নজরদারি কমে যায়। তখনই বাইক আরোহীদের দাপট বাড়ে। বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা দরকার।' যদিও বাইক আরোহী সুজয় দাসের বক্তব্য, 'নিজের সুরক্ষা নিজের হাতে। আমি মনে করি, সাবধান থাকতে সবসময় হেলমেট পরেই বাইক চালানো উচিত। পরিবারেও তো অনেকে আছেন।'

SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 2026 (CBSE CLASS 12) TOPPERS

DELHI PUBLIC SCHOOL FULBARI

The Management, Principal & Staff Congratulate the Toppers & All 45 Students Who have Scored 85% & Above

97.4% HUMANITIES TOPPER

AHANJIT PAUL

96.8% SCIENCE TOPPER

SANCHARI MOITRA

96.6% COMMERCE TOPPER

LOKESH AGARWAL

95% & ABOVE - 11
90% TO 94.9 - 17
75% TO 89.9% - 85 | 60% TO 74.9% - 96

HUMANITIES HIGH ACHIEVERS

KARMA DOMA SHERPA 96.6%

MADHUPARNA SEN 96.2%

DEBADRITA DAS 96.2%

DISHA LAHIRI 95.6%

SHREYA ROY 95.2%

PRAPTI SIKDER 95.2%

SHARODA ROY 94.6%

RACHAYITA BARMAN 94.2%

SRISHTI DEY 93.4%

SHANMATUR ROY 93%

SONAKSHI DUTTA 91.8%
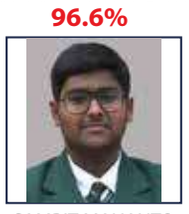
SAMBIT MAHANTO 91.6%

KASISH SHARMA 91.4%

SHRETA GHOSH 89.2%

AMREEN TAJ 88.8%

SAPTAK TEWARY 88.6%

SNEHA MANDAL 86.8%

AMAN TIWARI 86.2%

SEU MEI LEE 85.6%

Congratulations To All Achievers

COMMERCE HIGH ACHIEVERS

UJJWAL KUMAR 96%

KRISHAN AGARWAL 95.8%

MOULIKA KARMAKAR 90%

KETAN AGARWAL 90%

ANIK ROY 90%

NANDINI MUKHERJEE 87%

NEHARITA SAHA 86.2%

KASHTI SINGHANIA 86.2%

AISHWARYA SAHA 85.8%

SCIENCE HIGH ACHIEVERS

SUBHAJIT BOSE 92.6%

ADRIJA PAUL 91.8%

NISHA ORAON 91.8%

ALISHA GUPTA 91.6%

ARMAAN HOSSAIN 91%

SKSHAM JHA 90%

ARKAJIT SAHA 90%

PANAV AGARWAL 88.6%

PEMA D. GURUNG 87%

APARAJITA P. ROY 86.6%

MADHURITU GUHA 86.6%

VIHAN NEWPANEY 86.6%

RECHAL N. BHUTIA 85.8%

AADITY PRASAD 85.2%

www.dpsfulbarisiliguri.com 9734725745 8695609514

পৃথিবীর পাঠশালা

চিনের প্রাচীন লোহার পাইপ

চিনের কিংহাই প্রদেশে মাটির নীচে একটি পিরামিডের মতো কাঠামোর ভেতর প্রাচীন বেশ কিছু লোহার পাইপ পাওয়া গিয়েছে। এই পাইপগুলো একটি লবণাক্ত হ্রদের দিকে চলে গিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই পাইপগুলো এমন এক সময়ে তৈরি যখন ওই অঞ্চলে কোনও আধুনিক সভ্যতার অস্তিত্বই ছিল না। কার্বন ডেটিং করে দেখা গিয়েছে এগুলো হাজার হাজার বছরের পুরোনো। অনেকেই মনে করেন, এগুলো কোনও ভিনগ্রহী সভ্যতার তৈরি জলের পাম্প। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা, এগুলো আসলে গাছের জীবাশ্ম যা খনিজ পদার্থের বিক্রিয়ায় লোহার পাইপের মতো আকার নিয়েছে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত রূপ আজও মানুষকে অবাক করে।

ফিনল্যান্ডের ভাসমান বিশাল পাথর

মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফিনল্যান্ডের জঙ্গলে একটি বিশাল পাথর অন্য একটি গোলাকার পাথরের ওপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন এই বুঝি পড়ে যাবে। এর নাম কুম্মাকিভি, যার অর্থ অদ্ভুত পাথর। দেখে মনে হবে কেউ হাত দিয়ে একটু ধাক্কা দিলেই এটি গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ বা ঝড় এই পাথরটিকে একটুও নড়াতে পারেনি। লোককথা অনুযায়ী, প্রাচীনকালের কোনও দৈত্য এই পাথরটিকে ওইভাবে সাজিয়ে রেখেছিল। তবে বিজ্ঞানীদের মতে, হাজার হাজার বছর আগে হিমবাহ সরে যাওয়ার সময় এই বিশাল পাথরটি অন্যটির ওপর এমন নিখুঁত ভারসাম্য নিয়ে আটকে যায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শব্দ

ইংরেজিতে সবচেয়ে বড় শব্দ কী? সাধারণ অভিধানে হয়তো কয়েক ডজন অক্ষরের শব্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিভাষায় টিটিন নামের একটি প্রোটিনের রাসায়নিক নাম হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় শব্দ। এই শব্দটিতে প্রায় এক লক্ষ উননব্বই হাজার আটশো উনিশটি অক্ষর রয়েছে। এটি এতই বড় যে, একজন মানুষের এই শব্দটি টানা উচ্চারণ করে শেষ করতে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা সুবিধার্থে এর ছোট নাম দিয়েছেন টিটিন। ভাষাবিদদের কাছে এটি কোনও সাধারণ শব্দ নয়, বরং এক দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্যের পরীক্ষা।

পৃথিবীর আসল উচ্চতম চূড়া

সবাই জানে মাউন্ট এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। কিন্তু আপনি যদি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উচ্চতা মাপেন, তবে এভারেস্ট নয়, ইকুয়েডরের মাউন্ট চিম্বোরাজো হল মহাকাশের সবচেয়ে কাছের বিন্দু। পৃথিবী পুরোপুরি গোলাকার নয়, নিরক্ষরেখার কাছে এটি সামান্য ফোলা। চিম্বোরাজো নিরক্ষরেখার খুব কাছে থাকায়, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব এভারেস্টের চেয়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার বেশি। তাই পাহাড়ের তলদেশ থেকে মাপলে এভারেস্ট জিতলেও, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে মাপলে চিম্বোরাজোই হল আমাদের গ্রহের আসল উচ্চতম চূড়া।

ছেড়ে গেল শেষ বিমান

প্রথম পাতার পর

উড়ান বন্ধ করার কারণ কী, এব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়াই বা কী, সেসব জানতে উড়ান সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সংস্থার কোনও আধিকারিক ফোন না ধরায় তাঁদের কারও মন্তব্য পাওয়া পাওয়া যায়নি। তাই সময়ের আগে তারা কেন পরিষেবা বন্ধ করে দিল, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট কারণও জানা যায়নি। একবার চালু-একবার বন্ধ, বিমান পরিষেবা নিয়ে এই ছেলেখেলায় কোচবিহারবাসীর মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। রাজ আমল থেকে চালু হওয়া এই বিমান পরিষেবা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের এই দড়ি টানাটানিতে সবচেয়ে সমস্যায় তো পড়েছেন তাঁরাই। তবে এবার যেহেতু ডাবল ইঞ্জিন সরকার, তাই বিমান পরিষেবা আবার নতুন করে ও স্থায়ীভাবে চালু হতে পারে, এই আশায় রয়েছে কোচবিহার। শহরের বস্ত্র ব্যবসায়ী নীহারেন্দু দাস বলেন, 'এখানে বিমান পরিষেবা চালু হলে আমাদের পক্ষে কম সময়ে কলকাতা যাতায়াত করতে খুবই সুবিধা হয়। নতুন সরকারের কাছে তাই বিমান চালানোর দাবি রাখছি।' একইরকমভাবে বিমান পরিষেবা যেন সচল থাকে, সেই দাবি করেছেন কলকাতানিবাসী নীলাঞ্জনা সরকারও। তিনি বলেন, 'এই পরিষেবা বন্ধ হওয়া কখনোই কাম্য নয়।' এবিষয়ে জানতে চাইলে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু বলেন, 'কোচবিহারে বিমান পরিষেবা অনেক প্রাচীন। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেন্দ্রকে জানাতে হবে এবং তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করতে হয় অবশ্যই করব।'

উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম বিধানসভায় স্পিকারের দায়িত্ব পেলেন রথীন্দ্রনাথ বসু, উত্তরবঙ্গের অনেকের মুখেই ঘুরেফিরে আসছে পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়ের কথা। স্বাধীনতা সংগ্রামী পীযূষ এর আগে উত্তরবঙ্গ থেকে প্রথম বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার হয়েছিলেন।

আরএসএস প্রচারক থেকে অধ্যক্ষ

শিবশংকর সূত্রধর ও রণজিৎ ঘোষ

কোচবিহার ও শিলিগুড়ি, ১৪ মে : সাতের দশক থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সঙ্গে যুক্ত থাকা রথীন্দ্রনাথ বসুর উপরেই বড় দায়িত্ব দিল বিজেপি। একটানা আরএসএসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকার পর ২০১২ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন রথীন্দ্রনাথ। বিজেপির জেলা সভাপতি, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য সহ সভাপতি, উত্তরবঙ্গের কনভেনার সহ নানা দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। প্রথমবার বিধায়ক হয়েই এবার বিধানসভার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পেলেন কোচবিহার দক্ষিণের এই বিধায়ক। এই দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণ যে অন্যতম তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেও।

পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট রথীন্দ্রনাথ বসু ১৯৭৬ সাল থেকে আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত। সাংগঠনিক হিসেবে তিনি 'তৃতীয় বর্ষ শিক্ষা' সম্পন্ন করেছেন। রাজ্যজুড়েই সংঘের প্রচারে কয়েক দশক ধরে কাজ করছেন। ২০১২ সালে বিজেপির হাত ধরে সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ। প্রথমেই তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য হন। এরপর ২০১৪ সালে শিলিগুড়িতে জেলা সভাপতির দায়িত্ব পান। এরপর পর্যায়ক্রমে দলের রাজ্য সম্পাদক, উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য সহ সভাপতি, শিলিগুড়ি বিভাগ আহ্বায়ক হন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ এই রথীন্দ্রনাথ বসুর উপরেই এবার কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে লড়াইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৩ হাজারেরও

রথীন্দ্রনাথ বসু

বেশি ভোটে তিনি তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিককে পরাজিত করেন। আরএসএস-এর অন্যতম সংগঠক হওয়ায় রথীন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব পেতে পারেন বলে কোচবিহারের রাজনীতিতে জল্পনা চলছিল। তবে সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কার্যত আরও বড় দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে।

কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছ গ্রামে জন্ম রথীন্দ্রনাথের। রামভোলা হাইস্কুল, ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর উচ্চশিক্ষার জন্য শিলিগুড়িতে আসা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর (এমকম) হওয়ার পরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়াশোনা করেন রথীন্দ্রনাথ। শিলিগুড়ির প্রথম তিন-চারজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর মধ্যে তিনি একজন। শহরের বলাই দাস চ্যাটার্জি রোডে মাধব ভবনের ঠিক উলটো দিকেই বাড়ি তৈরি করেছেন রথীন্দ্রনাথ।

এরই মধ্যে ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে প্রার্থী করেছিল। যদিও সেবার এই আসনে বিজেপি তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' কর্মসূচির বেশ কিছু এপিসোড নিয়ে সেগুলির বাংলা অনুবাদ করে বই লিখেছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কলকাতায় যে বইয়ের উদ্বোধন হয় এবং এটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীও রথীন্দ্রনাথকে বাহবা দিয়েছিলেন।

বিজেপির জেলা প্রধান মুখপাত্র বাপি পাল বলেন, 'রথীন্দ্রনাথ বসুর আমলে আমি জেলার যুব সভাপতি ছিলাম। উনি ভীষণ ভালো মনের মানুষ। উনি বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। আমরা শিলিগুড়িবাসী হিসাবে গর্বিত।'

তিনি অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী হওয়ায় দলমতনির্বিশেষে কোচবিহারে খুশির হাওয়া দেখা গিয়েছে। দেবীবাড়ি এলাকায় তাঁর বাড়িতে বৃদ্ধা মা ছায়া বসু রয়েছেন। বৃহস্পতিবার ছেলের সাফল্যের খবর শোনার পর তার মুখেও চওড়া হাসি। ছায়াদেবী বলছিলেন, 'ও ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনায় খুব ভালো। আমার এখন খুব আনন্দ হচ্ছে। ও চিতল মাছ খেতে খুব ভালোবাসে। বাড়ি ফিরলে চিতল মাছ রেঁধে খাওয়াব।' রথীন্দ্রনাথের নির্বাচনি লড়াইয়ে সেনাপতির মতো পাশে থেকে লড়াই করেছেন তাঁর ভাই তথা কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি বিরাজ বসু। দাদার সাফল্যের পর তিনি বলেছেন, 'ভাই হিসেবে আমি যেমন গর্বিত তেমনই উত্তরবঙ্গবাসী হিসেবেও গর্ব হচ্ছে। এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে বিজেপি কাউকে অধ্যক্ষ হওয়ার সুযোগ দিল। বিজেপির আমলে উত্তরবঙ্গ আর বঞ্চিত হবে না।'

উসকে দিল পীযূষের স্মৃতি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ মে : কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসুকে বিধানসভার স্পিকার পদে আসীন করল রাজ্যের নতুন বিজেপির সরকার। উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম বিধানসভায় কেউ স্পিকারের দায়িত্ব পেতে চলেছেন। রথীন্দ্রর নাম ঘোষণা হতেই দলমতনির্বিশেষে অনেকেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর সেইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার তথা উত্তরবঙ্গের অনেকের মুখেই ঘুরেফিরে আসছে পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়ের কথা। স্বাধীনতা সংগ্রামী পীযূষ আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গ থেকে প্রথম বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার এবং একমাত্রও।

বৃহস্পতিবার স্পিকার হিসাবে রথীন্দ্রর নাম আসতেই পীযূষের নামও ঘুরেফিরে উঠে এল। ১৯৭১ সালের ৩ মে থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত তিনি ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। এরপর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ায় বিধানসভা খারিজ হয়ে যায়। পীযূষ ডেপুটি স্পিকার থাকাকালীন অপূর্বলাল মজুমদার ছিলেন স্পিকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন অজয় মুখোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা পীযূষকে নিয়ে তাঁর পরিবারের স্মৃতিও কম নয়। এদিন তাঁর ভাইপো কল্যাণউদয় মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামী কাকা কংগ্রেসি রাজনীতিতে চিরকাল ছিলেন। বিধায়ক হওয়ার পর থেকেই বিধানচন্দ্র রায়ের স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। তাঁর বিধায়ক থেকে ডেপুটি স্পিকার হওয়া আমাদের কাছে গর্বের বিষয় ছিল।'

আরেক ভাইপো দেবকুমার মুখোপাধ্যায় জানান, সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে তিনি বাড়ি

পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়।

ফিরেছিলেন ডেপুটি স্পিকার হওয়ার পর। বাড়ির সামনে কংগ্রেস কর্মীরা ভিড় করেছিলেন। দেবকুমারের কথায়, 'দিনটি এখনও মনে পড়ে। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি আর কালো জুতো পরা, বাড়িতে ঢোকার সময় তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন।' স্বাধীনতার পর ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে তিনবার আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক নির্বাচিত হন পীযূষ। এরপর ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১-এ তিনি কুমারগ্রাম থেকেও ভোটে জিতেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে। স্বাধীনতার পর বিধায়ক হিসেবে আলিপুরদুয়ারের রূপরেখা তৈরি করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

যদিও ডেপুটি স্পিকার হিসাবে খুব কম সময় হাতে পান পীযূষ। পদে থাকাকালীন ডাঙ্গিতে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের ক্যাম্প কয়েকবার পরিদর্শন করেন। ওই সময় রাজ্যে সব থেকে বড় ক্যাম্প চলেছিল নদিয়া জেলার তাহেরপুরে। দ্বিতীয় বড় ক্যাম্প ছিল আলিপুরদুয়ারের ডাঙ্গিতে।

> চেল নদীতে বন্য পরিস্থিতি দেখে নাকি বিধানসভায় নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন পীযূষ।
>
> **-পরিমল দে**
> পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক

পীযূষের সেই সময়কার আপ্তসহায়ক পরিমল দে এদিন বললেন, 'ডেপুটি স্পিকার থাকার সময় তিনবার তিনি ডাঙ্গির শিবিরে আসেন। আবার আমরা মালবাজারে বামনডাঙ্গায় চেল নদীতে বন্যা পরিস্থিতি দেখতেও এসেছিলাম। হাতির পিঠে উঠে এলাকা পরিদর্শন হয়েছিল। বন্য পরিস্থিতি দেখে নাকি বিধানসভায় নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন পীযূষ। তবে কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।' ডেপুটি স্পিকার থাকালীন রাজভবনে তাঁর থাকার জায়গাও নাকি করা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে মৃত্যুর সময় পীযূষ আলিপুরদুয়ার শহরে ছিলেন। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে সোনাপুরে তাঁর নামে একটি কলেজও তৈরি হয়েছে।

চিতাবাঘের হানায় জখম

প্রথম পাতার পর

দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি যে আমাদের বাড়ির সামনে চিতাবাঘ বের হবে!'

এদিকে পানিশালায় তাণ্ডব চালিয়ে চিতাবাঘটি যখন জিরানপুরের দিকে এগিয়ে যায়, তখন গ্রামের মানুষের ভিড় ভেঙে শোরগোল শুরু হয়। চাষের জমি ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চিতাবাঘটিকে এক ঝলক দেখে অনেকেই ভয়ার্ত গলায় বলে উঠেছিলেন, 'তুমি যে এখানে তা কে জানত!' জিরানপুরের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক ধর্মেন্দ্র বর্মন নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, 'যখন শুনলাম চিতাবাঘ বেরিয়েছে। তখন তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না। পরে নিজের চোখেই দেখলাম। বন দপ্তর সেটিকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কীভাবে এখানে চিতাবাঘ এল তা ভেবেই এখন রাতের ঘুম উড়েছে।' এলাকায় আগে কোনওদিন এমন ঘটনা না ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ও উন্মত্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অকুস্থলে পৌঁছায় কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। একইসঙ্গে খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের পাতলাখাওয়া ও জলদাপাড়া রেঞ্জকে।

বনকর্মীরা চিতাবাঘটিকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়েন বনকর্মীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে সেটি। বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পানিশালা থেকেই আহতদের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কীভাবে চিতাবাঘটি লোকালয়ে চলে এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' বন দপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান অথবা পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল থেকে তোর্ষা নদীর চর ধরে এই পানিশালায় চলে এসেছে। কোচবিহারে এর আগেও একাধিকবার চিতাবাঘের ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এর আগে ২০২২ সালের ২৭ জানুয়ারি সকালে কোচবিহার শহরের কলাবাগান এলাকায় হঠাৎই একটি চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। সেবারও ব্যাপক কাঠখড় পুড়িয়ে বন দপ্তর সেটিকে জালবন্দি করে উদ্ধার করেছিল। উত্তরবঙ্গের নদীপথগুলি যে বন্যপ্রাণের করিডর হয়ে উঠছে তা মানছেন পরিবেশবিদরাও। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন 'ন্যাস' গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহের কথায়, 'জলদাপাড়া বা পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল থেকে তোর্ষা দিয়েই পানিশালায় পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

শাপমুক্তি

প্রথম পাতার পর

বিজেপি উত্তরবঙ্গকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে তা পরে দেখা যাবে।' জলপাইগুড়ির বাসিন্দা তথা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় প্রবীণ নেতা দেবপ্রসাদ রায়ের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গবাসী হিসেবে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের খবর। উত্তরবঙ্গের কণ্ঠস্বর যত শক্ত হবে, তত মঙ্গল।' কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান অনন্ত রায়ের ভাষায়, 'রথীন্দ্রনাথ বসু মানুষ হিসেবে ভালো ও শিক্ষিত জানি। কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি যোগ্যতার প্রমাণ রাখবেন, আশা করব।' নির্বাচনে রথীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী খোকন মিয়াঁ বলেন, 'রথীন্দ্রনাথ বসু উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের গর্ব।'

রথীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'আগের অধ্যক্ষ কী করেছেন সেটা আমার কাছে বিবেচ্য নয়। মানুষ তাঁদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।'

'বঞ্চনা' শব্দটি এতদিন উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সমার্থক হয়ে ছিল। কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও পরবর্তীতে তৃণমূল আমলে উত্তরবঙ্গ থেকে একাধিক মন্ত্রী থাকলেও তাঁদের দপ্তরগুলির গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম থাকত বলে অভিযোগ ছিল। আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বঞ্চনার অভিযোগ উঠেছে বারবার। এই বঞ্চনার প্রচার ছিল বিজেপির অন্যতম হাতিয়ার। এখনও প্রমাণ করার সময় এসেছে যে, বিজেপি উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার তকমা ঘোচাবে।

কোর্টে মমতা

প্রথম পাতার পর

সওয়াল করার সময় তিনি জানান, ১৯৮৫-তে বার কাউন্সিলে তাঁর নথিভুক্তি হয়েছিল। তারপর নিয়মিত তিনি ওই নথিভুক্তির পুনর্নবীকরণ করেছেন। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভের পর তৃণমূল নেত্রী অবশ্য দাবি করেন, 'ওরা আমাকে মেরেছে।'

তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী ঘটনাটির নিন্দা করেন বলেন, 'যাঁরা এতদিন গণতন্ত্রের বুলি আওড়াতেন, তাঁরা এখন কী বলবেন! রাজ্যের তিনবারের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী আদালতে গিয়েছিলেন। সেখানে এই ঘটনায় বোঝাই যাচ্ছে, বিজেপি কী ধরনের গণতন্ত্রের চাষ করছে বাংলায়।' তৃণমূলের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'হাইকোর্টে আমাদের নিরাপত্তার যদি এই হাল হয়, তাহলে সারা রাজ্যে কী হচ্ছে!'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি অবশ্য বলেছেন, 'এধরনের ঘটনা যাতে না হয়। আমরা সুস্থ, স্বাভাবিক সমাজ চাই। এই সংস্কৃতি থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বের করে নিয়ে যেতে চাই।' সারাদিনের এই ডামাডোলের মধ্যে তৃণমূল নেত্রীর স্বস্তি অবশ্য আদালতের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশে।

হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে মমতা বলেছিলেন, তাঁর দলের কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। এরকম ২০০০ ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূলের ১৬০টি কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে, আগুন লাগানো হয়েছে। অনেকে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে যেতে পারছেন না। প্রধান বিচারপতির কাছে তিনি আর্জি জানিয়েছিলেন, 'রাজ্যের মানুষকে বাঁচান প্লিজ।' তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের ওই সিদ্ধান্ত।

চন্দ্রচূড়ে মুখরক্ষা উত্তরের

প্রথম পাতার পর

কল করে শুভেচ্ছা জানান। এবারই প্রথম মার্কশিটে পরীক্ষার্থীর ছবির পাশাপাশি কিউআর কোড ও পার্সেন্টাইল থাকছে। কোনও পরীক্ষার্থী ফল সন্তোষজনক না মনে করলে রেজাল্ট সারেন্ডার করে আগামী বছর ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে বলে সংসদ জানিয়েছে।

এদিকে, চন্দ্রচূড়ের সাফল্যে কোচবিহার খুব খুশি। উত্তরবঙ্গও। কোচবিহার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রেলগুমটি এলাকার এই কৃতী পড়ুয়া হৃদরোগ বা ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে চায়। জেলা শাসক হওয়াও লক্ষ্যে রয়েছে। বাবা সুশান্ত সেন ও মা মৌসুমি সেন এদিন বাড়িতে হাজির সবাইকে অ্যাপায়ন করতে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকা, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ, গানে চন্দ্রচূড় দারুণ দক্ষ। সিনেমা দেখা, গান শোনা, দাবা ও ক্রিকেট খেলতে এবং দেখতেও সে খুব ভালোবাসে। অভাবের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে লড়ে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ একতিয়াশালের বাসিন্দা শ্রেয়সী পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছে। পরিবারে আর্থিক প্রতিকূলতা এতটাই যে মাঝেমধ্যেই ঋণ করতে হয়। বাবা জীবনকুমার শীল বাড়ির সামনে ছোট মুদির দোকান চালান। মা শান্তা শীল একটি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ান। সিভিল সার্ভিস লক্ষ্য শ্রেয়সীর। আপাতত নতুন কেনা গিটারে সে কিছুটা সময় দিতে চায়। তাকে অভিনন্দন জানাতে এদিন বাড়িতে মানুষের ঢল নামে।

মালদা শহরের ঝলঝলিয়ার দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা অরিত্রর বাবা তুষারকান্তি সাহা পেশায় গ্রামীণ ব্যাংককর্মী। মা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। ভবিষ্যতে অরিত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৫৮৮৮ নম্বর র‌্যাংক করেছে। এবার জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে তিরুবনন্তপুরমে পড়াশোনা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবসর সময়ে ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালোবাসে। কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের ভগবানপুর এলাহিটোলার বাসিন্দা মহম্মদ শাহাবুদ্দিন আলিও অভাবের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে। বাবা সইফুদ্দিন আহমেদ একজন প্রান্তিক কৃষক, মা শিউলি খাতুন গৃহবধূ। এবারের নিট বাতিল হওয়ায় এই পড়ুয়া মর্মাহত। তবে আগামীদিনে সে এই পরীক্ষায় পাশ করে চিকিৎসক হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। খেলাধুলো ও গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে।

যে হাতে ক্ষমতা, সেই হাতে বন্দি

প্রথম পাতার পর

এবং যখনই এই লোকটির খারাপ সময় আসবে, তাঁকে গণপ্রত্যাখ্যান করে দূরে বসে মজা দেখা। তখন আবার ওই প্রশংসাকারীরাই নিন্দার ডালি নিয়ে বসবেন প্রকাশ্য রাস্তায়। ভুলে যাবেন তাঁরা কী বলতেন এতদিন। ভুলে যাবেন ওই লোকটি তাঁর কী কী উপকার করেছেন।

টালিগঞ্জের সিনেমাপাড়া, ময়দানের খেলাপাড়া, অ্যাকাডেমি এলাকার নাটক মঞ্চ, সর্বত্র দেখবেন একই দৃশ্য। সাহিত্যিক, অভিনেতা সবাই জনতার মতো হয়ে উঠবেন। আগ বাড়িয়ে নিন্দা শুরু করবেন প্রতিপক্ষের চোখে পড়ার জন্য। এতদিন যাঁর ক্ষীর খেয়েছেন, দিব্যি ভুলে বলে দিতে পারেন উনি তো আমাকে জোর করে করলার রস খাওয়াচ্ছিলেন।

অতীতে বাঙালির সঙ্গে অন্য রাজ্যের লোকেদের মনোভাবের ফারাক ছিল। এখন আর নেই। এখন সবার হাতে ফেসবুক। সবাই সাংবাদিক, সবাই বিশেষজ্ঞ হতে চান। তার জন্য না হয় নিজেরা ডিগবাজি খেয়ে নিলাম হঠাৎ। তাতে কী এসে গেল। ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে অটোরিকশার ড্রাইভাররা গাড়িতে পদ্মের পতাকা লাগিয়ে এদিক-ওদিক ছুটেছেন। ওই অজানা মুখগুলোর সঙ্গে গায়ক, অভিনেতা, প্লেয়ার, নেতাদের কোনও ফারাক নেই।

ক্ষমতার কাছে মাছির মতো ভনভন করা এটা বাঙালির সাম্প্রতিকতম রোগ। আদর্শকে মারো গুলি। কাল ওই আদর্শ ছিল, আজ অন্য আদর্শ। দুটোর মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। আপনার হাতে প্রচুর ক্ষমতা। তখন দেখবেন লোকে আপনার কী প্রশংসা করছে। যেই তারা বুঝে গেল আপনার হাতে আর কোনও ক্ষমতা নেই, আপনার প্রতি তাদের মনোভাবই পালটে যাবে। স্যর থেকে তুইতোকারিতে নেমে যাবে রাতারাতি।

আমাদের সমাজের একদল লোককে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা মাছির ডানা লাগিয়ে 'ক্ষমতা'র বিশাল হাতের চারদিকে ভনভন করছে। তাদের লোভাতুর দৃষ্টি শুধু সুবিধার ওপর। যে হাত ক্ষমতার লোভ দেখায়, বাঙালির বিবেক আজ সেই হাতেই বন্দি।

এই ঘিঞ্জি, বিশৃঙ্খল বাজারের নাম দেওয়া যেতে পারে 'সুবিধা বাজার' বা 'সুবিধেগঞ্জ'। এখানে আদর্শ, বিবেক বা পুরোনো সম্পর্কের কোনও মূল্য নেই। এই ভিড়ের নীচে চাপা পড়ে আছে কিছু ছোট ছোট প্রতীকী মূর্তি : 'আদর্শ', 'বিবেক', 'পুরানো কৃতজ্ঞতা'। সবার চোখে শুধু লোভ, সবাই আঁকড়ে ধরতে চায় সেই সুবিধাবাদী হাত।

বৃহস্পতিবারই শুনলাম, কলকাতা মেডিকেল কলেজের ৭২ জন ডাক্তার একসঙ্গে আরএসএস দপ্তরে গিয়ে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। সিপিএমের আমলে এঁরা ছিলেন তাঁদের লোক। তৃণমূল আমলে তৃণমূলের। এখন আর জার্সি পালটাতে সময় নেননি।

এই সামাজিক অবক্ষয়ের দ্রুত গতির পেছনে কারণ কী? দর্শনের এক অধ্যাপক জোর দিলেন বস্তুবাদী প্রতিযোগিতার ওপর। তাঁর ব্যাখ্যা পরিষ্কার। মানুষের মধ্যে সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি মোহ অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। আধুনিক জীবনযাপনের জন্য সম্পদ অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নৈতিকতা বা কৃতজ্ঞতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

এখানে সামাজিক গণমাধ্যমের প্রভাবও কম নয়। সোশ্যাল মিডিয়া তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা এবং প্রদর্শনের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। মানুষ সারাক্ষণ নিজেকে অন্যের চেয়ে বেশি সফল বা সুবিধাজনক অবস্থানে দেখাতে ব্যস্ত। এই অসম প্রতিযোগিতা সুবিধাবাদকে আরও উসকে দিয়েছে।

ক্ষমতার রাজনীতির প্রভাবও এই অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। সমাজে যখন ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সুবিধাবাদকে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে দেখা হয়, তখন সাধারণ মানুষও সেই পথেই হাঁটার অনুপ্রেরণা পায়।

বাঙালি সমাজ আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিবেক হারিয়ে যাওয়াটা এখন একটা 'ট্রেন্ড'-এ পরিণত। আমরা আজ এতটাই সুবিধাবাদী যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার চেয়ে সুযোগ নেওয়াটা বেশি পছন্দ করি। আমরা ভুলে গেছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা আদর্শ এবং মূল্যবোধের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কিন্তু আজ আমরা স্রেফ কিছু সুযোগের জন্য নিজেদের সত্তা বিক্রি করে দিচ্ছি। এই দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন আমাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। যদি আমরা এখনই সচেতন না হই, তবে অচিরেই আমাদের পরিচয় এবং ঐতিহ্য পুরোপুরি হারিয়ে যাবে।

এই সামাজিক অবক্ষয়ের উৎসব চূড়ান্ত আত্মঘাতী পথে নিয়ে যাচ্ছে বাঙালিকে। আমরা যখন ক্ষমতার চারপাশে ভনভন করি, তখন স্রেফ কিছু সুবিধাই পাই না, বরং আমাদের মনুষ্যত্ব, মর্যাদা হারিয়ে ফেলি। বিবেক এবং নৈতিকতা হল মানুষের মূল ভিত্তি, যা আজ আমাদের সমাজে ধসে পড়েছে। এই দ্রুত পরিবর্তনের পেছনে লুকিয়ে আমাদের নিজেদের লোভ এবং স্বার্থপরতা। যদি আমরা এই পথ থেকে ফিরে না আসি, তবে ভবিষ্যতে আমরা এমন এক সমাজ তৈরি করব, যেখানে কেবল সুবিধাবাদ এবং ক্ষমতারই জয়গান হবে। আর আদর্শ ও বিবেক থাকবে অন্ধকারে ঢাকা।

মাছির ডানায় ভনভন করে কিছু সুযোগ পাওয়া হয়তো আনন্দের হতে পারে। কিন্তু সেই আনন্দে আমরা বাঙালিরা উপড়ে ফেলছি নিজেদের অস্তিত্বের ভিত্তিকেই।

সংকটের আভাস

প্রথম পাতার পর

জ্বালানি আরও সাশ্রয়ে ওই চারটি গাড়ির দুটি হবে ইলেক্ট্রিক ভেহিকল।

কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি বৃহস্পতিবারই কনভয় না নিয়ে বাসে চেপে একটি রাস্তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুও মাত্র চারটি গাড়ির কনভয় নিয়ে চলাফেরা করছেন। একইপথে চলেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। গুজরাটের রাজ্যপাল প্রথমে ট্রেনে, পরে সাইকেল চালিয়ে একটি অনুষ্ঠানে যান।

তবে দিল্লির এই 'মডেল' এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রে। মনে করা হচ্ছে, দিল্লির এই সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক পদক্ষেপ মনে হলেও নেপথ্যে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, জ্বালানিসংকট কি এতটাই গভীর যে, সরকারকে অফিস বন্ধের পথে হাঁটতে হচ্ছে? এই সিদ্ধান্তকে 'ওয়ার্নিং সিগন্যাল' বলেও ভাবা হচ্ছে।

অন্যান্য রাজ্যেও 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' শুরু হলে বেসরকারি ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে, যা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক গতি মন্থর করে দিতে পারে। এসব ঘটনায় স্পষ্ট, পশ্চিম এশিয়ার আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘের আঁচ সরাসরি পড়তে শুরু করেছে ভারতে। পেট্রোল পাম্পগুলি মাঝে মাঝে র‌্যাশনিং চালু করছে। বেশকিছু বিজেপি শাসিত রাজ্যে মন্ত্রীরা বুধবার বাস-ট্রাম-মেট্রো-ট্রেনে অফিসে যাতায়াত করেছেন।

দিল্লি সরকার শুধু ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা জ্বালানি সাশ্রয় নয়, আগামী ছয় মাস নতুন পেট্রোল বা ডিজেলচালিত গাড়ি না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অফিসে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তাপমাত্রা ২৪ থেকে ২৬ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ খরচেও চলবে কড়া নজরদারি। আগামী এক বছর সরকারি কর্তাদের বিদেশযাত্রায় জারি হয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছিলেন, 'দেশপ্রেম মানে শুধু সীমান্তে জীবন উৎসর্গ নয়। দৈনন্দিন জীবনে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করাও দেশপ্রেম।' সেই সুরে জ্বালানি সাশ্রয়ের এই কর্মসূচিকে দিল্লি সরকার 'মেরা ভারত মেরা অবদান' মোড়কে প্রচার করছে। সাধারণ মানুষকেও সপ্তাহে অন্তত একদিন 'নো ভেহিকল ডে' পালনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপ কৃচ্ছ্রসাধন নয়। জাতীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক সচেতনতা। এর ফলে রাজপথে যানজট কমবে এবং জ্বালানি আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার চাপ অনেকটা কমবে। আমজনতার মনে এতে প্রশ্ন জাগছে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কালো মেঘের আঁচে তেলের দামের সম্ভাব্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রুখতেই কি এই আগাম প্রস্তুতি? দিল্লির 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' মডেল সফল হলে এবং অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়লে ভারতের কর্মসংস্কৃতিতেও বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে।

‘রেকর্ডের পিছনে আর ছুটি না’

চাপ ভালো খেলার রসদ দাবি কোহলির

রায়পুর, ১৪ মে : রেকর্ডের পিছনে ছোটেন না।

কিন্তু রেকর্ড তাঁর পিছনে ছোটে! এখনও ব্যাট হাতে ক্রিজে নামা মানে মুকুটে নিত্যনতুন পালক। গতকাল রায়পুরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে চোখধাঁধানো শতরানে একাধিক রেকর্ড গড়েছেন। সবচেয়ে তৃপ্ত দলকে জিতিয়ে ফিরে। বিরাটের কথায়, সেঞ্চুরি এল কি এল না, বড় কথা নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ফিনিশ করা।

জোড়া শূন্যের পর অপরাজিত ১০৫-এর সুবাদে ম্যাচের সেরার পুরস্কারও বিরাট কোহলির হাতে। রানে ফেরার স্বস্তি নিয়ে বলেছেন, ‘রেকর্ড নিয়ে এখন আর ভাবি না। ব্যাটিং করতে ভালোবাসি। সারাজীবন সেরাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামা উপভোগ করেছি। আমার কাছে যা গর্বেরও। এই ভালোবাসা থেকেই এখনও মাঠে লড়ে যাচ্ছি। যতদিন পারব ব্যাট হাতে এই লড়াই চালিয়ে যাব।’

অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (৭১), রিঙ্কু সিংয়ের (৪৯) প্রয়াসের সুবাদে ১৯২/৪ স্কোর তোলে কেকেআর। মেঘলা আবহাওয়ায় যে লক্ষ্যটা সহজ ছিল না। কিন্তু চেজমাস্টার বিরাটের স্পেশাল শো আরসিবির অনায়াস জয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেয়। ২১ রানে ক্যাচ দিয়ে জীবন পাওয়ার পর আর থামানো যায়নি।

হাতের ইশারায় (১০০) ক্রুণাল পাণ্ডিয়াকে নিয়ে শতরানের উদযাপনে বিরাট কোহলি।

গত দুই ম্যাচে শূন্যের পর সেঞ্চুরি। খুশিটা নিয়ে বিরাটের দাবি, চাপে পড়লেই তাঁর খেলা খোলে। ‘পিছনের দিকে তাকালে বোঝা যায় প্রতিটি সাফল্যের পিছনে ব্যর্থতারও গুরুত্ব রয়েছে। ব্যর্থতা ভুলভ্রান্তি শুধরোনোর জন্য আরও বেশি পরিশ্রমের জেদ তৈরি করে। ব্যর্থতা আছে বলে সাফল্য আরও উপভোগ্য। চাপের মধ্যে খেলতে আমি বরাবরই ভালোবাসি। চাপেই আমার সেরা খেলা বেরিয়ে আসে। এদিন মাঠে নামার আগেও চাপে ছিলাম। প্রথম রান পাওয়ার পর অন্যরকম আনন্দ পেয়েছি। ধীরে ধীরে সেই চাপটা সরে যায় এবং নিজের সহজাত ক্রিকেট খেলেছি।’

দেখতে দেখতে সাঁইত্রিশে পা। কেরিয়ারের একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু সাফল্যের খিদে এতটুকু কমেনি। বিরাটের কথায়, ব্যাটিং হোক বা ফিল্ডিং, মাঠে নামলে সবসময় একটাই লক্ষ্য থাকে, নিজের একশো শতাংশ দেওয়া। বাস্তববাদী বিরাটের সংযোজন, ‘জানি একদিন সবকিছু থমকে যাবে। তার আগে যে কয়টা দিন পাব, কাজে লাগাতে চাই, চাই উপভোগ করতে।’

১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। প্লে-অফের টিকিট প্রায় নিশ্চিত। খুশিটা ধরা পড়ল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক রজত পাতিদারের কথায়। ম্যাচ শেষে দলগত প্রয়াসের কথাই শোনালেন। তাঁর মতে, ‘যখন প্রয়োজন পড়ছে কেউ না কেউ এগিয়ে এসে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। সতীর্থদের যে প্রয়াস একজন অধিনায়কের কাছে স্বস্তির।’

পাতিদারের মতে, ১৯২ রানে কেকেআর-কে আটকে রেখে বোলাররা জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন। শেষ দশ ওভারে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছেন, বিশেষত ডেথ ওভারে। কোহলিকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। আরসিবি অধিনায়ক বলেছেন, ‘কী বলব, আমার কাছে শব্দ নেই। বাস্তব হল, এই ধরনের ইনিংস খেলা বিরাটের বাঁয়ে হাত কা খেল। গ্রুপ লিগে আরও দুইটি ম্যাচ রয়েছে। এখনও কাজ শেষ হয়নি। ম্যাচ ধরে এগোতে চাই।’

আইপিএল কেরিয়ারে নবম শতরানের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বিরাট কোহলির।

ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে সুনীল গাভাসকারের প্রতিক্রিয়া-আগের প্রজন্মই সেরা।

গত দুই ম্যাচে রানের খাতা খুলতে পারেননি। জোড়া শূন্যের চাপ। বেরিয়ে পড়েছিল সমালোচকদের দাঁতনখও। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে যার জবাব দিলেন ম্যাচ জেতানো শতরানে। প্রাক্তন কিংবদন্তির মতে, সমালোচকরা প্রশ্ন তুলছিল। নাইটদের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো শতরানে নিন্দুকদের চুপ করিয়ে দিলেন কোহলি।

আগের প্রজন্ম এখনও সেরা

বিরাট-বন্দনায় সানি

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : বিগহিটের আস্ফালন নয়। অভিজ্ঞতা আর ক্রিকেটীয় দক্ষতার দুরন্ত মিশেল। আরও এক বিরাট ক্লাসিক। তারুণ্যের তেজ যখন আইপিএলকে ছেয়ে রেখেছে, তার মধ্যেই পুরোনো প্রজন্মের ধ্বজা উড়িয়ে দৌড়োচ্ছেন সাঁইত্রিশের বিরাট কোহলি। কোহলির যে শোয়ে মুগ্ধ সানি আরও ‘কেকেআরের অসাধারণ ইনিংস কোহলি। কত বড় মাপের ব্যাটার, তার প্রতিফলন এই ইনিংসের পরতে পরতে। কীভাবে রান তাড়া করতে হয়, সেটা বাকিদের থেকে অনেক ভালো বোঝে ও। প্রায় প্রত্যেকের মুখেই শুনছি চলতি আইপিএল নাকি ‘আগামী প্রজন্মের’। কিন্তু কোহলি দেখিয়ে দিল ও এখনও রয়েছে। প্রমাণ করল পুরোনো প্রজন্ম এখনও সেরা।’

ওডিআই ক্রিকেটে অবিসংবাদিত সম্রাট। টি২০-তেও বিরাটকে পিছিয়ে রাখতে রাজি নন গাভাসকার। রেকর্ডের কথা উল্লেখ করে সানির যুক্তি, ‘টি২০ সেঞ্চুরি ধরলে ক্রিস গেইল, বাবর আজমের পরে তিন নম্বরে বিরাট। তবে ও কিন্তু দ্রুততম ১৪ হাজার টি২০ রানের মালিক। আইপিএলের সবাধিক ৯টি সেঞ্চুরিও রয়েছে। রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্য। কিন্তু বিরাট যা তৈরি করে যাচ্ছে, তা ভাঙতে সময় লাগবে।’

‘সমালোচকদের চুপ করিয়ে দিয়েছে’

জিনিয়াস আখ্যা দিচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন সতীর্থ ও পাঁচ শতাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক বলেছেন, ‘দুর্দান্ত ব্যাটিং। পিচ পরিস্থিতির সঠিক পর্যবেক্ষণ এবং সেইমতো নিজেকে মেলে ধরা! এটাই বিরাটের শক্তি। দ্রুত বুঝে গিয়েছিল ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিকে খেলার বদলে বলের পেস ব্যবহার করে ফাঁকফোকর খুঁজে খেলল। ৭০ থেকে ১০০-এই সময় বোলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা। আগেভাগে বুঝে যাচ্ছিল বল কোথায় পড়তে চলেছে এবং তার জন্য কী শট প্রয়োজন! জিনিয়াস।’

শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় সিরিজে বৈভব

মুম্বই, ১৪ মে : টিম ইন্ডিয়ার পথে আর এক পা বাড়িয়ে রাখলেন বৈভব সূর্যবংশী। অনূর্ধ্ব ১৯-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার ডাক পেলেন ভারতীয় সিনিয়ার ‘এ’ দলে। জুন মাসে শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক শ্রীলঙ্কা ছাড়া টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ভারত ও আফগানিস্তানের ‘এ’ দল।

‘বিস্ময় বালক’ বৈভবকে রেখেই এদিন দল ঘোষণা অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় নির্বাচক কমিটির। সাফল্যের গ্রাফ বজায় থাকলে পনেরো বছর বয়সেই সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে চাপানো সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ডাম্বুলায় ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিদেশীয় সিরিজের পর দীর্ঘমেয়াদি ফরম্যাটে লাল বলে গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুইটি ম্যাচও খেলবে ভারতীয় ‘এ’ দল।

তিলক ভার্মার নেতৃত্বে এদিন ১৫ জনের দল বেছে নিয়েছে নির্বাচক কমিটি। প্রত্যাশামাফিক তারুণ্যে জোর। গুরুত্ব পেয়েছে চলতি আইপিএলের পারফরমেন্সও। পাঞ্জাবের ওপেনারদ্বয় প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরান সিং রয়েছেন দলে। সহ অধিনায়কের দায়িত্বে রিয়ান পরাগ। এছাড়া উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে

চলতি আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে থাকার পুরস্কার পেলেন বৈভব সূর্যবংশী।

রয়েছেন অংশুল কম্বোজ, হর্ষ দুবে, নিশান্ত সিন্ধুরাও।

৯ জুন ত্রিদেশীয় উদ্বোধনী ম্যাচেই ভারত খেলবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান (১১ জুন)। গ্রুপ পর্বে পরস্পরের সঙ্গে দুইটি করে ম্যাচ খেলা হবে। সেরা দুই দলকে নিয়ে ২১ জুন ত্রিদেশীয় ‘এ’ সিরিজের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

ত্রিদেশীয় সিরিজের ‘এ’ দল : তিলক ভার্মা (অধিনায়ক), রিয়ান পরাগ (সহ অধিনায়ক), প্রিয়াংশ আর্য, বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ বাদোনি, নিশান্ত সিন্ধু, হর্ষ দুবে, সূর্যাংশ শেরগে, প্রভসিমরান সিং (উইকেটকিপার), কুমার কুশাগ্র (উইকেটকিপার), বিপরাজ নিগম, যশ ঠাকুর, যুধবীর সিং, অংশুল কম্বোজ ও আর্শাদ খান।

আফগান সিরিজে বিশ্রামে বুমরাহ

ডাক পেতে পারেন গুরনুর-আকিব

মুম্বই, ১৪ মে : ক্রিকেট বিশ্বের চোখ আপাতত আইপিএলে।

বিশ্বের তাবড় তাবড় খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে পারদ উর্ধ্বমুখী। প্লে-অফের দৌড়ে কোন চার দল জায়গা করে নেবে, তা নিয়ে সাপলুডোর খেলা চলছে। এহেন আইপিএল জ্বরের মাঝেই আগামী মঙ্গলবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হোম সিরিজের দল ঘোষণা করতে চলেছে ভারতীয় নির্বাচক কমিটি। সফরে একটি টেস্ট ও তিনটি ওডিআই ম্যাচ খেলবেন রশিদ খানরা।

৩১ মে আইপিএল ফাইনাল। সেই রেশ কাটার আগেই জুনের প্রথম সপ্তাহেই টেস্টের আসর। সিরিজের একমাত্র টেস্টটি হবে নিউ চণ্ডীগড়ে (৬-১০ জুন)। তিনটি ওডিআই অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ধরমশালা (১৪ জুন), লখনউ (১৭ জুন) ও চেন্নাইয়ে (২০ জুন)। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রের খবর, ১৯ মে যে সিরিজের দল ঘোষণা করা হবে।

ভারতীয় টেস্ট দলে সুযোগের অপেক্ষায় গুরনুর ব্রার (বাঁয়ে) ও আকিব নবি।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে লাল বলের সিরিজ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত নয়। দল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাই ক্রিকেটারদের ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট’-এর দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হবে। টেস্ট সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ সহ একাধিক সিনিয়ার ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনা নির্বাচকদের। বোর্ডের তরফেও সেরকম বার্তা গিয়েছে।

বিকল্প ভাবনায় অগ্রাধিকার পাচ্ছেন জম্মু ও কাশ্মীরের ফাস্ট বোলার আকিব নবি দার। রনজি ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর এবং সবাধিক উইকেটশিকারি। আকিবের পাশাপাশি পাঞ্জাবের বছর পঁচিশের পেস বোলার গুরনুর ব্রারের নামও

মঙ্গলবার দল ঘোষণা

শোনা যাচ্ছে। অপরদিকে ওডিআই দলে ডাক পেতে পাবেন ঈশান কিষান। বিশ্বকাপ এবং আইপিএল সাফল্যের হাত ধরে এবার সম্ভবত ওডিআই দলে ডাক পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

২০২৩ সালের ১১ অক্টোবর দিল্লিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেই শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন ঈশান। সেক্ষেত্রে কোপ পড়তে পারে ছন্দে না থাকা ঋষভ পন্থের ওপর। কুলদীপ যাদব ও রবীন্দ্র জাদেজাকে ভারতীয় ওডিআই দলে তাঁদের জায়গা ধরে রাখতে পারেন কিনা, সেদিকেও চোখ থাকবে।

নিখাত জারিন

এশিয়াড, কমনওয়েলথে নেই নিখাত

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : তিনি দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। কিন্তু সিলেকশন ট্রায়ালে হেরে চলতি বছরের এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসে নামতে পারবেন না তারকা বক্সার নিখাত জারিন। নয়াদিল্লিতে ট্রায়ালে ৫১ কেজি বিভাগে সেমিফাইনালে নিখাত অপ্রত্যাশিতভাবে ৪-১ পয়েন্টে আনকোরা সাক্ষী চৌধুরীর বিরুদ্ধে হেরে যান। ৫৪ কেজি থেকে ৫১ কেজি ওজন বিভাগে এসে বাজিমাত করলেন হরিয়ানার সাক্ষী। গত কয়েক মাস ধরেই খারাপ ফর্মে রয়েছেন নিখাত। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিততে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

বিশ্বকাপে সুরের মহোৎসব

জুরিখ, ১৪ মে : বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে এবার সুরের মহোৎসব। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে গ্যালারি মাতাতে আসছেন বিশ্বসংগীতের তিন মহারথী পপ সম্রাজ্ঞী ম্যাডোনা, লাতিন কুইন শাকিরা এবং কোরিয়ান সেনসেশন বিটিএস। ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে এই তারকাখচিত লাইনআপের ঘোষণা করেছে। সাধারণত আমেরিকান ফুটবলের ‘সুপার বোল’-এ যে ধরনের জমকালো হাফটাইম শো দেখা যায়, এবার সেই ধাঁচে বিশ্বকাপের ফাইনালকে সাজানোর পরিকল্পনা করেছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো। ১৯ জুলাই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচের বিরতির সময় এই মেগা কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে।

কোচ ফ্লিনটফ

সিডনি, ১৪ মে : ট্রেভর বেইলিসের জায়গায় বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থান্ডারের নতুন কোচ হতে চলেছেন অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। বিবিএলে গত দুই মরশুমে পয়েন্ট টেবিলের শেষে রয়েছে থান্ডার। ফ্লিনটফের ফ্র্যাঞ্চাইজি কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা বলতে শুধু দ্য হান্ড্রেডে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের দায়িত্ব সামলানো।

ক্লিন্সম্যান-জাবালেতাদের সঙ্গে নেতৃত্বে পাসকাল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ মে : দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপ। এক মাসও আর বাকি নেই। ফিফাও সেরে নিচ্ছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি।

প্রতিটি বিশ্বকাপের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ফিফার টেকনিকাল স্টাডি গ্রুপ (টিএসজি)। ১১ জুন এস্তাদিও অ্যাজটেকায় (অ্যাজটেক স্টেডিয়াম) যাঁদের কাজ শুরু হয়ে শেষ হবে একেবারে ১৯ জুন মেট লাইফে। এই টিএসজি-র ১১ জন সদস্যকে গত সোমবার এক ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে বেছে নিল ফিফা। এই টেকনিকাল স্টাডি গ্রুপের সদস্যরা যেটা করেন তা হল, পুরো বিশ্বকাপজুড়ে খেলা দেখার পর তার টেকনিকাল ধারা কোন দিকে যাচ্ছে মূলত তারই বিশ্লেষণ। এছাড়া ব্যক্তিগত পুরস্কারপ্রাপকদের বেছে নেওয়ার দায়িত্বেও থাকেন এর সদস্যরা। এবার ফিফার সিনিয়ার ফুটবল বিশেষজ্ঞ পাসকাল সুবাবুলার এই গ্রুপের নেতৃত্বে থাকছেন। সারা পৃথিবীর তারকা এবং টেকনিকাল মস্তিষ্ক কাজ করবেন তাঁর অধীনে। থাকছেন প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার ও আর্জেন্টাইন তারকা পাবলো জাবালেতা, কিংবদন্তি জার্মান তারকা জুরগেন ক্লিন্সম্যান এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের মাইকেল ও’নিল। এছাড়া আফ্রিকা ও কনকাকাফের প্রতিনিধিত্ব থাকছে। থাকছেন ঘানার প্রাক্তন কোচ ওট্টো আড্ডো, কোস্টারিকার ফুটবল আইকন পাওলো ওয়ানচোপে ও ব্রাজিলীয় বিশ্বকাপার গিলবার্তো সিলভা। এছাড়া টবিন হিথ, জন ডালে টমাসন, জেয়নি লুডলো ও অ্যারন উইন্টারদেরও নেওয়া হয়েছে টিএসজিতে। এঁদের মধ্যে ক্লিন্সম্যান এবং পাসকেল ২০২২ সালের গ্রুপেও ছিলেন।

গঠিত টেকনিকাল স্টাডি গ্রুপ

এই ১১ জনের গ্রুপই বেছে নেবেন গোল্ডেন বলের দাবিদারকে। এছাড়াও গোল্ডেন গ্লাভস, সেরা উদীয়মানদের। এবার মোট দলের সংখ্যা বেড়ে ৪৮ হয়ে যাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই কাজ বাড়বে এই গ্রুপের সদস্যদের। কারণ সরকারিভাবে টেকনিকাল রেকর্ড এদের দেওয়া রিপোর্টেই থাকবে। যা পরবর্তীতে কাজে লাগাবে ফিফা। বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থার এক প্রতিনিধি এই বিষয়ে জানান, ‘বিভিন্ন তথ্যের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ দিয়েই সরকারিভাবে ঠিক হবে যে ২০২৬ বিশ্বকাপের খেলার ধরন কী ছিল। সেই অর্থে বলতে পারেন, টিএসজি হল বিশ্বকাপের হৃদযন্ত্রের আওয়াজ।’ প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে এই গ্রুপকে নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিখ্যাত কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার। ফাইনালের আগেরদিন মূল মিডিয়া সেন্টারে তাঁর এবং ক্লিন্সম্যানের বিশ্লেষণ মুগ্ধ করে সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমকে।

ডিডিসিএ-র কর্মকর্তাকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : দিনদুয়েক আগেই অতিরিক্ত ম্যাচ পাস এবং প্রিমিয়াম টিকিট বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিল দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিল্লি জেলা ক্রিকেট সংস্থার (ডিডিসিএ) চার কর্মকর্তাকে তদন্তের জন্য নোটিশ ধরানো হল। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, অভিযুক্তরা কুড়ি হাজার টাকা প্রতি অতিরিক্ত ম্যাচ পাস বিক্রি করছিলেন এবং সেখান থেকে কিছু টাকা যাচ্ছিল ডিডিসিএ-র কর্মকর্তাদের কাছে। ডিসিপি (অপরাধ দমন শাখা) সঞ্জীবকুমার যাদব জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা আইপিএল টিকিটের কালোবাজারি এবং অনলাইনে লাইভ বাজি এবং সাট্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই কর্মকাণ্ড দেশের বিভিন্ন শহরে বিগত দশ বছর ধরে চলছিল।

মেসির জাদুতে জয়ী মায়ামি

সিনসিনাটি, ১৪ মে : লিওনেল মেসির জোড়া গোল ও এক অ্যাসিস্টের সৌজন্যে এফসি সিনসিনাটিকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে টানা সাতটি অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতল ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও ২৪ ও ৫৫ মিনিটে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান মেসি। চলতি মরশুমে তৃতীয়বার একটি ম্যাচে অন্তত তিনটি গোলে অবদান রাখলেন তিনি। ৭৯ মিনিটে মাতেও সিলভেস্তির গোলে ৩-৩ সমতায় থাকার পর ৮৪ মিনিটে জার্মান বারতেরামের জয়সূচক গোল মায়ামির জয় নিশ্চিত করে। ২০২৩ সালের পর এই প্রথম ৭৫ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও হারল সিনসিনাটি।

বৈভবকে দরাজ শংসাপত্র রাবাদার

আহমেদাবাদ, ১৪ মে : রাজস্থান রয়্যালসের ১৫ বছরের তরুণ ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশীর বিধ্বংসী মেজাজে মুগ্ধ গুজরাট টাইটান্সের প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদা। চলতি আইপিএলে সবাধিক ৪০টি ছক্কা মারা বৈভবের ভয়ডরহীন মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। রাবাদা বলেছেন, ‘ওর হাত দারুণ চলে আর শরীরে বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই। তরুণ বয়সে এমন নির্ভীক হওয়াই স্বাভাবিক। ওর এই প্রতিভাই আইপিএলকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।’ রাবাদা আরও জানান, বোলার হিসেবে তিনি বিপক্ষ ব্যাটারের নামের দিকে নজর না দিয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, বৈভবের মধ্যে এমন একটা এক্স ফ্যাক্টর রয়েছে, যা দর্শকদের মাঠমুখো করে। তবে তরুণ ব্যাটারদের বিরুদ্ধে বল করতে নামার সময় আলাদা কোনও পরিকল্পনা করেন না বলেও স্পষ্ট করেছেন রাবাদা। এই মরশুমে বল হাতে দারুণ ছন্দে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই তারকা পেসার। ১২ ম্যাচে ১৩.১৪ স্ট্রাইক রেট এবং ২০.০৫ গড়ে ২১টি উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি।

> **বৈভবের হাত দারুণ চলে আর শরীরে বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই। তরুণ বয়সে এমন নির্ভীক হওয়াই স্বাভাবিক। ওর এই প্রতিভাই আইপিএলকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।**
>
> **-কাগিসো রাবাদা**

বরুণের গোড়ালিতে চিড়

ক্যাচ মিসের অজুহাতে রাহানে

২১ রানে বিরাট কোহলির ক্যাচ ফেলেন রোভমান পাওয়েল।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মে : কলকাতা নাইট রাইডার্স ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ খেলেছিল ১৯ এপ্রিল। রাজস্থান রয়্যালসকে সেই ম্যাচে হারিয়ে মরশুমের প্রথম জয় পেয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

মাঝে অনেকটা সময় পার। কেকেআরের পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতিতেও বদল। নাইটরা যখন কলকাতা ছেড়েছিল, তখন ছিল রাজ্যে নির্বাচনের আবহ। পরবর্তী সময়ে সেই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে রাজ্যের শাসক দল এখন বিজেপি। বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের মাঝে নাইটদের আইপিএল যাত্রাপথেও বদল এসেছিল। গতরাতে রায়পুরের মাঠে বিরাট কোহলির মায়াবী শতরানে ফের খাদের কিনারায় কেকেআর।

শনি সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ নাইটদের। শুভমান গিলরা এখন লিগ টেবিলের দুই নম্বরে। ১২ ম্যাচে শুভমানদের পয়েন্ট ১৬। প্লে-অফ প্রায় নিশ্চিত। শনিবার কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচে জিতলেই কাগিসো রাবাদাদের প্লে-অফ নিশ্চিত হয়ে যাবে। একইসঙ্গে প্লে-অফের দৌড় থেকে সরকারিভাবে ছিটকে যাবে কেকেআর। সোজাকথায় নাইটদের জন্য বাকি থাকা তিন ম্যাচই এখন ফাইনাল। শর্ত হল, তিন ম্যাচে জেতার পরও বাকি দলের পারফরমেন্সের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। রাহানেদের পক্ষে প্লে-অফ সম্ভব, এমনটা অতি বড় কেকেআর সমর্থকও ভাবছেন না এখন।

এমন দমবন্ধ করা অবস্থার মধ্যে বৃহস্পতিবার বিকেলে রায়পুর থেকে

কলকাতা ফিরল কেকেআর

কলকাতায় ফিরলেন রাহানেরা। কোহলি ম্যাজিকের আবহে এখনও মজে পুরো দল। শনিবারের প্রতিপক্ষ গুজরাট দল হিসেবে দুর্দান্ত। রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ, জেসন হোল্ডাররা স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। সঙ্গে ব্যাট হাতে গুজরাটকে ভরসা দিয়ে চলেছেন অধিনায়ক শুভমান, বি সাই সুদর্শনরা। কোহলির ব্যাটে গতরাতে প্রায় প্লে-অফ স্বপ্নভঙ্গের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা রাহানেরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন? জবাব দেবে সময়। তার আগে এখনও গতরাতের ব্যর্থতার ঘোরের মধ্যে ডুবে রয়েছে কেকেআর। বিরাট ও দেবদত্ত পাডিক্কালের ক্যাচ পড়েছিল গতরাতের ম্যাচে। কোহলির ক্যাচ ফেলেছিলেন রোভমান পাওয়েল। আর পাডিক্কালের ক্যাচ ছাড়েন বৈভব অরোরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ হারের পর কেকেআর অধিনায়ক রাহানে স্বীকার করে নিয়েছেন, জোড়া ক্যাচ মিস ম্যাচের ভাগ্য চূড়ান্ত তরে দিয়েছে। দলের ব্যাটারদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়ার পর কেকেআর অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না। ক্রিকেটে ক্যাচ মিস নতুন কোনও ঘটনা নয়। শেষ কয়েকটি ম্যাচে আমাদের ফিল্ডিং ভালো হয়েছিল। তবে গতরাতের ম্যাচে জোড়া ক্যাচ মিস না হলে ফল ভিন্ন হতেই পারত।'

জোড়া ক্যাচ মিসের পাশে নাইট সংসারে রয়েছে আরও বড় দুঃসংবাদ। চোটের কারণে গতকালের ম্যাচ খেলতে পারেননি বরুণ চক্রবর্তী। অধিনায়ক রাহানে টসের সময় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, বরুণের চোট রয়েছে। ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআরের কোচ অভিষেক নায়ার জানিয়েছেন, বরুণের গোড়ালির হাড়ে 'চিড়' ধরেছে। ফলে মনে করা হচ্ছে, আরসিবি ম্যাচের পর শনিবারের গুজরাট ম্যাচেও বরুণের খেলার সম্ভাবনা কম। রাতের দিকে কেকেআরের একটি সূত্রের দাবি, বরুণের চোটের অবস্থা এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে আজ বরুণের বাঁ পায়ের স্ট্র্যাপ খুলে দেওয়ার হয়েছে। ফলে শনিবারের ম্যাচে তাঁকে দেখার সম্ভাবনা সামান্য হলেও উজ্জ্বল হয়েছে। একান্তই বরুণ না খেললে তাঁর অভাব কীভাবে পূরণ হবে, বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে কেকেআর সংসারে। গতরাতেই দেখা গিয়েছে, সুনীল নারায়ণ একদিক থেকে রহস্য স্পিনের মাধ্যমে চাপ তৈরি করলেও বরুণের অনুপস্থিতিতে বাকিরা সেই চাপ ধরে রাখতে পারেননি।

শনিবারের ইডেনেও শুভমানদের বিরুদ্ধে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে কেকেআরের প্লে-অফ স্বপ্নের গঙ্গাপ্রাপ্তি নেহাতই সময়ের অপেক্ষা।

ক্রীড়ামন্ত্রী হওয়ার জন্য নিশীথ প্রামাণিককে শুভেচ্ছা জানালেন সিএবি-র কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস। বৃহস্পতিবার।

কেকেআর বনাম গুজরাট টাইটান্স

ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথকে আমন্ত্রণ সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মে : রাজ্যে সরকার বদলেছে। আর সেই বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিয়মিতভাবে বদলে চলেছে বাংলার ক্রীড়া রাজনীতিও।

বদলে চলা রাজনীতির স্রোতে গা ভাসানোর পথে বাংলা ক্রিকেট সংস্থাও। বৃহস্পতিবার দুপুরে নব মহারণে সিএবি-র কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস হাজির হয়েছিলেন নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের দরবারে। নয়া দায়িত্বের জন্য সিএবি-র তরফে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেন তিনি। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কথা হয়েছে বলে খবর। একইসঙ্গে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আজ ফোনে কথা বলেছেন রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী। শনিবার সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্সের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচ দেখতে হাজির হওয়ার জন্য সিএবি সভাপতি সৌরভ ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে খবর। রাজ্যের নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী ইডেনে হাজির হয়ে আইপিএলের ম্যাচ দেখার ব্যাপারে সিএবি সভাপতিকে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, আজ সিএবি-র পাশে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফেও রাজ্যের নয়া ক্রীড়ামন্ত্রীকে তাঁর দপ্তরে হাজির হয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। লাল-হলুদের শীর্ষকর্তা দেবব্রত (নীতু) সরকার ক্রীড়ামন্ত্রীকে সংবর্ধনা দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে।

শার্দূল ম্যাজিকের পরও লড়াই পাঞ্জাবের

পাঞ্জাব কিংস-২০০/৮
মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে-৭২/১
(৮ ওভার পর্যন্ত)

৪ উইকেট নিয়ে পাঞ্জাব কিংসকে ভাঙলেন শার্দুল ঠাকুর।

ধরমশালা, ১৪ মে : টানা পঞ্চম হার ঠেকানোর লক্ষ্যে পাঞ্জাব কিংস। অন্যদিকে, প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সম্মান বাঁচানোয় চোখ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। ধরমশালায় যে লড়াইয়ে শার্দূল ঠাকুরের দাপটের পরেও পাঞ্জাব থামল ২০০/৮ স্কোরে।

টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুম্বই অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ। তিনি হার্দিক পান্ডিয়া এবং সূর্যকুমার যাদবের পর চলতি মরশুমে তৃতীয় অধিনায়ক হিসেবে মুম্বইয়ের নেতৃত্ব এবং প্রথম ফ্যাঞ্চাইজি হিসেবে মুম্বই তিন ভারতীয়র ওপর আস্থা রাখল। ব্যাক স্প্যাজম সারিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি হার্দিক। অন্যদিকে, সদ্য বাবা হওয়া সূর্যকুমার দলের সঙ্গে ধরমশালায় যাননি। ফলে প্রথমবার আইপিএলে মুম্বইয়ের অধিনায়কত্বে বুমরাহ।

বৃহস্পতিবার বুমরাহর তুরুপের তাস হয়ে উঠলেন শার্দূল। ৪ ওভারে ৩৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে একাই পাঞ্জাবের কোমর ভেঙে দিলেন। যদিও ষষ্ঠ ওভারে প্রিয়াংশ আর্যকে (১৭ বলে ২২) ফিরিয়ে শুরুটা করেছিলেন দীপক চাহার (৩৬/২)। পাওয়ার প্লে-তে পাঞ্জাবের স্কোর ছিল ৫৫/১। প্রিয়াংশ ফিরতেই খোলস ছেড়ে বেরোন প্রভসিমরান সিং (৩২ বলে ৫৭)। তবে অর্ধশতরানের পর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি তাঁর ইনিংস। শার্দূলের বলে করবিন বশের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন প্রভসিমরান। এক বল পরেই পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়সকে বোল্ড করে দেন শার্দূল (৩৯/৪)। পরের ওভারে রাজ অঙ্গদ বাওয়া ফেরান কুপার কনোলিকে (২১)। পরের ওভারে ফের আঘাত হানেন শার্দূল। এবার তাঁর শিকার সূর্যাংশ শেরগে (৮)। ১০৭/১ থেকে পাঞ্জাব ৩ ওভারের মধ্যে ১১২৩/৫ হয়ে যায়। সেই ধাক্কা কিছুটা সামাল দেন আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (১৭ বলে ৩৮)। শেষ তিন ওভারে ৫২ রান তুলে পরিস্থিতি সামলান ইমপ্যাক্ট সাব বিষ্ণু বিনোদ (৭ বলে অপরাজিত ১৫) ও জেভিয়ার বার্টলেটরা (৭ বলে অপরাজিত ১৮)।

রানতাড়ায় নেমে শুরুটা ভালো করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আক্রমণাত্মক মেজাজে রায়ান রিকেলটন ২৩ বলে ৪৮ করে ওমরজাইয়ের শিকার হন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মুম্বইয়ের স্কোর ৮ ওভারে ৭২/১। ক্রিজে ইমপ্যাক্ট সাব রোহিত শর্মা (১৬) ও নমন ধীর (৮)।

ইউরোপে প্রস্তুতিতে নীরজ, মনু

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতির জন্য ইউরোপে অনুশীলন করতে যাচ্ছেন ভারতীয় জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়া এবং জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী শুটার মনু ভাকের। ক্রীড়ামন্ত্রকের মিশন অলিম্পিক সেল (এমওসি) এই প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। চোট সারিয়ে ওঠা নীরজ ২৫ মে থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত সুইৎজারল্যান্ডের বিয়েলনে ৪৭ দিনের প্রস্তুতি সারবেন। অন্যদিকে, ইতালির লুক্কায় ১৩ থেকে ২২ মে পর্যন্ত কোচ যশপাল রানার অধীনে অনুশীলন করবেন মনু। পাশাপাশি দূরপাল্লার রানার গুলবীর সিংয়ের আমেরিকায় অনুশীলনের প্রস্তাবও মঞ্জুর হয়েছে।

ফের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

প্যারিস, ১৪ মে : লেন্সকে হারিয়ে টানা পঞ্চমবার ফরাসি লিগ ওয়ান খেতাব জিতল প্যারিস সাঁ জাঁ। ২৯ মিনিটে কভিচা কাভারাৎস্কেইয়া এবং সংযোজিত সময়ে ১৮ বছরের স্ট্রাইকার ইব্রাহিম এমবায়ের গোলে জয় নিশ্চিত করে লুইস এনরিকের দল। এই মরশুমে অপরাজিত পিএসজি ফরাসি সুপার কাপও জিতেছে এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে আর্সেনালের মুখোমুখি হবে। লেন্স বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও গোলকিপার মাতভে সাফোনভের অসাধারণ সেভে আটকে যায়। লেন্সের কোচ পিয়েরে সেজ প্রথম একাদশে তাঁর সেরা দুই স্ট্রাইকারকে না রাখায় আক্রমণের ধার কিছুটা কম ছিল।

অস্কারকে রাখার আবেদন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের

মহারণের আগে চাপে বাগান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মে : ডার্বির মহড়ায় নামল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল মাঠে নেমে পড়েছে একদিন আগেই।

রবিবারের ডার্বির আগে প্রবল চাপে সবুজ-মেরুন। এই মুহূর্তে ১১ ম্যাচে দুই দলের পয়েন্টই ২২। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। তাই রবিবার বড় ম্যাচের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য। যেখানে ড্র করলেই অ্যাডভান্টেজে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। তবে আইএসএল জয়ের হ্যাটট্রিক করতে হলে এই ম্যাচে জিততেই হবে বাগান ব্রিগেডকে।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন করে হারানোর কিছু নেই। কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে, তাঁর দলের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল প্রথম ছয়ে থাকা। এই মুহূর্তে লক্ষ্য প্রথম দুইয়ে জায়গা পাকা করা। এই মুহূর্তে আইএসএল পয়েন্ট টেবিলের যা পরিস্থিতি তাতে প্রথম দুইয়ে কলকাতার দুই প্রধানের জায়গা একরকম নিশ্চিত। খুব স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে মেজাজেই ডার্বিতে মাঠে নামতে পারবে লাল-হলুদ। সেই জায়গায় মোহনবাগান যে শুধুই লিগ টেবিলের অঙ্কে পিছিয়ে তাই নয়, ডার্বিতে সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের মানসিকতাও পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো তো দূর, মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট এখনও ফুটবলারদের সঙ্গে আগামী মরশুম নিয়ে কথা বার্তা বলেনি। ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত প্রকাশ্যে ফুটবলারদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সবমিলিয়ে ডার্বি জেতার জন্য যে মানসিকতা দরকার সেটা কি সবুজ-মেরুন সাজঘরে রয়েছে? প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

এদিকে পারফর্মেন্সে খুশি হয়ে আগামী মরশুমেও দলের হেড কোচ হিসেবে অস্কার ব্রুজোকে রেখে দেওয়ার জন্য লগ্নিকারী সংস্থা ইমামির কাছে আবেদন জানাল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী কমিটি। অথচ কিছুদিন আগে এই ক্লাব কর্তারাই প্রকাশ্যে ব্রুজোঁর সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন।

রবিবার অর্থাৎ ১৭ মে ডার্বির দিন কলকাতার বাইপাসের একটা অংশ সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকবে। ফলে যানজটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

স্থগিত ম্যাচ

বালুরঘাট, ১৪ মে : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ স্কুল জেলা ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে ললিতমোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও তিওর হাইস্কুলের খেলা স্থগিত করা হয়েছে। বৃষ্টিতে ভেজা মাঠ এখনও খেলার উপযুক্ত নয়। সংস্থার ক্রিকেট সচিব অরিন্দম চন্দ বলেছেন, শুক্রবারের খেলা সূচি মেনে হবে এবং বৃষ্টির জন্য স্থগিত হওয়া খেলার সূচি আগামীতে জানানো হবে।

এখন তুমি শুধুই স্মৃতি
মনের মধ্যে আসা যাওয়া
চাইলেও ছুঁতে পারি না
শুধুই হাতড়ে বেড়াই... শূন্যতা

গত ২রা মে আমার বাবা শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কবি ও সাহিত্যিক **শ্রী দীপক কুমার ঘোষ** পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আগামী ১৬ই মে অরুণোদয় ক্লাব হাকিমপাড়া (১৬ নং ওয়ার্ড) একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। আপনাদের সকলের উপস্থিতি একান্তই কাম্য।

স্থান - অরুণোদয় সংঘ ক্লাব
তারিখ - ১৬ই মে শনিবার
সময় - সন্ধে ৭.৩০
দূরভাষ - 9832066361

ঋষভকে নিয়ে অসন্তোষ জারি

ফের লখনউ বধে চোখ সঞ্জুদের

লখনউ, ১৪ মে : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা। আরও একটা চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ। আবারও সেই প্রশ্নটা উঁকি মারছে। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কি হলুদ জার্সিতে এবার দেখা যাবে? ভক্তদের যে অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘ। শুক্রবার লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচেও ধোনির খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

টিম সূত্রের খবর, দলের সঙ্গে নাকি নবাবের শহরে যাননি মাহি। ফলস্বরূপ, গত এগারোটি ম্যাচের মতো আগামীকালও মাহিহীন সুপার কিংস। তবে মাহি না থাকলেও চেন্নাই কিন্তু প্লে-অফের দৌড়ে ভীষণভাবে রয়েছে। ১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পাঁচ নম্বরে। হাতে এখনও তিন ম্যাচ। জয়ের হ্যাটট্রিক মানে নিশ্চিত টিকিট।

চোখ আপাতত কালকের ম্যাচে। প্রতিপক্ষ প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া বিধ্বস্ত লখনউ। দিন চারেক আগেই ঘরের মাঠে লখনউকে হারিয়েছে সুপার কিংস। উর্ভিল প্যাটেলের বিস্ফোরক অর্ধশতরান, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের অধিনায়ক সুলভ ইনিংসের হাত ধরে লখনউ ২০৩/৮ স্কোরের চ্যালেঞ্জে উতরে যায় সিএসকে।

প্লে-অফ থেকে ছিটকে গেলেও ফুরফুরে মেজাজে ঋষভ পন্থ।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডিয়ান ফোরেস্টারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে অংশুল কম্বোজ, নুর আহমদ, আকিল হোসেন, মুকেশ চৌধুরীদের কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব। চোটআঘাতে এবার চেন্নাই কার্যত মিনি হাসপাতাল। ধোনি এখনও মাঠের বাইরে। ছিটকে গিয়েছেন খলিল আহমেদ, আয়ুষ মাত্রে, রামকৃষ্ণ ঘোষরা। নবতম সংযোজন ওভারটন। হতাশা আড়াল করেননি হেডকোচ স্টিফেন ফ্লেমিং। একইসঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই লক্ষ্যপূরণের আত্মবিশ্বাসী কিউয়ি তারকার মুখে। আরও একবার সঞ্জু স্যামসনের দিকে তাকিয়ে থাকবে দল।

লখনউ সেখানে শুরু থেকেই ছন্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। নিকোলাস পুরান থেকে অধিনায়ক ঋষভ পন্থ-ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর আগামীর ভাবনা। খবর, অধিনায়কত্ব থেকে ছাঁটাই হতে পারেন ঋষভ। হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার সহ একঝাঁক সাপোর্ট স্টাফকে বাতিল করতে চলেছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কারা। এর মধ্যেই কাল চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে বদলার সঙ্গে মুখরক্ষার ম্যাচ লখনউয়ের। যেখানে ভরসা ছন্দে ফেরা মিচেল মার্শ। বাংলা রনজি দলের তারকা শাহবাজ আহমেদও ফর্মে রয়েছেন। কিন্তু সতীর্থদের ব্যর্থতায় মার্শদের প্রচেষ্টা জলে যায়। আগামীকাল? নবাবের শহরের দৈরথে সেই উত্তর খোঁজার পালা।

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE
লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম চেন্নাই সুপার কিংস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন জেমি ওভারটন। ইংরেজ পেসারের তিন শিকার লখনউর ইনিংসকে নাগালের বাইরে যেতে দেয়নি। দুর্ভাগ্য পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন সিএসকে-র, গুরুত্বপূর্ণ কালকের ম্যাচে ওভারটনকে পাচ্ছে না। লখনউয়ের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে পাওয়া চোটে আইপিএল থেকে ছিটকে দিয়েছে ওভারটনকে। পরিবর্ত হিসেবে

ইউনিটি কাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : ইউনিটি কাপকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার ২৮ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করলেন ভারতীয় ফুটবল দলের হেড কোচ খালিদ জামিল।

লন্ডনে ইউনিটি কাপ খেলতে যাওয়ার আগে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় দলের শিবির। ২৪ মে ইংল্যান্ড রওনা দেবে দল। তবে প্রাথমিক দলের ২৮ জন থাকলেও, কোচের পর্যবেক্ষণের পর চূড়ান্ত ২৩ জনের নাম ঘোষণা করা হবে, যাঁরা প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আসন্ন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের কথা মাথায় রেখে এই ইউনিটি কাপকে প্রস্তুতির সেরা মঞ্চ হিসেবে দেখছেন খালিদ। তিনি বলেছেন, 'ফিফা উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে বড় প্রতিযোগিতার জন্য নিজেদের তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। আইএসএলে খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স বিচার করেই এই প্রাথমিক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেললে আমাদের ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং তারা উচ্চস্তরের ফুটবলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে।' খালিদের ঘোষিত ২৮ সদস্যের দলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ৮ এবং ইস্টবেঙ্গলের ৩ জন জায়গা পেয়েছেন।

ঘোষিত প্রাথমিক দল

গোলরক্ষক : গুরপ্রীত সিং সান্ধু, বিশাল কেইথ, হৃতিক তিওয়ারি, অ্যালবিনো গোমস।

ডিফেন্ডার : রাহুল ভেকে, নিখিল পূজারি, রোশন সিং নাওরেম, অভিষেক সিং টেকচাম, আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিংগান, আকাশ মিশ্র, বিজয় ভার্গিস, প্রমবীর সিং।

মিডফিল্ডার : আশিক কুরুনিয়ান, আপুইয়া, সাহাল আব্দুল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপা, জিকসন সিং, নৌফল পিএন, রিকি শাবং।

স্ট্রাইকার : রায়ান উইলিয়ামস, মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, সুহেল আহমেদ বাট, এডমুন্ড লালরিনডিকা, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, রহিম আলি ও ফারুক চৌধুরী।

ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজ দেখছেন গুজরাট টাইটান্স কোচ আশিস নেহেরা। ছবি : ডি মণ্ডল

ইডেনে গুজরাটের অনুশীলনে নারায়ণ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মে : সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্স। ইতিউতি জটলা। কারও উদ্দেশ্য, শনিবারের ম্যাচের টিকিট জোগাড় করা। আবার কেউ চাইছেন একবার তাঁকে দেখতে।

গতকাল দলবল নিয়ে কলকাতায় হাজির হয়ে গেলেও আজ সন্ধ্যার ইডেনে গুজরাট টাইটান্সের অনুশীলনে তিনি, শুভমান গিল ছিলেন না। শুধু একা শুভমান কেন। গুজরাট টাইটান্স দলের প্রথম একাদশের কাগিসো রাবাদা, জস বাটলার, জেসন হোল্ডারদের বেশিরভাগই ছিলেন অনুপস্থিত। বি সাই সুদর্শন ও গ্লেন ফিলিপস ছাড়া গুজরাটের প্রথম একাদশের প্রায় কেউই ছিলেন না আজ সন্ধ্যার ইডেনে। তার মধ্যেই আজ ইডেনে আচমকা দেখা গিয়েছে সুনীল নারায়ণকে!

চমকে দেওয়ার মতোই তথ্য। বোলিং অ্যাকশনের দিক থেকে স্থানীয় নেট বোলারের অ্যাকশন নারায়ণের মতোই। সেই স্থানীয় নেট বোলার আনন্দ বর্দিয়াকে বিশেষ লেংথে বোলিং করার নির্দেশ ছিল গুজরাট টিম ম্যানেজমেন্টের। গুজরাটের কোচ আশিস নেহেরা, সহকারী কোচ বিজয় দাহিয়াদের নজরদারিতে সিএবি-র স্থানীয় নেট বোলার নারায়ণের ঢংয়ে টানা বল করলেন সুদর্শনদের। মনে করা হচ্ছে, শনিবার আসল নারায়ণের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে আজ 'নকল' নারায়ণকে নিয়ে মহড়া সেরে নিলেন সুদর্শনরা। নারায়ণের বিরুদ্ধে অনুশীলনের প্রভাব শনিবারের ম্যাচে কী হয়, সেটাই দেখার।

দুই বছর পর দলে রবিনসন

লন্ডন, ১৪ মে : বিতর্কের ছায়া কাটিয়ে দুই বছর পর ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে ফিরলেন পেসার ওলি রবিনসন। ২০২৪ সালের ভারত সফরের সময় একটি পডকাস্টে আলটপকা মন্তব্য এবং জঘন্য পারফরমেন্সের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন তিনি। পরে তাঁর সেন্ট্রাল কন্ট্রাক্টও বাতিল হয়। তবে কাউন্টি ক্রিকেটে সাসেক্সের হয়ে দুর্দান্ত ফর্ম এবং অধিনায়কত্বের জোরেই তিনি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দলে সুযোগ পেলেন। ইংল্যান্ডের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট রব কি জানিয়েছেন, রবিনসন তাঁর ফিটনেস প্রমাণ করেছেন এবং দলের এখন তাঁর মতো অভিজ্ঞ বোলারের প্রয়োজন।

ফরাসি ওপেনে ভেনাস

প্যারিস, ১৪ মে : ৪৫ বছর বয়সে ফরাসি ওপেনের ডাবলসে নামছেন ভেনাস উইলিয়ামস। নিজের চেয়ে ২১ বছরের ছোট হেইলি ব্যাপটিস্টের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলবেন এই মার্কিন টেনিস তারকা। ২৪ মে থেকে প্যারিসে বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম শুরু হবে। তবে মহিলাদের সিঙ্গলসে তিনি অংশ নিচ্ছেন না। এর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়ে প্রথম রাউন্ডেই হেরেছিলেন তিনি। ২০০২ সালে ফরাসি ওপেনের সিঙ্গলসের ফাইনালে বোন সেরেনার কাছে হারলেও, ডাবলসে দুইবার (১৯৯৯, ২০১০) চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ভেনাস।

ম্যাচের সেরা মৃণালকান্তি সেন। ছবি : জয়দেব দাস

মৃণালকান্তি, সায়নের ৫ উইকেট

কোচবিহার, ১৪ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার হাজরাপাড়া তরুণ দল ৮৮ রানে হারিয়েছে নিউটাউন ইউনিটকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে তরুণ দল ৩৬ ওভারে ১৪১ রান তোলে। স্নেহাশিস সাহার অবদান ৪৪ রান। সায়ন দেব ১৯ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে নিউটাউন ২২.১ ওভারে ৫৩ রানে গুটিয়ে যায়। রাহুল ধর ১৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা মৃণালকান্তি সেনের শিকার ১১ রানে ৫ উইকেট।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা শেখ আল্লারাখা - কে 15.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68A 30569 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনে অনেক ইচ্ছা থাকে কিন্তু তা পূরণ করার উপায় আমরা জানি না। আমাদের জীবনের ইচ্ছেগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান আমরা হয়তো খুঁজে পাই না। কিন্তু ডিয়ার লটারি কোনো অসুবিধা ছাড়াই এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার একটি খুব ভালো সুযোগ করে দেয়।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।